NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৩ ভোটের আগে অস্ত্রবিরোধী অভিযানে কড়া কলকাতা পুলিশ

ভোটের দায়ভার কার, রাজ্য না কমিশনের? হাইকোর্টে সরাসরি প্রশ্ন ৩

কলকাতা ১৯ মার্চ ২০২৬ ৪ চৈত্র ১৪৩২ বৃহস্পতিবার উনবিংশ বর্ষ ২৭৬ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 19.03.2026, Vol.19, Issue No. 276, 8 Pages, Price 3.00

তদন্ত চলাকালীন কোনও মুখ্যমন্ত্রীর জোর করে ঢুকে পড়া অনভিপ্রেত: সুপ্রিম কোর্ট

> তদন্ত চলাকালীন কোনও মুখ্যমন্ত্রীর জোর করে ঢুকে পড়া মোটেই অভিপ্রেত নয়। কাল অন্য কোনও মুখ্যমন্ত্রীও একই কাজ করতে পারেন।
>
> বিচারপতি প্রশান্তকুমার মিশ্র

নয়াদিল্লি, ১৮ মার্চ: কয়লা পাচার মামলায় ভোটকুশলী সংস্থা আইপ্যাকের অফিসে তল্লাশি এবং তাতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হস্তক্ষেপ' ঘিরে আইনি লড়াই চলছে শীর্ষ আদালতে। বুধবার সুপ্রিম কোর্টে বিচারপতি প্রশান্তকুমার মিশ্র এবং বিচারপতি এনভি আঞ্জারিয়ার বেঞ্চে এই মামলার শুনানি চলার সময় সেখানে ফের সময় চেয়ে আবেদন জানায় রাজ্য সরকার। যা নিয়ে তীব্র আপত্তি তুলে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা অভিযোগ করেন, মুখ্যমন্ত্রী তদন্তে বাধা দিচ্ছেন এবং রাজ্য ইচ্ছাকৃতভাবে সময় নষ্ট করছে।

রাজ্যের পক্ষে বর্ষীয়ান আইনজীবী কপিল সিব্বল আদালতে আবেদন করেন, তাঁরা এই মামলায় একটি 'রিজয়েনডার' বা প্রত্যুত্তর জমা দিতে চান। কিন্তু ইডির পক্ষের সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা এই আবেদন তীব্রভাবে বিরোধিতা করেন। তাঁর সাফ বক্তব্য, এটি শুধুই শুনানি বিলম্ব করার কৌশল। আদালতকে তিনি জানান, চার সপ্তাহ আগেই ওই নথি জমা পড়েছে। ফলে রাজ্যের কাছে পর্যাপ্ত সময় ছিল জবাব দেওয়ার। বিচারপতি মিশ্রও রাজ্যের এই সময় চাওয়ার প্রবণতায় অসন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, 'ইতিমধ্যেই অনেকটা সময় দেওয়া হয়েছে, এটা সময় নষ্ট করার চেষ্টা ছাড়া আর কিছু নয়। এই মামলার শুনানি আর পিছোবে না। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফে করা স্থগিতের আবেদন সরাসরি খারিজ করে দেয় শীর্ষ আদালত।' পাশাপাশি বিচারপতি মিশ্র স্পষ্ট ভাষায় রাজ্যকে জানায়, 'আপনারা আদালতকে নির্দেশ দিতে পারেন না। রেকর্ডে যা আছে, সবই বিবেচনা করা হবে।' একইসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেন, 'এখানে যেন স্থগিতাদেশ নিয়েই লড়াই চলছে।' এদিকে রাজ্যের আরেক আইনজীবী মেনকা গুরুস্বামীও দাবি করেন, ইডির নথিতে নতুন তথ্য রয়েছে, তাই সময় প্রয়োজন। কিন্তু আদালত জানিয়ে দেয়, শুনানি চলবে। ইডি তাদের যুক্তি পেশ করতে পারে, রাজ্য পরে তার জবাব দেবে। তখন রাজ্যের পক্ষ থেকে বলা হয়, লিখিত জবাব ছাড়াই যুক্তি পেশ করতে হলে তারা 'হ্যান্ডিক্যাপড' অবস্থায় পড়বে এবং বিষয়টি অত্যন্ত সংবেদনশীল। তবে আদালত সেই যুক্তিও খারিজ করে দেয়।

শেষমেশ আদালত রাজ্যের একটি প্রাথমিক আপত্তি শোনার অনুমতি দেয়, ইডির এই রিট পিটিশন আদৌ গ্রহণযোগ্য কি না, সেই প্রশ্নে আগে শুনানি হবে। যদিও ইডির পক্ষ থেকে বলা হয়, মূল মামলার সঙ্গেই এই বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।

উল্লেখ্য, তৃণমূল কংগ্রেসের রাজনৈতিক পরামর্শদাতা সংস্থা আইপ্যাকের অফিসে ও আইপ্যাক কর্তা প্রতীক জৈনের বাড়িতে ইডির তল্লাশির সময়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হস্তক্ষেপের অভিযোগ ঘিরেই এই মামলা দায়ের হয়। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার অভিযোগ, তাদের কাজে বাধা দেওয়া হয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে বুধবার শুনানি চলাকালীন সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা বলেন, 'এটি অত্যন্ত আশ্চর্যের যে একজন মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় সংস্থার তদন্তে সরাসরি হস্তক্ষেপ করছেন। তদন্ত চলাকালীন তাঁর এভাবে ঢুকে পড়া অত্যন্ত অস্বাভাবিক।' এর আগে ইডি হলফনামা দিয়ে জানিয়েছিল, আইপ্যাক অফিসে তল্লাশির সময় রাজ্য পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর সংঘর্ষ এড়াতেই তারা পিছু হটেছিল। ইডির অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ক্ষমতাবলে সেখানে ঢুকে গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র নিয়ে চলে এসেছেন। অন্যদিকে, রাজ্যের পাল্টা দাবি, নির্বাচনের আগে স্পর্শকাতর রাজনৈতিক তথ্য হাতিয়ে নিতেই ওই অভিযান চালিয়েছিল কেন্দ্র।

এদিন সওয়াল করতে উঠে রাজ্যের আইনজীবী শ্যাম দিওয়ান ইডির মামলার গ্রহণযোগ্যতা নিয়েই বড়সড় প্রশ্ন তোলেন। তাঁর প্রধান যুক্তিগুলি ছিল, সংবিধানের ৩২ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কেবল একজন নাগরিক বা আইনি কর্পোরেট সংস্থা মৌলিক অধিকার লঙ্ঘনের প্রশ্ন তুলে আদালতের দ্বারস্থ হতে পারেন। ইডি কোনও 'জুরিস্টিক এনটিটি' নয়, তাই তাদের এই পিটিশন গ্রহণযোগ্য নয়। একইসঙ্গে সংবিধানের ৩০০ ও ১৩১ অনুচ্ছেদ তুলে ধরে জানান, কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকার মামলা করতে পারে, কিন্তু একটি তদন্তকারী সংস্থা স্বতন্ত্রভাবে এই ধারায় মামলা করতে পারে না। রাজ্য জানায়, প্রয়োজনে ভারত সরকার মামলা করুক, কিন্তু কোনও দপ্তর বা ডিরেক্টরেট নয়। যদি ইডিকে এই অধিকার দিতে হয়, তবে অনুচ্ছেদ ১৪৫ অনুযায়ী পাঁচ বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চ গঠন করে তাদের এক্তিয়ার নতুন করে ঠিক করতে হবে। এরই প্রেক্ষিতে বিচারপতি প্রশান্তকুমার মিশ্র মন্তব্য করেন, 'তদন্ত চলাকালীন কোনও মুখ্যমন্ত্রীর জোর করে ঢুকে পড়া মোটেই অভিপ্রেত নয়। কাল অন্য কোনও মুখ্যমন্ত্রীও একই কাজ করতে পারেন।'

এই মামলা প্রসঙ্গে আইন বিশেষজ্ঞদের ধারনা, এই মামলাকে ঘিরে ইতিমধ্যেই কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে তীব্র আইনি ও রাজনৈতিক টানাপোড়েন তৈরি হয়েছে। বুধবারের শুনানিতে সুপ্রিম কোর্টের এই অবস্থান সেই সংঘাতকে আরও প্রবল আকার নিল।

বিজেপির পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশের অপেক্ষা

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজনৈতিক প্রস্তুতি এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে। তৃণমূল কংগ্রেস তাদের সম্পূর্ণ প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করলেও ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে এখনও সব আসনে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়নি। ফলে স্বাভাবিকভাবেই রাজনৈতিক মহলে কৌতূহল তুঙ্গে।

নির্বাচন কমিশনের সূচি ঘোষণার পর প্রথম দফায় ১৪৪টি আসনে প্রার্থীর নাম জানিয়েছে বিজেপি। তবে বাকি প্রায় দেড়শো আসনের জন্য এখনও অপেক্ষা চলছে। দলীয় সূত্রে ইঙ্গিত, দ্বিতীয় দফার তালিকাই হতে পারে পূর্ণাঙ্গ তালিকা, যা খুব শীঘ্রই প্রকাশ পেতে পারে।

দিল্লিতে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে রাজ্য নেতাদের ধারাবাহিক বৈঠকে প্রার্থী নির্বাচন প্রায় শেষ পর্যায়ে পৌঁছেছে। সমন্বয়ের কাজ সম্পূর্ণ হলেই তালিকা প্রকাশ করা হবে বলে জানা যাচ্ছে। এক দলীয় সূত্রের বক্তব্য, 'প্রার্থী বাছাই প্রক্রিয়া অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে করা হচ্ছে। সবদিক বিবেচনা করেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে।' প্রথম তালিকায় অভিজ্ঞ ও দীর্ঘদিনের সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত নেতাদের উপর আস্থা রাখার প্রবণতা স্পষ্ট ছিল। দ্বিতীয় তালিকাতেও সেই ধারাই বজায় থাকতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। পাশাপাশি কিছু নতুন মুখ বা বিশেষ প্রতিনিধিত্বের সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

এবার কমিশনের কোপে বদলি দশ জেলাশাসকের

অপসারিত পাঁচ ডিআইজি ও দুই জেলা নির্বাচন আধিকারিক

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন ঘোষণা হওয়ার পর থেকে নির্বাচন কমিশন প্রশাসনের শীর্ষস্তরে শুরু হওয়া রদবদল অব্যাহত রইল বুধবারও। একই দিনে রাজ্য পুলিশের পাঁচ রেঞ্জের ডিআইজি এবং মালদা - মুর্শিদাবাদ সহ রাজ্যের ১০ টি জেলার জেলাশাসক তথা জেলা নির্বাচনী আধিকারিক এবং কলকাতা উত্তর ও দক্ষিণ নির্বাচনী জেলা দুটির নির্বাচনী আধিকারিকদের সরিয়ে দিল নির্বাচন কমিশন। তাদের জায়গায় নতুন আধিকারিকদের নিয়োগ করার কথা জানিয়েছে কমিশন।

নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী, কোচবিহারে জেলাশাসক তথা মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন জিতিন যাদব। জলপাইগুড়িতে আনা হয়েছে সন্দীপ ঘোষকে। উত্তর দিনাজপুরে দায়িত্বে রয়েছেন বিবেক কুমার। মালদায় জেলা শাসক তথা -ডিইও করা হয়েছে রাজনবীর সিং কাপুরকে।

মুর্শিদাবাদে দায়িত্ব পেয়েছেন আর অর্জুন। নদিয়ায় শ্রীকান্ত পাল্লি এবং পূর্ব বর্ধমানে স্বেতা আগরওয়ালকে জেলাশাসক পদে আনা হয়েছে। কলকাতা পুরসভার কমিশনার স্মিতা পাণ্ডেকে কলকাতা উত্তর জেলার ডিইও হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। কলকাতা দক্ষিণে ডিইও করা হয়েছে রণধীর কুমারকে।

এ ছাড়াও উত্তর ২৪ পরগনায় শিল্পা গৌরিসারিয়া, দক্ষিণ ২৪ পরগনায় অভিষেক কুমার তিওয়ারি, দার্জিলিংয়ে হরিশঙ্কর পানিক্কার এবং আলিপুরদুয়ারে টি বালাসুব্রহ্মণিয়ানকে জেলাশাসক তথা -ডিইও পদে দায়িত্ব দেওয়া হয়। যদিও এই সিদ্ধান্ত পরে বাতিল করে দিয়েছে কমিশন। নির্বাচন কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, এই নির্দেশ অবিলম্বে কার্যকর করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের যোগদানের রিপোর্ট বৃহস্পতিবার বিকেল ৩টার মধ্যে জমা দিতে হবে।

এদিকে বুধবার সকালেই রাজ্যের পাঁচটি রেঞ্জের ডিআইজি পদে রদবদল করা হয়। বর্তমান আধিকারিকদের সরিয়ে অন্য পাঁচ জন আইপিএস আধিকারিককে ডিআইজি পদে নতুন করে দায়িত্ব দেওয়ার কথা জানানো হয়েছে।

নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী, অমিতকুমার ভারতকে রায়গঞ্জ রেঞ্জের ডিআইজি পদে পোস্টিং দেওয়া হয়েছে। অজিত সিং যাদবকে মুর্শিদাবাদে ডিআইজি করা হয়েছে। শ্রীহরি পান্ডেকে বর্ধমান রেঞ্জের ডিআইজি পদে আনা হয়েছে। এ ছাড়াও কঙ্কর প্রসাদ বারুইকে প্রেসিডেন্সি রেঞ্জের ডিআইজি এবং অঞ্জলি সিংকে জলপাইগুড়ির ডিআইজি পদে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। কমিশন আরও স্পষ্ট করে দিয়েছে, যাঁদের পদ থেকে সরানো হয়েছে, তাঁদের নির্বাচন প্রক্রিয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোনও নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্বে রাখা যাবে না।

ভেনেজুয়েলার পর কিউবা দখলের পথে ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ১৮ মার্চ: ফের আরেক দেশ দখলের হুংকার মার্কিন প্রেসিডেন্টের। গত দু'সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে মধ্যপ্রাচ্যে যাঁর সক্রিয় অংশগ্রহণে যুদ্ধ চলছে। মাস দু'য়েক আগে ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে রাতের অন্ধকারে সস্ত্রীক আমেরিকার মাটিতে উঠিয়ে আনে যাঁর প্রশাসন। ট্রাম্পের নজর এবার ফিদেল কাস্ত্রোর দেশ কিউবায়।

সোমবার তিনি বলেছেন, কিউবাকে 'যে কোনও উপায়ে নিজের দখলে নেওয়া'র সুযোগ যে কোনও সময় তিনি পাবেন বলে আশাবাদী এবং দেশটিকে নিয়ে তিনি 'যা খুশি তাই' করতে পারেন। ভেনেজুয়েলা প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে ক্ষমতাচ্যুত করার পর কিউবাকে করায়ত্ত করার চেষ্টায় আমেরিকা। সেই জন্য নৌবহর দিয়ে কিউবাকে ঘিরে সমস্ত আমদানির পথ বন্ধ করে দিয়েছে হোয়াইট হাউস। মঙ্গলবারই ইস্তফা দিয়েছেন আমেরিকার সন্ত্রাস দমন শাখার প্রধান জো কেন্ট। তাঁর বক্তব্য, 'ইরানের দিক থেকে আমেরিকার জন্য কোনও বিপদ ছিল না। শুধু মাত্র ইজরায়েলের জন্যই তাদের উপর হামলা করা হয়েছে।' তবে এসবে ট্রাম্পের কিছুই যায় আসে না। সকলের উপর ক্ষমতা করায়ত্ত করতেই ব্যস্ত তিনি।

ইতিমধ্যেই কিউবায় ভেনেজুয়েলার তেল সরবরাহ বন্ধ করে এবং কিউবার কাছে তেল বিক্রয়কারী সমস্ত দেশের উপর শুল্ক আরোপের হুমকি দিয়েছেন ট্রাম্প। এর ফলে গত তিন মাস ধরে কিউবায় কোনও তেল পৌঁছায়নি বলে জানিয়েছে দেশটির সরকার। তীব্র জ্বালানি সংকটের কারণে কিউবায় ভয়াবহ বিদ্যুৎ বিপর্যয় চলছে। সোমবার গোটা কিউবার বিদ্যুৎ গ্রিড অচল হয়ে পড়ে। এই পরিস্থিতিতে সামরিক হস্তক্ষেপ কতটা যুক্তিযুক্ত সে বিষয়ে হোয়াইট হাউস কিছু জানায়নি। এমনকী ট্রাম্পের এই বক্তব্যের বিষয়ে কিউবা সরকারের পক্ষ থেকেও তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

কিউবা যখন সংকটে নজিরবিহীন অর্থনৈতিক জর্জরিত, তখন ওভাল অফিসে এক অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের ট্রাম্প বলেন, 'আমি বিশ্বাস করি, কিউবাকে কোনও না কোনওভাবে দখলে নেওয়ার সুযোগ আমি পাব। এটি একটি বড় সম্মান।' ট্রাম্প আরও বলেন, 'আমি দেশটিকে মুক্ত করি বা দখল করি, মানে আমি বলতে চাই, কিউবা নিয়ে আমি যা খুশি তা-ই করতে পারি বলে মনে করি।' ট্রাম্পের এই বক্তব্যের পর 'নিউ ইয়র্ক টাইমস' এর তরফে জানানো হয়েছে, কিউবার প্রেসিডেন্ট মিগুয়েল দিয়াজ-কানেলকে ক্ষমতা থেকে সরানোই ওয়াশিংটনের এই মুহূর্তে প্রধান লক্ষ্য।

ভোটের প্রস্তুতিতে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদন: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে প্রশাসনিক প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে বুধবার রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক বসে। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বিশেষ পর্যবেক্ষক এনকে মিশ্র, রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক সিদ্ধিনাথ গুপ্তা, আইনশৃঙ্খলা বিভাগের এডিজি অজয় মুকুন্দ রানাডে, কলকাতা পুলিশের কমিশনার অজয় কুমার নন্দ-সহ একাধিক শীর্ষ পুলিশ আধিকারিক। এ ছাড়াও রাজ্যে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সমন্বয়ের দায়িত্বে থাকা আধিকারিক এবং ট্রাফিক বিভাগের আইজি-সহ সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ আধিকারিকরাও বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, ভোটের আগে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, কেন্দ্রীয় বাহিনীর মোতায়েন, সংবেদনশীল এলাকা চিহ্নিতকরণ এবং সামগ্রিক নির্বাচনী প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতেই এই বৈঠক ডাকা হয়েছিল।

বৈঠক শেষে রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক সিদ্ধিনাথ গুপ্তা সাংবাদিকদের জানান, রাজ্যের হাতে বর্তমানে কত সংখ্যক পুলিশ কর্মী রয়েছে, সেই তথ্য কমিশনের তরফে চাওয়া হয়েছে। সেই অনুযায়ী কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের চূড়ান্ত পরিকল্পনা তৈরি করা হবে।

রাজ্যে ইতিমধ্যেই দুই দফায় ভোটের সূচি ঘোষণা হয়েছে। তার আগে প্রশাসনিক প্রস্তুতি জোরদার করতে কমিশনের তরফে একের পর এক পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। এই বৈঠককে সেই প্রস্তুতিরই গুরুত্বপূর্ণ অংশ বলেই মনে করছে প্রশাসনিক মহল।

শান্তি ফেরাতে আমিরশাহির রাষ্ট্রপতির সঙ্গে কথা মোদীর

নয়াদিল্লি, ১৮ মার্চ: পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতি ও হরমুজ প্রণালী প্রসঙ্গে মঙ্গলবার সংযুক্ত আরব আমিরশাহির প্রেসিডেন্ট শেখ মহম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ানের সঙ্গে ফোনালাপ করলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। হরমুজ দিয়ে নিরাপদ ও স্বাভাবিক ভাবে নৌ-যান চলাচলের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে দুই নেতাই সম্মত হয়েছেন।

সমাজমাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, তাঁর সঙ্গে আল নাহিয়ানের কথা হয়েছে। সংযুক্ত আরব আমিরশাহির প্রেসিডেন্টকে ইদের শুভেচ্ছাও জানিয়েছেন তিনি। মোদী লেখেন, পশ্চিম এশিয়ার বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সংযুক্ত আরব আমিরশাহির উপরে হওয়া আক্রমণের ফলে নিরীহ মানুষের মৃত্যু হয়েছে। সে দেশের বেসামরিক কাঠামো ধ্বংস হয়েছে। এই হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন তিনি। হরমুজ প্রণালীতে নৌ চলাচল স্বাভাবিক রাখতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে এক মত হয়েছেন দুই নেতা। মোদী লেখেন, 'এই অঞ্চল দ্রুত শান্তি, নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা পুনরুদ্ধারের জন্য আমরা এক সঙ্গে কাজ চালিয়ে যাব।'

সংবাদ সংস্থা পিটিআই জানিয়েছে, পশ্চিম এশিয়ায় দ্রুত শান্তি, সার্বিক নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনার জন্য ভারত ও সংযুক্ত আরব আমিরশাহি যৌথ ভাবে কাজ করতে সম্মত হয়েছে। জানা গিয়েছে, ইরান-আমেরিকা ও ইজরায়েল যুদ্ধ পরিস্থিতিতে সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিভিন্ন জায়গায় ইরানের হামলার ঘটনার নিন্দা জানিয়েছেন মোদী। প্রসঙ্গত, যুদ্ধ পরিস্থিতিতে এই নিয়ে দ্বিতীয়বার দুই নেতার আলোচনা হল।

যুদ্ধপরিস্থিতিতে ইরান, ইজরায়েল, কুয়েত, ওমান-সহ বিভিন্ন দেশের নেতৃত্বের সঙ্গে ইতিমধ্যেই কথা বলেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। আবারও কথা বললেন সংযুক্ত আরব আমিরশাহির প্রেসিডেন্টের সঙ্গে।

ইজরায়েলি হানায় নিহত ইরানের নিরাপত্তা প্রধান

তেহরান, ১৮ মার্চ: ইজরায়েলি হানায় নিহত ইরানের নিরাপত্তা প্রধান আলি লারিজানি। ইজরায়েলের দাবির সত্যতা কয়েক ঘণ্টা পর নিশ্চিত করে তেহরান। ইরানের জাতীয় নিরাপত্তার সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান 'সুপ্রিম ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল' বিবৃতি জারি করে লারিজানির মৃত্যুর খবর জানিয়েছে। সেই বিবৃতিতে লারিজানিকে 'শহিদ' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। লারিজানির মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান। একই সঙ্গে লারিজানির মৃত্যুর প্রতিশোধের হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন তিনি।

শুধু লারিজানি নন, ইজরায়েলি হামলায় একই সঙ্গে মৃত্যু হয়েছে তাঁর পুত্র এবং দেহরক্ষীরও। তাঁদের প্রতি শোকজ্ঞাপন করেছে কাউন্সিল। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ইরানের অগ্রগতি এবং ইসলামি বিপ্লবের জন্য আজীবন লড়াই করেছেন লারিজানি। দেশসেবার জন্য এই মৃত্যু তাঁর দীর্ঘ দিনের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেছে।

ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু বার বার লারিজানিকে 'দুর্বৃত্তদের প্রধান' বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁর দাবি, ইরানের শীর্ষ স্তরের নেতাদের 'নির্মূল' করাই লক্ষ্য। তবে এ-ও জানান, কাজটা সহজ নয়। নেতানিয়াহুর কথায়, 'এক বারে ঘটবে না। সহজ হবে না। তবে আমরা যদি লক্ষ্যে অবিচল থাকতে

পারি তবে ইরানের মানুষ তাদের নেতৃত্বকে উৎখাত করতে পারবে।'

ভারতীয় সময় মঙ্গলবার দুপুরে ইজরায়েলের তরফে দাবি করা হয়, বিমান হামলায় নিহত হয়েছেন লারিজানি! সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা-র প্রতিবেদন অনুযায়ী, ইজরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইজরায়েল কাটজ দাবি করেছেন, লারিজানি নিহত হয়েছেন। তবে ইরান সেই সময় ইজরায়েলের দাবি উড়িয়ে দেয়। টাইমস অফ ইজরায়েল তাদের প্রতিবেদনে জানায়, তেহরান-সহ ইরানের বেশ কয়েকটি জায়গায় বিমান হামলা চালিয়েছে ইজরায়েল বাহিনী। তাদের নিশানায় ছিলেন লারিজানি! তিনি ছাড়াও বাসিজ রেজিসট্যান্স ফোর্স-এর প্রধান গোলামরেজজা সোলেইমানিকেও হত্যা করা হয়েছে বলে দাবি করেছিল ইজরায়েল। যদিও এ ব্যাপারে ইরান এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া দেয়নি।

ইরানের সরকারি সংবাদসংস্থা তাসমিনের প্রতিবেদন অনুযায়ী, সে দেশের সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক মেজর জেনারেল আমির হাতানি হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, লারিজানির মৃত্যুর প্রতিশোধ হবে 'চূড়ান্ত এবং দুঃখজনক'। একই সুরে সুর মিলিয়েছেন ইরানের খাতাম আল-আনবিয়ার কেন্দ্রীয় সদর দপ্তরের কমান্ডার মেজর জেনারেল আলি আবদুল্লাহিও। তিনি সরাসরি ট্রাম্পকে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। তাঁর দাবি, 'আমাদের চমকের জন্য অপেক্ষা করতে হবে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে।' তিনি আরও দাবি করেন, ইরানের সেনাবাহিনীর জবাব এমন হবে, যা শত্রুরা কল্পনাও করতে পারবে না! তার পরই ইজরায়েলে ইরানি হামলার খবর প্রকাশ্যে এল।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ১৩.০৩.২০২৬, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৭৬৮৯ নং এফিডেভিড বলে আমি Sk Hira S/o. Abdul Jabbar Sk, R/o. Champta, Baidyapara, Haridaspur, Pandua, Hooghly-712147, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতার মৃত্যু সার্টিফিকেটে (being Regn. no. 19, dt. 16.07.2015, D.O.D. 02.07.2015) আমার পিতার সঠিক নাম Abdul Jabbar Sk-এর পরিবর্তে Abdul Jabbar, পিতার আধার কার্ডে Jabbar Shekh Abdul লিপিবদ্ধ আছে। আমার পিতা Abdul Jabbar Sk, Abdul Jabbar ও Jabbar Shekh Abdul, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ০৮/০৯/২০১৯, S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে ৫৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Sanjit Chowdhary S/o. Lt. Parsu Ram Chowdhary ও Sanjit Prasad Pasi S/o. Lt. Parsu Ram Pasi সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৬/০৩/২০২৬, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৭৮২৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Shaikh Sarirul Islam (old name) S/o. Shaikh Nurul Huda, R/o. Baleswar, Basna, Balagarh, Hooghly- 712501, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Shaikh Sarirul Islam নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Shaikh Safirulislam Nurulhooda (New Name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Shaikh Safirulislam Nurulhooda, Shaikh Sarirul Islam S/o. Shaikh Nurul Huda & Safirul Islam Sekh S/o. Nurul Sekh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৪/০১/২০২৫, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৪৩৭ নং এফিডেভিড বলে আমি Dali Das W/o. Ranjit Das, D/o. Late Sukchand Das, সাং নোনা মাঠ, আমোদঘাটা, মগরা, হুগলী-৭১২১৪৮, পঃবঃ, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার স্বামী Ranjit Das & Aalem Sekh, আমি Dali Das D/o. Late Sukchand Das & Dali Bibi W/o. Aalem Sekh @ Ranjit Das এবং আমার পুত্র Raj Das & Raj Sekh, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৬/০৩/২০২৬, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে ৫৫৪৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Ashoke Porel S/o. Nimai Porel ও Ashoke Kr Porel S/o. N. Ch. Porel সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৬/০৩/২০২৬, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে ৫৫৪৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Sanatan Pal S/o. Madan Mohan Pal ও Sonatan Pal S/o. M. M. Pal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৩/০৩/২০২৬, S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে ৪৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Sanjoy Ghosh ও Sanjay Ghosh S/o. Prasanta Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি খানজেরআলি মল্লিক ২/২/২৬ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিটে আমার স্ত্রী Sakila Mollick @ Sakila Mallik ও Sakila Bibi সকলে একই ব্যক্তি হইল। স্ত্রীর আসল নাম Sakila Mollik @ Sakila Mallik আমার আসল নাম Khanjerali Mollick।

CHANGE OF NAME

We, (1) Yogesh Kankaria alias Yogesh Kumar Kankaria, son of Shri Awanti Kumar Kankaria and (2) Sweeta Kankaria, wife of Shri Yogesh Kankaria, residing at 5, Middleton Street, Kolkata - 700071, do hereby solemnly affirm and declare that 'Yuvrraj S. Kankaria', 'Yuvrraj S Kankaria' and 'Yuvrraj Kankaria', is one and the same person i.e. our said minor son and henceforth our said minor son would only be known as 'Yuvrraj Kankaria', residing at 5, Middleton Street, Kolkata - 700071 as declared before First Class Judicial Magistrate Alipore Court (West Bengal) vide Affidavit no. 5505 Dated 12.03.2026

CHANGE OF NAME

I Mita Dey [illegible] "Mita Dey" [illegible] "Durga Dey" in place of my Actual & Correct name "Mita Dey" and my Husband's name [illegible] as "Arup Kumar Dey" in place "Arup Dey". "Mita Dey" and "Durga Dey" and "Arup Dey" and "Arup Kumar Dey" is the same and one identical person through an affidavit 1st class Judicial Magistrate [illegible]

CHANGE OF NAME

I, Ashoke Kumar Pal son of Late Satish Chandra Pal residing at 6, S.P.C. Block, Kazipara, Chittaranjan Colony, P.O. Regent Estate, P.S. Jadavpur, Kolkata-700092, District-South 24 Parganas have changed my name and shall henceforth be known as Ashoke Pal as declared before the Notary Public at Alipore, South 24 Parganas vide Affidavit No. 7 dated 17.03.2026 Ashoke Kumar Pal and Ashoke Pal are same and identical person.

বিজ্ঞপ্তি

মহামান্য জেলা জজ বাহাদুর মহাশয়ের আদালত, চুঁচুড়া হুগলী

মিস কেস নং ৯১/২০২৫

দিলীপ পাসওয়ান, পিতা- নরেশ পাসওয়ান সাং- হুগলী ঘাট, স্টেশন রোড, থানা- চুঁচুড়া, পোঃ ও জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২১০৩

.... **দরখাস্তকারী**

এতদ্দ্বারা সর্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, নিম্ন তপশীলে বিশদ ভাবে বর্ণিত সম্পত্তি নাবালক **সহেলি পাসওয়ান,** পিতা- দিলীপ পাসওয়ান-এর থাকে, এক্ষণে দরখাস্তকারীর পক্ষে **সহেলি পাসওয়ান,** পিতা- অভিভাবক বিধায় তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিক্রয় করিবার জন্য অত্র আদালতে উপরোক্ত নং মোকদ্দমা দাখিল করিয়াছেন। উক্ত মোকদ্দমায় যদি কাহারো কোন প্রকার আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে অত্র আদালতে নিযুক্তীয় উকিলবাবু মারফৎ বা স্বয়ং হাজির হইয়া অত্র মোকদ্দমায় আপত্তি দাখিল করিবেন, নতুবা উপরোক্ত মোকদ্দমায় মহামান্য আদালত কর্তৃক একতরফা শুনানী করা হইবে।

তপশীল

জেলা- হুগলী, থানা- চুঁচুড়া, মৌজা- বালি, জে.এল. নং ৯, আর. এস. খতিয়ান নং ১৭৯৪, এল.আর. খতিয়ান নং ৮২০/১, ১৩২৯/১, ১৪৬২/১, ১৪৬০/১ ১৪৬৫/১, ৩২২৭/১ আর.এস. দাগ নং ৪১৫০, এল.আর. দাগ নং ৪৪১৭, বাস্তু .০৩৫ একর জমি, দুই তলা বাড়ী সহ।

দরখাস্তকারীর পক্ষে

শান্তনু চ্যাটার্জী (উকিলবাবু)

আদালতের আদেশানুসারে

কুন্তল লাহা (সেরেস্তাদার) (I/C)

০৯/০২/২৬

আমমোক্তার নামা বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল মিঠুন ঘোষ, পিতা- পরেশ ঘোষ, সাং- নিদয়া, পোঃ- শ্রী মায়াপুর, থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়ার বাসিন্দা। থানা- নবদ্বীপ এলাকাধীন ৫ নং রুদ্র পাড়া মৌজার এল. আর.- ৩০৯৭৪ নং খতিয়ান ভুক্ত এল.আর. ৩১৫৫ নং দাগের ১.৫৩ শতক ও এল. আর. ২৯১৫ খতিয়ান ভুক্ত এল. আর. ২৮৮ নং দাগের ১৬.৫০ শতক জমি স্বত্বের পক্ষে বিগত ইং ১৯/০২/ ২০২৪ তারিখে ডি. এস. আর. নদীয়া অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ১৮৬৬ নং আমমোক্তার দলিল বলে সাং- সরডাঙ্গা, শ্রী মায়াপুর, থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া নিবাসী নীলাচল চন্দ্র দাস, পিতা- নিরঞ্জন চন্দ্র দাস- এর পক্ষে আমমোক্তার নিযুক্ত হই। অতঃপর উক্ত আমমোক্তার দলিল বলে বিগত ইং-২৮/ ০২/২০২৪ তারিখে ডি.এস. আর. নদীয়া অফিসে রেজিস্ট্রি কৃত ২২১৭ নং দলিল দ্বারা সাং-দত্তপুকুর, থানা- বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা নিবাসী তীর্থঙ্কর তীর্থ দেবনাথ, পিতা- মৃত হারান দেবনাথ- কে বিক্রয় করি। আগামী দিন উক্ত দলিল গ্রহীতা জমিটির নাম পত্তন করিবেন। ইহাতে কাহারো কোন অভিযোগ থাকিলে নবদ্বীপ বি.এল. অ্যান্ড এল. আর. ও. অফিসে যোগাযোগ করুন।

ADVERTISEMENT OF HOUSE FOR SALE

This advertisement of house to be sold attracts interested persons to visit us to obtain more information. This house is located in the 28, T.N Mukherjee Road, P.S. Uttarpara, Ward No 20, at 2 Katha 8 Chatak 17 Sq.ft, land and house with good amenities all interested buyers can contact them thought the following contract details.

Sd/-
Md. Afzal Hussain
Advocate
Serampure Court

নোটিশ

জেলা হুগলী, থানা মগরা, অ্যাডিশন্যাল ডিস্ট্রীক্ট সাব-রেজিষ্ট্রী অফিস চুঁচুড়া, বাঁশবেড়িয়া পৌরসভার ১৩ নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত ত্রিবেণী দৌলত বাজার মহল্ল্যার ১০৭ নং হোল্ডিংভুক্ত, জে. এল. নং ৩৬, ত্রিবেনী বৈকুন্ঠপুর মৌজার এল. আর. ৩৪৬/৪ (আর. এস. ২৬৩ ও ২৮৭) নং খতিয়ানভুক্ত ৫২৯৯ (আর. এস. ২৬৪৬) ও ৫৩০০ (আর. এস. ২৬৫৬) নং দাগে অবস্থিত ২০ সহস্রাংশ 'বাস্তু' জমি মায় তদুপরিস্থিত গৃহাদি সম্পত্তি।।

আমার মক্কেল, শ্রী অরূপ ব্যানার্জি, পিতা প্রয়াত নিখিল রঞ্জন ব্যানার্জি, সাং ত্রিবেণী বাসুদেবপুর, পোঃ ত্রিবেণী, থানা মগরা, জেলা হুগলী, নিজ হেফাজতে থাকা তাঁহার মালিকানাধীন উপরিউক্ত সম্পত্তি সংক্রান্ত, গত ইংরাজী ২১শে এপ্রিল, ২০০৩ তারিখে চুঁচুড়া ডিস্ট্রীক্ট সাব-রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ও উক্ত অফিসের ১নং বহির, ৫০ নং ভলিউমের ৯৭ হইতে ১০৪ নং পাতায় নথিভুক্ত ২০০৩ সালের ২৬১০ নং এককেতা সাফ বিক্রয় কোবালা পত্র মূল দলিলখানি হারাইয়া ফেলিয়াছেন বা খোয়া গিয়াছে। এই মর্মে তিনি গত ইংরাজী ১৩/০৩/২০২৬ তারিখে বাঁশবেড়িয়া মিল টি.ও.পি. থানায় জি.ডি.ই. ৩০৮ নং একটি ডায়েরী করিয়াছেন। কাহারো যদি, উক্ত দলিলখানি বা সম্পত্তিতে, কোনোপ্রকার দাবিদাওয়া বা স্বত্ব বা স্বার্থ থাকে তাহা হইলে তিনি অত্র নোটিশ প্রকাশের ১০ (দশ) দিনের মধ্যে নিজ দাবির স্বপক্ষে যথাযথ কাগজপত্র ও প্রমাণসহ আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। উক্ত ১০ (দশ) দিন অতিক্রান্ত হইলে ধরিয়া লওয়া হইবে উক্ত দলিল বা সম্পত্তিতে কাহারো কোনোপ্রকার দাবিদাওয়া বা স্বার্থ নাই। ভবিষ্যতে এই ব্যাপারে কাহারো কোনোপ্রকার দাবিদাওয়া বা ওজরাপত্তি গ্রাহ্য করা হইবে না।

সুমন্ত বসু, অ্যাডভোকেট,
৫০, চাতরা মুখার্জি পাড়া, পোঃ চাতরা,
থানা - শ্রীরামপুর, জেলা - হুগলী,
পিন-৭১২২০৪
ই-মেলঃ sumanto.basuadv@gmail.com,
মোবাইল নং: +91 9748196959 / 96742 44141.

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সবাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৯ শে মার্চ। ৪ঠা চৈত্র। বৃহস্পতি বার। অমাবস্যা তিথি সকাল ৬/৫৮ পরে দুর্গা প্রতিপদ তিথি। জন্মে মীন রাশি। অষ্টত্তরী শুক্র র ও বিংশোত্তোরী শনি র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : রাশি তরল পদার্থ কেমিক্যাল সম্পর্ক, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে আয় বৃদ্ধি। পরিবার পরিজন দের সাথে মধুর সম্পর্ক। ছোট ভ্রমণ আর ভবিষ্যতের জন্য বীজ বপন হবে। প্রেম সম্পর্ক শুভ।প্রতিবাদ করার আগে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখুন। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব আনন্দের। বাড়ী থেকে কাজে যাওয়ার র সময়, লাল তিলক, লাল রঙের রুমাল রাখুন।

বৃষ রাশি : পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আপনি কিছু শুভ কাজ করতে পারবেন। অল্প পরিচিত বান্ধবের সহযোগে, সমস্যা থেকে বের হয়ে আসবেন। নতুন পরিকল্পনা করতে পারেন। উচ্চ বিদ্যা তে সাফল্য অর্জন করা যাবে। পিতৃবাক্য মেনে নিতে অসুবিধা কোথায়? মন্দিরে গিয়ে দেবদেবীর পুজো দিন, সফলতা আসবে। পকেটে হলুদ রঙের রুমাল রাখুন, শুভ হবে।

মিথুন রাশি : হঠাত প্রাপ্তি। প্রতিবেশী স্বজন বান্ধব দ্বারা, ভ্রমন শুভ। প্রেমে বিশ্বাস যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। নবম দশম শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রী দের জন্য শুভ। লেখক সাহিত্যিক রা সম্মান পাবেন। গোপন কথা গোপন করতে হবে। কাছে সবুজ রঙের রুমাল রাখা উচিত। শ্রী নারায়ণ/ শ্রী কৃষ্ণ সেবা করলে আজ আরো শুভ হবে।

কর্কট রাশি : আজ দান বিতরণ করলে, প্রশান্তি অনুভব না থাকার কারণে আজ দুশ্চিন্তা থাকবে। এক সন্তানের কারনে মনকষ্ট বৃদ্ধি হবে। নতুন লগ্নি করা অর্থ ফেরত পেতে দুশ্চিন্তা। স্বজন বান্ধব দের সাথে তর্ক বিতর্ক হবে। জাহাজী ইন্জিনিয়ার দের সফর শেষে বিভ্রান্তি।আজ একটু ধৈর্য ধরতে হবে। আজ বড় ইন্টারভিউ থাকলে, দিন পরিবর্তন করা ভালো। বাড়ীর বাইরে বের হলে ভগবান গনেশের নামে শুভ হবে।

সিংহ রাশি : পুরাতন বান্ধবী বান্ধব প্রতিবেশী স্বজন র দ্বারা, কোন সমস্যা মুক্তি র পথ দেখা যাবে। ব্যাবসা বৃদ্ধির সঙ্গে অর্থ প্রাপ্তি সম্ভব। খাদ্য দ্রব্য ব্যবসায়ীর হাতে অর্থ আসবে। প্রেমে শুভ। স্বজন বান্ধব দের বিবাহ কথা পাকা হবে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ। আজ সাদা রঙের কোন কিছু সাথে রাখুন। হর হর মহাদেব।

কন্যা রাশি : পরিবার স্বজনদের সহযোগিতা, আজ ধৈর্য ধরে কাজ করতে হবে। আজ এমন একটা কাজ করবেন, যা নিয়ে বেশ কয়েকদিন ধরেই দুশ্চিন্তায় ছিলেন। পরিবারের সহযোগীতা নিয়েই আজ এগিয়ে যাবেন। প্রেম আজ মধুরতা প্রদান করার কথা। গোপন বিষয় টা নিয়ে আজ কথা না বললেই ভাল। ভগবান শিবের পুজো করলে শুভ হবে।

তুলা রাশি : প্রিয়জন আজ মনকষ্ট দেবে। কথা বলার সময় যুক্তি উপস্থাপন না করলে, কাজ টা হবে কি করে? বাড়ীর পাশে সুযোগ আছে, কথা বলতে হবে। আজ ব্যাংক বিষয়ে কোন কিছু শুভ হবে। দেব গনেশ ভগবান মন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : পরিবার স্বজন হারানো কোন নারীর ওপর বিশ্বাস করতে হবে। আজ সতর্ক থাকুন। কাজ শেষ হবে না। পরিশেষে গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা করতে হবে। আজ সকালের সময়ে তিনটি বিল্বপত্র ভগবান শিবের মাথায় দিন, ধৈর্য ধরতে হবে। প্রেমে ভুল বোঝাবুঝি হবে। ভগবান শ্রী কৃষ্ণ নাম।

ধনু রাশি : সতর্ক থাকুন। যাকে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন সেটা না করার জন্য পরিবার স্বজনের সাথে, পরিবারের সদস্য নয়, এমন মানুষের জন্য-তর্ক বিতর্ক হবে। সঞ্চিত অর্থের সঠিক প্রয়োগ হবে। প্রেম বিষয়ক গোপন কিছু প্রকাশ্যে আসবে। আজ ব্যবসা বৃদ্ধি র প্রভূত সম্ভাবনা। হরিওং বলে পথ চলুন। কুকুর বিড়ালে র সেবা শুভ হবে। দেবী কালরাত্রি মন্ত্র পাঠ।

মকর রাশি : সন্তানের জন্য নিরাপদ নয়, আজ দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি পাবে। পুরাতন বিবাদ মিটবে। প্রতিবাদ না করাটা শুভ। বিশেষতঃ যারা বেতন ভুক কর্ম করেন। আজ তারা কিছু সুযোগ সুবিধা পাবেন, যারা প্রাক্তন সরকারী কর্মচারী। প্রমিক যুগল প্রানের কথা বলতে পারেন। প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। ওম গনেশ দেব মন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : আজ খুব ভেবে নতুন সম্পর্কে এগোতে হবে। প্রিয়জন নাকি প্রয়োজনে প্রিয়জন? গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের প্লান হবে। পরিবারের সবাইকে নিয়ে কোন আনন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। ব্যাংক ড্রাফট লোন সংক্রান্ত কিছু শুভ হব। ছাত্র ছাত্রী দের জন্য সুখবর আছে। শিব শিব বলুন।

মীন রাশি : কষ্টদায়ক তিথি। আপনার সাথে প্রতিবেশী কোন সমস্যা আবার নতুন করে শুরু করতে পারে। পরিবারের সদস্য দের সাথে মধুর সম্পর্ক তৈরি করতে হবে। আপনি যা ভাবছেন তাই যে ঠিক, আর অন্যের ভাবনা ভুল, এই চিন্তা ভাবনা থেকে সরে আসুন। হর হর মহাদেব।

(চৈত্র শুক্লা অমাবস্যা ও প্রতিপদ তিথি।
আজ শ্রী শ্রী দেবী বসন্ত নবরাত্রি শুভা রম্ভা।
শ্রী শ্রী মৎস্য দেভ আবির্ভাব।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

দুর্গম ও প্রান্তিক এলাকার ভোটকেন্দ্রগুলিতে নির্বিঘ্নে ভোট গ্রহণের জন্য নির্বাচন কমিশনের আগাম প্রস্তুতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের বিভিন্ন দুর্গম ও প্রান্তিক এলাকায় অবস্থিত চিহ্নিত ভোটকেন্দ্র গুলিতে নির্বিঘ্নে ভোট গ্রহণের জন্য নির্বাচন কমিশন আগাম প্রস্তুতি শুরু করেছে। দুর্গম পাহাড়ি এলাকা ও সুন্দরবনের নদীঘেরা প্রত্যন্ত বুথে ভোটকর্মীদের নিরাপদ ও সময়মতো পৌঁছে দিতে কমিশনের তরফে বিশেষ পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

দার্জিলিং বিধানসভা কেন্দ্রের তিনটি ভোটকেন্দ্র; দারাগাঁও জুনিয়র হাই স্কুল, রাম্মাম ফরেস্ট প্রাইমারি স্কুল এবং সামানডেন ফরেস্ট প্রাইমারি স্কুল; অত্যন্ত দুর্গম এলাকায় অবস্থিত। এই কেন্দ্রগুলিতে পৌঁছতে কঠিন পাহাড়ি পথ অতিক্রম করতে হয়। সেই কারণে সংশ্লিষ্ট ভোটকর্মীদের ভোটের দু'দিন আগেই (পি-২ ডে) রওনা দিতে হবে। শুধু গাড়ি নয়, পাহাড়ি পথে চলাচলের

উপযুক্ত যানবাহনের পাশাপাশি খচ্চরের সাহায্যেও সরঞ্জাম নিয়ে পৌঁছনোর পরিকল্পনা করা হয়েছে। ভোটগ্রহণ শেষে ফেরার ক্ষেত্রেও একইভাবে ভোটের পরদিন (পি প্লাস ১) ধাপে ধাপে ফিরতে হবে কর্মীদের।

অন্যদিকে, উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালি ও হিঙ্গলগঞ্জ এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার গোসাবা বিধানসভা কেন্দ্রের মোট ৪৩৯টি ভোটকেন্দ্র সুন্দরবনের নদীবেষ্টিত অঞ্চলে অবস্থিত। এখানে যাতায়াত সম্পূর্ণ নির্ভর করে জোয়ার-ভাটার উপর। ফলে ভোটকর্মীদের লঞ্চ বা নৌকোয় করে দীর্ঘ ও সময়সাপেক্ষ যাত্রা করতে হয়। এই কারণে প্রচলিত নিয়ম মেনে ভোটকর্মীরা পি-২ দিনে ডিসপার্সাল সেন্টারে হাজির হবেন এবং পি-১ দিনের ভোরে রওনা দেবেন, যাতে দিনের আলোতেই কেন্দ্রে পৌঁছনো যায়।

নির্বাচন কমিশনের এক আধিকারিক জানান, মার্চ থেকে মে মাসের মধ্যে কালবৈশাখীর আশঙ্কা থাকায় রাতের নদীপথে যাত্রা ঝুঁকিপূর্ণ। তাই নিরাপত্তা এবং সময় ব্যবস্থাপনাকে গুরুত্ব দিয়েই এই পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

সব মিলিয়ে, দুর্গমতা আর প্রাকৃতিক প্রতিকূলতাকে মাথায় রেখে ভোট প্রক্রিয়াকে নির্বিঘ্ন করতে এবার বাড়তি সতর্ক নির্বাচন কমিশন।

ক্যানিং পূর্বে প্রার্থী ঘোষণা ঘিরে বিক্ষোভ, অন্যত্র উৎসবের আবহ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রার্থী ঘোষণার পরই দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং পূর্বে তৃণমূলের অন্দরে ক্ষোভ বিস্ফোরিত হল। মহম্মদ বাহারুল ইসলামকে প্রার্থী করার সিদ্ধান্ত ঘিরে দলীয় একাংশ সরাসরি রাস্তায় নেমে প্রতিবাদে সামিল হন। অভিযোগ, বহিরাগত মুখ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাঁদের সাফ দাবি, এই কেন্দ্রে আমরা বহিরাগত প্রার্থী মেনে নেব না, শওকত মোল্লাকেই প্রার্থী করতে হবে। মঙ্গলবার রাতেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। বিভিন্ন জায়গায় পথ অবরোধ, টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ; এর জেরে যান চলাচল ব্যাহত হয়। এলাকায় আইনশৃঙ্খলা সামাল দিতে

মোতায়েন করা হয় পুলিশ বাহিনী।

পরিস্থিতি শান্ত করতে ঘটনাস্থলে পৌঁছন শওকত মোল্লা। তিনি কর্মীদের উদ্দেশে বলেন, দলের সিদ্ধান্ত মেনে চলুন। তবে বিক্ষোভকারীরা সেই আহ্বান অগ্রাহ্য করে নিজেদের অবস্থানে অনড় থাকেন। তাঁদের মতে, দীর্ঘদিনের স্থানীয় নেতৃত্বকে উপেক্ষা করলে সংগঠন দুর্বল হবে।

অন্যদিকে, একই জেলায় ভিন্ন ছবি ক্যানিং পশ্চিম ও বারুইপুর পূর্বে। পরেশরাম দাস-এর নাম ঘোষণার পর ক্যানিং পশ্চিমে আনন্দে ফেটে পড়েন কর্মী-সমর্থকেরা। আবির খেলায় মেতে ওঠেন সকলে। বারুইপুর পূর্বে বিভাস সর্দার নিজেই দেওয়াল লিখে প্রচার শুরু করেন। তাঁর বক্তব্য, মানুষের পাশে ছিলাম, আগামীতেও থাকব।

একই জেলার দুই কেন্দ্রে সম্পূর্ণ বিপরীত প্রতিক্রিয়া; ভোটের আগে যা রাজনৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

নতুন দল, বড় লড়াই, দুই কেন্দ্র থেকে ময়দানে হুমায়ুন

নিজস্ব প্রতিবেদন, রেজিনগর: বিধানসভা ভোটের আবহে রাজনৈতিক সমীকরণে নতুন মাত্রা যোগ করল হুমায়ুন কবীর-এর দল 'আম জনতা উন্নয়ন'। প্রথম দফাতেই বিস্তৃত প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করে চমক দিলেন তিনি। বিশেষ করে নিজের লড়াইয়ের কৌশল ঘিরে শুরু হয়েছে জোর জল্পনা।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে হুমায়ুন বলেন, আমরা রাজ্যের বহু

আসনে প্রার্থী দিচ্ছি। ধাপে ধাপে পুরো তালিকা সামনে আনা হবে। তাঁর এই ঘোষণায় স্পষ্ট, নির্বাচনী ময়দানে দীর্ঘ লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিয়েই নামছে দলটি। সবচেয়ে বেশি নজর কেড়েছে তাঁর নিজের সিদ্ধান্ত। একটি নয়, দু'টি বিধানসভা কেন্দ্র অর্থাৎ রেজিনগর ও নওদা থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, এটি কৌশলগত পদক্ষেপ হলেও, অন্য অংশের প্রশ্ন এই দ্বিমুখী লড়াইয়ের লক্ষ্য আসলে কী? এছাড়াও বিভিন্ন জেলায় একাধিক নতুন মুখকে প্রার্থী করা হয়েছে। সংখ্যালঘু ভোটব্যাংকে প্রভাব ফেলতেই এই পদক্ষেপ বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা। সব মিলিয়ে, ভোটের আগে হুমায়ুন কবীরের এই পদক্ষেপ রাজ্যের রাজনৈতিক লড়াইকে আরও বহুমাত্রিক করে তুলল।

প্রচার নয়, আগে কাজ, বালিতে নতুন প্রার্থীর কড়া বার্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটের ময়দানে নামার আগেই ভিন্ন পথে হাঁটলেন তৃণমূলের বালি কেন্দ্রের নতুন মুখ কৈলাশ মিশ্র। প্রচারের চেনা রাস্তায় না গিয়ে সরাসরি এলাকার সমস্যার সমাধানে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন তিনি। আর সেই পদক্ষেপেই একদিকে প্রশাসনের ওপর চাপ, অন্যদিকে স্বস্তির ইঙ্গিত পাচ্ছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। দীর্ঘদিন ধরে নিকাশি ব্যবস্থা ভেঙে পড়া, নর্দমা ভরে থাকা আবর্জনা; এই দুই সমস্যায় অতিষ্ঠ বালির একাধিক এলাকা। অভিযোগ, পুরপরিষেবার অভাবে পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল হয়েছে। সেই প্রেক্ষাপটেই প্রার্থী হওয়ার পর সকাল থেকে বিভিন্ন জায়গা ঘুরে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন কৈলাশ। পরে লিলুয়া এলাকায় গিয়ে পুরসভা ও সেচ দপ্তরের আধিকারিকদের ফোনে কার্যত তিরস্কার করে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন।

কৈলাশের বক্তব্য স্পষ্ট, আগে কাজ করব, তারপর মানুষের কাছে ভোট চাইতে যাব। তাঁর এই অবস্থানেই আলাদা বার্তা দেখছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা। প্রশাসনের তৎপরতাও চোখে পড়ার মতো; ফোনালাপের পরই দ্রুত আবর্জনা সরানোর কাজ শুরু হয় বলে জানা গিয়েছে।

এই কেন্দ্রে দীর্ঘদিন ভোট না হওয়া এবং পরিষেবা ঘাটতির কারণে ক্ষোভ জমেছিল সাধারণ মানুষের মধ্যে। পূর্বতন বিধায়ক রানা চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে সেই ক্ষোভ বারবার প্রকাশ্যে এসেছে। এবার তাঁকে সরিয়ে নতুন মুখ আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দল, যা ঘিরে এলাকায় নতুন সমীকরণ তৈরি হয়েছে।

কৈলাশ মিশ্র আগে স্থানীয় কাউন্সিলর ছিলেন এবং ছাত্র আন্দোলনের রাজনীতি থেকেই উঠে এসেছেন। এলাকার সঙ্গে তাঁর সংযোগই এখন বড় ভরসা বলে মনে করছেন অনেকে। আপাতত প্রচারের জৌলুস ছেড়ে সমস্যার সমাধানেই জোর দিচ্ছেন তিনি;আর সেই কৌশলই ভোটের আগে কতটা ফলপ্রসূ হয়, এখন সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের।

শিবপুরে পুজো দিয়ে প্রচার শুরু রুদ্রনীল ঘোষের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: বিধানসভা নির্বাচন উপলক্ষে শিবপুর কেন্দ্রে প্রচার শুরু করলেন বিজেপি প্রার্থী তথা অভিনেতা রুদ্রনীল ঘোষ। বুধবার বিকেলে তিনি রামরাজাতলার শঙ্কর মঠে পুজো দিয়ে নিজের নির্বাচনী প্রচার শুরু করেন। এদিন প্রথমে মঠে গিয়ে মহারাজের আশীর্বাদ নেন তিনি। এরপর দলীয় কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে নিয়ে মিছিল করে রাম মন্দিরে পৌঁছন এবং সেখানে পুজো দেন। পুজো শেষে কামারডাঙা এলাকা পর্যন্ত জনসংযোগ কর্মসূচিতে অংশ নেন রুদ্রনীল ঘোষ। প্রচারে তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব ও বহু কর্মী-সমর্থক। প্রচার শুরুর দিনেই আত্মবিশ্বাসী সুর শোনা যায় তাঁর গলায়। তিনি বলেন, মহারাজ তাঁকে আশীর্বাদ করেছেন যাতে এলাকার মানুষ অপশাসন থেকে মুক্তি পায়। পাশাপাশি তিনি দাবি করেন, তিনি শিবপুরেরই ভূমিপুত্র। এলাকার মানুষ তাঁকে রুদ্রনীল ঘোষ নামে নয়, বাবাই নামেই বেশি চেনেন। এই পরিচিতি ও দীর্ঘদিনের যোগাযোগের ভিত্তিতেই তিনি আশাবাদী, শিবপুরের মানুষ তাঁকেই সমর্থন করবেন। আসন্ন নির্বাচনে জয় নিয়ে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী বিজেপি প্রার্থী।

দিলীপ ঘোষের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষের সাম্প্রতিক মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক চাপানউতোর তুঙ্গে। তাঁর বিরুদ্ধে সরাসরি নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হল তৃণমূল কংগ্রেস। শাসক দলের অভিযোগ, প্রকাশ্য সভা ও ভিডিও বার্তায় তৃণমূল নেতা-কর্মী এবং সাধারণ ভোটারদের বিরুদ্ধে হিংসার উসকানি দিয়েছেন দিলীপ ঘোষ।

দিল্লির নির্বাচন সদনে জমা দেওয়া অভিযোগপত্রে তৃণমূলের তরফে জানানো হয়েছে, দিলীপ ঘোষের বক্তব্যে নির্দিষ্টভাবে তৃণমূলের বিধায়ক শশী পাঁজা ও মদন মিত্রের নাম উল্লেখ করে তাঁদের বাড়িতে হামলার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। এমনকী কলকাতার কালীঘাট ও চেতলা এলাকায় সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধেও হিংসার আশঙ্কা তৈরি করা হয়েছে বলে অভিযোগ।

অভিযোগপত্রে আরও দাবি করা হয়েছে, দিলীপ ঘোষ প্রকাশ্যে বলেছেন, নির্বাচনের আগেই এই ধরনের হামলা হতে পারে এবং তাঁর কর্মীরা সেই জন্য প্রস্তুত। তৃণমূলের বক্তব্য, এই ধরনের মন্তব্য ভোটারদের মধ্যে ভয় সৃষ্টি করছে এবং তা সরাসরি আদর্শ আচরণবিধি লঙ্ঘনের সামিল। তৃণমূলের অভিযোগ, এই ধরনের মন্তব্য শুধু রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকেই নয়, সাধারণ ভোটারদেরও প্রভাবিত করছে। যা গণতান্ত্রিক পরিবেশের পক্ষে বিপজ্জনক। এই প্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশনের কাছে একাধিক পদক্ষেপের দাবি জানিয়েছে শাসক দল। এর মধ্যে রয়েছে দিলীপ ঘোষকে শোকজ নোটিস দেওয়া, তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়েরের নির্দেশ, এবং ভবিষ্যতে এই ধরনের মন্তব্য করা থেকে বিরত রাখতে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া।

ভোটের মুখে আলিপুরদুয়ারে বিপুল নগদ উদ্ধার, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, আলিপুরদুয়ার: ভোটের আগে আলিপুরদুয়ার শহরে বিপুল পরিমাণ নগদ টাকা উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বুধবার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, একটি ছোট গাড়ি শহরে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করছিল। গাড়িটির নম্বর অসমের বলে জানা গেছে। পুলিশের নজরে আসতেই গাড়িটিকে আটক করা হয়। এরপর বক্সা ফিডার রোডে গাড়িটি থামিয়ে তল্লাশি চালানো হয়। প্রথমে গাড়ির চালক বিকেন ইসলামির কাছ থেকে প্রায় ৯৭ হাজার টাকা উদ্ধার হয়। অভিযুক্ত ব্যক্তি অসমের চিরাং জেলার বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। এরপর গাড়ির বিভিন্ন অংশে আরও তল্লাশি চালিয়ে প্রায় ২ লক্ষ টাকার বেশি উদ্ধার করে পুলিশ। সব মিলিয়ে প্রায় ৩ লক্ষ টাকারও বেশি নগদ উদ্ধার হয়েছে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, ভোটের আগে এই টাকা কোথাও নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তবে টাকার উৎস ও গন্তব্য সম্পর্কে এখনও স্পষ্ট কিছু জানা যায়নি। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছে আলিপুরদুয়ার থানার পুলিশ। উদ্ধার হওয়া সমস্ত নগদ টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। ইতিমধ্যেই অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ।

গ্যাসের দোকানে গ্রাহকদের ভিড়। ট্যাংরা পটারি রোডে তোলা ছবি।

একদিন
আমার শহর

কলকাতা ১৯ মার্চ ২০২৬, ৪ চৈত্র ১৪৩২ বৃহস্পতিবার

৩২ আসনে বোঝাপড়া!

■ দীর্ঘ দরকষাকষির পর অবশেষে বামফ্রন্ট ও আইএসএফ-এর মধ্যে আসন সমঝোতা প্রায় চূড়ান্ত। মোট ৩২টি আসনে ঐকমত্যে পৌঁছনোর কথা জানা গেলেও শেষ মুহূর্তে কিছু জটিলতা মাথাচাড়া দিচ্ছে। বিশেষত উত্তর ২৪ পরগনার বাদুড়িয়া আসন ছাড়তে রাজি হলেও অশোকনগর নিয়ে অনড় অবস্থানে আইএসএফ। এই অচলাবস্থা কাটাতে সক্রিয় হয়েছেন বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু। বৈঠকে আইএসএফ চেয়ারম্যান নওশাদ সিদ্দিকী-এর অনুপস্থিতি পরিস্থিতিকে আরও জটিল করেছে। বাম নেতৃত্ব আইএসএফ প্রতিনিধিদের স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, দ্রুত প্রার্থী তালিকা পাঠাতে হবে। দুই পক্ষই আপাতত সমঝোতার পথে থাকলেও অমীমাংসিত আসন ঘিরে চাপা উত্তেজনা বজায় রয়েছে। নির্বাচনের আগে এই অচলাবস্থা কত দ্রুত কাটে, এখন সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের।

সিপিএমের বিরুদ্ধে সরব

■ বাম শিবিরে আসন বণ্টন নিয়ে নতুন করে অসন্তোষের সুর তুলল ফরওয়ার্ড ব্লক। প্রার্থী তালিকা ঘোষণার পর থেকেই সিপিএমের বিরুদ্ধে একতরফা সিদ্ধান্তের অভিযোগ তুলছে শরিক দলটি। দলের রাজ্য সম্পাদক নরেন চট্টোপাধ্যায় ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, দীর্ঘ বাম আন্দোলনে এই কেন্দ্রগুলিতে ফরওয়ার্ড ব্লকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। কোনও অবস্থাতেই এই আসনগুলি আমরা ছাড়তে পারি না। অভিযোগ, আলোচনায় নিষ্পত্তি না হওয়া কয়েকটি আসনেও একতরফাভাবে প্রার্থী ঘোষণা করেছে সিপিএম। এতে জোটের ভেতরে অস্বস্তি আরও বেড়েছে। বিষয়টি পুনর্বিবেচনার জন্য ইতিমধ্যেই বামফ্রন্ট চেয়ারম্যানকে চিঠি দেওয়া হয়েছে। ফের বামেদের বৈঠকে এই বিতর্ক মীমাংসার চেষ্টা হবে। তবে অন্দরের এই মতভেদ জোটের ঐক্যে কতটা প্রভাব ফেলবে, তা নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে।

বামেদের পাশে লিবারেশন!

■ আসন্ন বিধানসভা ভোটে বাম শিবিরের সঙ্গে সমন্বয় আরও স্পষ্ট করল সিপিআইএমএল লিবারেশন। রাজ্যের ১০টি আসনে নিজেদের প্রার্থী ঘোষণা করেছে দলটি, যেখানে নারী প্রার্থীর সংখ্যাই বেশি; মোট ছ'জন। বাকি আসনগুলিতে বামফ্রন্ট প্রার্থীদের সমর্থনের সিদ্ধান্তও জানানো হয়েছে। দলীয় নেতৃত্বের বক্তব্য, এই সমঝোতা শুধুই নির্বাচনী অঙ্ক নয়, বরং বৃহত্তর রাজনৈতিক অবস্থান। সাধারণ সম্পাদক দীপঙ্কর ভট্টাচার্য বলেন, বামপন্থার পুনর্জাগরণের লক্ষ্যে এই যৌথ লড়াই। অন্যায় ও বিভাজনের বিরুদ্ধে মানুষকে একত্রিত করাই আমাদের লক্ষ্য। একইসঙ্গে ভোট প্রক্রিয়া নিয়েও তীব্র প্রশ্ন তুলেছে লিবারেশন শিবির। তাদের অভিযোগ, পূর্ণাঙ্গ ভোটার তালিকা ছাড়াই নির্বাচন ঘোষণার ফলে গণতান্ত্রিক অধিকার অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে। দলীয় নেতৃত্ব আরও স্পষ্ট করেছে, যেখানে বামফ্রন্ট বা মিত্রশক্তির প্রার্থী থাকবে না, সেখানে বিকল্প বামপন্থী শক্তিকে সমর্থন করা হবে। সব মিলিয়ে, তৃণমূল ও বিজেপির বিরুদ্ধে তৃতীয় শক্তি গড়ে তুলতে বামফ্রন্ট-লিবারেশন সমীকরণ এবার নির্বাচনী ময়দানে কতটা প্রভাব ফেলবে, সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের।

আগ্নেয়াস্ত্র-সহ ধৃত দুষ্কৃতী

■ ভাটপাড়া থানার কাঁকিনাড়ার বাজার সন্নিহিত ফলাহারি বাবার মন্দিরের কাছ থেকে আগ্নেয়াস্ত্র-সহ এক দুষ্কৃতীকে পাকড়াও করল পুলিশ। ধৃতের নাম দীপক সাউ। পুলিশ ধৃতের কাছ থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করেছে। অভিযোগ, বুধবার ভোর রাতের দিকে ফলাহারি বাবার মন্দির চত্বরে ইতস্তত ঘোরাঘুরি করছিল ওই যুবক। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ সেখানে হানা দিয়ে ওই যুবককে পাকড়াও করেছে। ধৃত যুবক কোথা থেকে আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ করেছে, তা পুলিশ খতিয়ে দেখছে।

ভোটের আগে পুলিশে ফের রদবদল, একাধিক শীর্ষ পদে বদলি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যে প্রশাসনিক তৎপরতা তুঙ্গে। বুধবার, ১৮ মার্চ, স্বরাষ্ট্র দপ্তরের নির্দেশে একযোগে ২০ জন আইপিএস আধিকারিককে বদলি করা হল। হঠাৎ এই রদবদল ঘিরে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। নির্বাচন-পূর্ব পরিস্থিতিতে আইনশৃঙ্খলা আরও আঁটসাঁট করতেই এই পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে। নতুন নির্দেশ অনুযায়ী, দক্ষিণবঙ্গের এডিজি পদ থেকে রাজীব মিশ্রকে মডার্নাইজেশন ও কো-অর্ডিনেশন শাখায় পাঠানো হয়েছে। ব্যারাকপুর ও আসানসোল-দুর্গাপুরের পুলিশ কমিশনারদেরও স্পেশ্যাল টাস্ক ফোর্সে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

উত্তরবঙ্গের আইজিপি সুকেশ কুমার জৈনকে ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। হাওড়া ও চন্দননগরের পুলিশ কমিশনারদেরও গোয়েন্দা শাখায় স্থানান্তর করা হয়েছে। একইসঙ্গে একাধিক জেলার পুলিশ সুপারদের স্টিএফ ও আইবি-তে নিয়ে আসা হয়েছে। সংশোধনাগার দপ্তরের দায়িত্বে পরিবর্তন এনে লক্ষ্মী নারায়ণ মীনাকে অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এক শীর্ষ প্রশাসনিক কর্তা নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক থেকে বলেন, নির্বাচনের আগে গোটা রাজ্যে গোয়েন্দা নজরদারি বাড়ানোই মূল লক্ষ্য। সেই কারণেই অভিজ্ঞ অফিসারদের গুরুত্বপূর্ণ শাখায় আনা হয়েছে। সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, জনস্বার্থেই এই বদলির সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হয়েছে এবং তা অবিলম্বে কার্যকর করতে হবে। এই রদবদল যে আসন্ন নির্বাচনের আগে প্রশাসনিক কৌশলের অংশ, তা নিয়ে সংশয় নেই বলেই মত পর্যবেক্ষকদের।

ভোটের আগে অস্ত্রবিরোধী অভিযানে কড়া কলকাতা পুলিশ

সংবেদনশীল অঞ্চল চিহ্নিত করে নজরদারি বাড়ানোর ব্যবস্থা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আসন্ন নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে শহরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আঁটসাঁট করতে দৃঢ় পদক্ষেপ নিল কলকাতা পুলিশ। সদ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত নগরপাল অজয় কুমার নন্দা দায়িত্ব নেওয়ার পরপরই সমস্ত থানা ও ডিভিশনাল ডেপুটি কমিশনারদের জন্য একগুচ্ছ কড়া নির্দেশ জারি করেছেন। মূল লক্ষ্য; শহর জুড়ে ছড়িয়ে থাকা বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র দ্রুত চিহ্নিত করে তা বাজেয়াপ্ত করা।

লালবাজার সূত্রে জানা গিয়েছে, সংবেদনশীল অঞ্চলগুলিকে আলাদা করে চিহ্নিত করে সেখানে নজরদারি বাড়ানোর ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। ভাঙড় ডিভিশন-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় পুলিশকে অতিরিক্ত সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। প্রতিটি থানাকে সক্রিয়

গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে অভিযানে নামার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যাতে দুষ্কৃতীরা কোনওভাবেই অস্ত্র মজুত বা ব্যবহার করার সুযোগ না পায়।

এই প্রেক্ষিতে নগরপাল অজয় কুমার নন্দা স্পষ্টভাবে বলেছেন, নির্বাচন যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়, তার জন্য যা যা প্রয়োজন, আমরা সবই করছি। আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় কোনওরকম ঢিলেমি বরদাস্ত করা হবে না। তাঁর এই বার্তায় প্রশাসনের কড়া অবস্থান স্পষ্ট। নির্দেশ জারির পরই শহরের বিভিন্ন থানায় তৎপরতা বেড়েছে। ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে বিশেষ অভিযান। পাশাপাশি রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ মোড় ও শহরে ঢোকার পথগুলিতে বাড়ানো হচ্ছে নাকা তল্লাশি। সন্দেহজনক ব্যক্তি ও যানবাহনের ওপর রাখা হচ্ছে কড়া নজর। পুলিশ মহলের মতে, ভোটের সময় বেআইনি অস্ত্র ব্যবহারের আশঙ্কা বেড়ে যায়। সেই সম্ভাবনা রুখতেই আগাম প্রস্তুতি নিচ্ছে বাহিনী। অস্ত্র উদ্ধারের পাশাপাশি সম্ভাব্য দুষ্কৃতীদের চিহ্নিত করেও নজরদারি চালানো হচ্ছে। সব মিলিয়ে, শান্তিপূর্ণ ভোট নিশ্চিত করতে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে কলকাতা পুলিশ।

সবাই এক, মানুষ গোল দিচ্ছে, তীব্র আক্রমণে শমীক ভট্টাচার্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন বিজেপি নেতা শমীক ভট্টাচার্য। শাসক শিবির থেকে প্রশাসন; সকলকে একসুরে নিশানা করে তিনি দাবি করেন, সাধারণ মানুষের চোখে এখন আর কোনও পার্থক্য নেই। নিজের বক্তব্যে শমীক বলেন, পশ্চিমবঙ্গের মানুষ, প্রার্থী, বিধায়ক, মুখ্যমন্ত্রী, নেতা, পুলিশ, প্রশাসন, ডিএম, এসপি, গুন্ডা, মাফিয়া; আমি এদের মধ্যে কোনও তফাৎ দেখি না। সবাই জিতে গিয়েছে। একমাত্র হেরে গেছে ফুটবল মাফিয়া।

তাঁর অভিযোগ, বাস্তব পরিস্থিতি বোঝার পরেও কিছু মানুষ 'খেলা হবে' স্লোগান তুলে বিভ্রান্তি ছড়াতে চাইছে। ফুটবল রূপক টেনে তিনি আরও বলেন, ওরা বলছে তারা খেলবে। কিন্তু কী চলছে, তা মানুষ বুঝে গিয়েছে। মানুষ সেই ফুটবলটাকেই লক্ষ্য করেছে। সামনে জাল আছে, কোনও ডিফেন্ডার নেই। মানুষের ঘুষি ফুটবলের মতো সোজা জালে ঢুকে যাচ্ছে।

এখানেই থামেননি বিজেপি নেতা। শাসক দলকে সরাসরি আক্রমণ করে তাঁর মন্তব্য, এটা কোনও জাদু নয়, মমতা শেষ। শমীকের এই মন্তব্য ঘিরে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে জোর বিতর্ক শুরু হয়েছে। বিরোধী শিবিরের এই তীব্র আক্রমণ ভোটের আগে নতুন করে উত্তাপ বাড়াল বলেই মনে করছে পর্যবেক্ষক মহল।

চৈত্রেই ঝড়বৃষ্টির দাপট, তাপমাত্রা নামল স্বাভাবিকের নীচে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: গ্রীষ্মের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়েও রাজ্যে ফিরল বর্ষার আবহ। ঝড়-বৃষ্টির প্রভাবে তাপমাত্রা আচমকাই নেমে গিয়েছে স্বাভাবিকের অনেকটাই নিচে। কলকাতায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় প্রায় ৫ ডিগ্রি কমে গেছে, আর দিনের তাপমাত্রাও নেমেছে প্রায় ৩ ডিগ্রি। বুধবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৪.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানাচ্ছে, আগামী এক সপ্তাহ দক্ষিণবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গ; দুই অংশেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি এবং দমকা হাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাদের কথায়, বাতাসে জলীয় বাষ্পের আধিক্য তৈরি হওয়ায় বৃষ্টির অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলায় হালকা বৃষ্টি শুরু হতে পারে, সঙ্গে ঘণ্টায় ৩০-৪০ কিলোমিটার বেগে হাওয়া বইতে পারে। আগামী শুক্র ও শনিবার পরিস্থিতি আরও তীব্র হতে পারে; কিছু এলাকায় ঝোড়ো হাওয়া ৫০-৬০ কিলোমিটার গতিতে বইতে পারে, সঙ্গে শিলাবৃষ্টির আশঙ্কাও রয়েছে। ফলে আবহাওয়ার এই খামখেয়ালিপনা অস্বস্তি বাড়াতে পারে।

উত্তরবঙ্গেও একই ছবি। পাহাড় ও ডুয়ার্সের জেলাগুলিতে বজ্রঝড়ের সঙ্গে মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে কিছু এলাকায় শিলাবৃষ্টির সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। সব মিলিয়ে, চৈত্রের শুরুতেই এই অকাল বৃষ্টির দাপটে গরমের আগমনী সুর অনেকটাই ম্লান হয়ে গেল। আবহাওয়ার এই অনিশ্চিত চরিত্র আগামী কয়েকদিন ভোগাতে পারে রাজ্যবাসীকে।

বুধেই প্রচার শুরু করলেন শোভনদেব, জয় নিয়ে আশাবাদী প্রবীণ নেতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: তৃণমূলের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ পেতেই নড়েচড়ে বসেছেন প্রার্থীরা। ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে বালিগঞ্জে তৃণমূলে প্রার্থী হয়েছেন শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। তৃণমূল সুপ্রিমো প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করার পরই শুরু হয়ে গিয়েছে এলাকায় ঘুরে প্রচার। প্রচার শুরু করে শোভনদেব বলেন, বালিগঞ্জ আসনে লড়তে এসে ভালো লাগছে। দল যেখানে যেমন দায়িত্ব দিয়েছে সেটাকেই মেনে নিয়েছি। দলের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। দল অনেক ভাবনাচিন্তা করে সমীক্ষা করেই প্রার্থী করেছে। তাই দলীয় সিদ্ধান্ত মেনেই মাঠে নামা উচিত। ছোট-খাট ক্ষোভ বিক্ষোভ থাকবেই। ভোটের প্রচারে বেরিয়ে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের দাবি, ভোটের আগে যতই বদলি করুক আধিকারিকদের। মানুষ সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছেন। ক্ষমতায় আসবে তৃণমূল কংগ্রেস। ইলেকশন কমিশনার নিজের পদের মর্যাদা রাখছেন না। তাঁর আচরণ বুঝিয়ে দিচ্ছে উনি বিজেপির হয়ে কাজ করছেন। প্রধানমন্ত্রী রকের ভাষায় কথা বলছেন। আর একাধিক রাজ্যে কমিশনের নজর নেই।

পুজো দিয়ে প্রচার শুরু, শ্রীভূমিতে দেওয়াল লিখলেন তৃণমূল প্রার্থী সুজিত বসু

নিজস্ব প্রতিবেদন, বিধাননগর: বিধাননগর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সুজিত বসু বুধবার পুজো দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর নির্বাচনী প্রচার শুরু করলেন। এদিন দুপুরে লেকটাউন শ্রীভূমি এলাকায় নিজের বাড়িতে পুজো সেরে তিনি রামকৃষ্ণ সারদা মা উদ্যানে গিয়ে রামকৃষ্ণ দেব ও মা সারদার পুজো দেন। পুজোর পরই কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে নিয়ে প্রচারে নেমে পড়েন তিনি। এলাকাতেই দেওয়াল লেখার মাধ্যমে প্রচারের সূচনা করেন সুজিত বসু। সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন এবং তাঁদের থেকে সমর্থন প্রার্থনা করেন। এদিন প্রচারের শুরুতেই সুজিত বসু জানান, মানুষের সমর্থন ও দলের সংগঠনকে ভরসা করেই তিনি নির্বাচনী লড়াইয়ে নামছেন। পাশাপাশি তাঁর প্রচারে একাধিক চমক থাকবে বলেও ইঙ্গিত দেন তিনি, যদিও সেই বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানাননি। প্রচারের প্রথম দিনেই কর্মী-সমর্থকদের উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতো।

ভোটের দায়ভার কার, রাজ্য না কমিশনের? হাইকোর্টে সরাসরি প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন ঘিরে দায়িত্বের প্রশ্নে জটিলতা বাড়তেই হস্তক্ষেপ করল কলকাতা হাইকোর্ট। সুষ্ঠু ও অবাধ ভোট পরিচালনার দায়ভার আসলে কার; রাজ্য সরকার না নির্বাচন কমিশনের; এই স্পষ্ট ব্যাখ্যা চাইল আদালত।

শমীক ভট্টাচার্য-এর দায়ের করা জনস্বার্থ মামলার শুনানিতে প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থ সারথি সেন-এর ডিভিশন বেঞ্চ রাজ্যের কাছে এই প্রশ্ন তোলে। জবাব দিতে শুক্রবার পর্যন্ত সময় চেয়েছে রাজ্য। মামলাকারীর দাবি ছিল, প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা জরুরি। যদিও নির্বাচন কমিশনের তরফে আদালতে

জানানো হয়েছে, ভোট উপলক্ষে যথেষ্ট নিরাপত্তা পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। শুনানিতে রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত মন্তব্য করেন, নির্বাচন কমিশন একটি স্বাধীন সংস্থা। তাদের কাজের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সমর্থনের প্রয়োজন নেই। আবেদনকারী একজন বিরোধী দলের নেতা, তাই কেন্দ্রের প্রভাবের প্রশ্ন উঠতেই পারে। অন্যদিকে কেন্দ্রের পক্ষে অ্যাডিশনাল সলিসিটর জেনারেল অশোক চক্রবর্তী পাল্টা বলেন, রাজ্য সরকার প্রকাশ্যে নির্বাচন কমিশন ও কেন্দ্রীয় সরকারকে অপমান করেছে; এটা নথিভুক্ত করা হোক। এদিন আদালতে কমিশনের তরফে দাবি করা হয়, নিরাপত্তা বলয় এতটাই মজবুত যে তা ভেঙে বিশৃঙ্খলা তৈরি করা সম্ভব নয়। সব পক্ষের বক্তব্যের পর আদালত স্পষ্ট করে দিয়েছে, নির্বাচন পরিচালনার প্রকৃত দায়িত্ব কার; তা জানাতেই হবে রাজ্যকে। শুক্রবারের শুনানির দিকেই এখন নজর।

বি.কে পাল অ্যাভিনিউয়ের শীতলা মন্দিরে পুজো দিয়ে প্রচারাভিযান শুরু করলেন শ্যামপুকুর বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী শশী পাঁজা। ছবি: অদিতি সাহা

বরানগরে প্রচারে বিজেপি প্রার্থী সজল ঘোষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বরানগর: প্রখর রোদ উপেক্ষা করে বুধবার দিনভর নির্বাচনী প্রচারে ব্যস্ত থাকলেন বরানগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী সজল ঘোষ। এদিন সকাল থেকেই বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে ভোটারদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করেন এবং সমর্থন প্রার্থনা করেন তিনি। তীব্র গরমের মধ্যে তাঁকে মাঝে মধ্যে ঠান্ডা জল পান করে সামান্য বিরতি নিতে দেখা গেলেও আবার দ্রুত প্রচারে নেমে পড়েন। পথচলতি সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাঁদের কাছে নিজের বক্তব্য তুলে ধরেন।

অবসরপ্রাপ্ত পুনর্নিয়োগ-প্রাপ্ত আধিকারিকদের তালিকা চাইল কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটের আচরণবিধি কার্যকর হতেই প্রশাসনিক কাঠামো খতিয়ে দেখতে নতুন পদক্ষেপ নিল নির্বাচন কমিশন। অবসরের পর যাঁরা পুনর্নিয়োগ পেয়েছেন বা মেয়াদ বাড়িয়ে দায়িত্বে রয়েছেন; এমন আধিকারিকদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা চেয়ে রাজ্যের কাছে নির্দেশ পাঠিয়েছে কমিশন। সূত্রের খবর, শুধু নামের তালিকাই নয়, কোন দপ্তরে কতজন প্রাক্তন আইএএস বা আইপিএস বর্তমানে কর্মরত, তাঁরা কী দায়িত্ব সামলাচ্ছেন এবং কতদিন ধরে কাজ করছেন;এই সমস্ত তথ্যও জানতে চাওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই কর্মীবর্গ দপ্তরের মাধ্যমে রাজ্যের সব শাখায় এই সংক্রান্ত তথ্য জোগাড়ের নির্দেশ পৌঁছে গিয়েছে। প্রশাসনের একাংশের বক্তব্য, এ ধরনের তথ্য একত্রে চাওয়ার ঘটনা আগে খুব একটা দেখা যায়নি। ফলে এর নেপথ্য উদ্দেশ্য নিয়েই শুরু হয়েছে জোর জল্পনা। অনেকের ধারণা, নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় কোনও প্রভাব পড়ছে কি না, তা যাচাই করতেই এই উদ্যোগ।

অন্যদিকে, আরেকটি প্রশ্নও সামনে আসছে। যদি দেখা যায় এই অবসরপ্রাপ্ত আধিকারিকরা সরাসরি ভোটের কাজে যুক্ত, তবে কি তাঁদের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে? প্রশাসনিক মহলের একাংশের মন্তব্য, নির্বাচনের নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করতেই কমিশন আগাম প্রস্তুতি নিচ্ছে।

আবির্ভাব
০৫.০২.১৯২৪

তিরোভাব
১৯.০৩.২০১০

স্মরণে
পরমারাধ্যা কমলা বসু

মা, আজ তোমার কাছে আমার কথা বলার দিন। সারা বছরের হিসাবের খাতা তুমি দেখতে চাইবে। টাকা-পয়সার হিসাব নয়, সময়ের হিসাব। ৩৬৫টা দিন তুমি কিভাবে খরচ করলে! কাকে কি দিলে, নিজেই বা কি নিলে ? খোলো তোমার খাতা। আমাকে দেখাও। তোমার কি একবারও মনে হয়নি - আমি তোমার নাম 'নিমাই' না রেখে 'নিতাই' কেন রেখেছি। মহাপ্রভুর প্রেমপ্রবাহের নাম 'নিতাই। আমি তোমাকে পৃথিবীর আলো দেখিয়েছি। সেই আলো বহির্জগতের। রূপ, রস, গন্ধ, বর্ণ, ভোগ, দুর্ভোগ, উপভোগ; কিন্তু অন্তরের আলোটি যে দিনের পর দিন একান্ত জেগে থেকে আকাশপ্রদীপ হয়। আমি সেই 'মা', যে মা তার কচি সন্তানটিকে 'নিত্যের' খাঁচায় ভরতে চায়নি। সে বড় সাহসী মাঃ তন্ত্রগুরুর হাতে তুলে দিয়ে বলেছিল, 'দিন, দিন, উৎসর্গ করে দিন মহামায়ার চরণে। তারপর ? জগতে মা-ই নির্দেশ করে দেবেন জীবনের পথ। সময় জটিল থেকে জটিলতর হবে। তারপর অবশ্যম্ভাবী প্রলয়। আবার সৃষ্টি। তারই মাঝে আমাদের অবসাদ। নিতাই! মায়ের কোল শূন্য হয় না; সব দেহই মায়ের দেহ। সব হৃদস্পন্দনই মায়ের পদধ্বনি। সন্ত কবীর বলছেন, 'শব্দ শোনো, শব্দ শোনো'। নিতাই, তোমাকে কেউ জানবে না, তুমি সকলকে জানবে। গভীর রাতে আমি তোমার শিয়রে বসব। পুত্র আজ তোমাকে একটি মন্ত্র শেখাব - মানবজীবন রহস্য

পঞ্চাত্মকং পঞ্চসু বর্তমানং ষড়াশ্রয়ং
ষড়গুণযোগযুক্তম।
তং সপ্তধাতুং ত্রিমলং দ্বিযোনিং চতুর্বিধাহারময়ং শরীরম্।।

স্মরণ রেখো, যে শরীর আমরা মায়ের কাছ থেকে পাই, তার গঠন ও ধর্ম এটি পঞ্চভূত, ষড়াশ্রয়, ষড়গুণযোগ, সপ্তধাতু, ত্রিমল, দ্বিযোনি, চতুর্বিধ আহারের সমাহার। পুত্র! আমি প্রকৃতি, তোমার পিতা পুরুষ। উভয়ের মিলন। তারপর বিস্ময়, শুধুই বিস্ময়। তবু কেন এত অবহেলা, অশ্রদ্ধা, নাশকতা, নির্যাতন! পুত্র তোমাকে আমি অমৃতলোকের দিশারী করেছি। মায়ের কর্তব্য পালন করে মহামায়ায় লীন হয়েছি। তুমি আর্তজনের সেবায় জীবন উৎসর্গ করেছ। তুমি জয়ী হও। সেই আশীর্বাদ।

ইতি - তোমার মা

পুত্রের নিবেদন ঃ মা, আমার মা, তোমাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম।

তোমার নিতাই

সঙ্গে তোমার গৌর, বুড়ো (জয়ন্ত)

সৌজন্যে ঃ লেক কালীবাড়ী

এনআইএ-এর হাতে গ্রেপ্তার মার্কিন জঙ্গি প্রশিক্ষক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: একাধিক পরিচয়েও শেষরক্ষা হল না। মার্কিন নাগরিককে গ্রেপ্তার করল এনআইএ। অভিযোগ তিনি জঙ্গি প্রশিক্ষক, জঙ্গি পরামর্শদাতা। নিজেকে তথ্যচিত্র নির্মাতা, নিরাপত্তা বিশ্লেষক, যুদ্ধ প্রতিবেদক হিসেবে পরিচয় দেন তিন। এই পরিচয়গুলি সামনে রেখেই নিজের আসল পরিচয় সুকৌশলে গোপন করেছিলেন মার্কিন নাগরিক ম্যাথু ভ্যানডাইক। সঙ্গে এও জানা গেছে, একাধিক জায়গায় ঘুরে ভারতে প্রবেশ করেন তিনি। তার কাজ ছিল জঙ্গিদের কীভাবে সন্ত্রাসের কাজে আরও পারদর্শী করে তুলতে হবে। কীভাবে আধুনিক যুদ্ধে তাদের আরও দক্ষ করে তুলতে হবে। এই সব কাজই করে থাকতেন মার্কিন নাগরিক ম্যাথু ভ্যানডাইক।

গত ১৩ মার্চ কলকাতা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)। তবে এই কাজে ভ্যানডাইক একা নন, এই কাজে তার সঙ্গে উত্তরপ্রদেশের লখনউ বিমানবন্দর থেকে তিন ইউক্রেনীয় এবং দিল্লি বিমানবন্দর থেকে আরও তিন ইউক্রেনীয়কেও

গ্রেপ্তার করা হয়। তদন্তকারী আধিকারিক সূত্রে খবর, এরা সকলেই ভ্যানডাইকের সঙ্গী। আরও খবর, এরা ট্যুরিস্ট ভিসা নিয়ে ভারতে আসেন। তারপর অসমের গুয়াহাটিতে। এরপর সেখান থেকে মিজোরাম। সেখান থেকে অবৈধভাবে মায়ানমারে চলে আসে। ভারতের সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে যোগ রয়েছে এমন জঙ্গি সংগঠনগুলিকে প্রশিক্ষণ দেন। এদের কাজ ছিল মূলত ড্রোন হামলার প্রশিক্ষণ, অবৈধ ভাবে সীমান্ত পারাপার, কী ভাবে আধুনিক কৌশলে সন্ত্রাসবাদী হামলা চালাতে হয়, সেই সব প্রশিক্ষণ দিতেন তারা। এরপর ভারতে চলে আসেন তারা। ভ্যানডাইককে কলকাতা বিমানবন্দর থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। বাকি ছয় ইউক্রেনীয়কে লখনউ এবং দিল্লি থেকে পাকড়াও করে এনআইএ। তদন্তকারী সূত্রে খবর, ধৃতেরা ইউরোপ থেকে অত্যাধুনিক ড্রোন নিয়ে এসেছিলেন। তবে গ্রেপ্তার হওয়ার সময় তাদের কাছ থেকে এখনও সেই ড্রোনগুলি পাওয়া যায়নি।

সূত্রের খবর, ২০১১ সাল, সেই সময় থেকেই ভ্যানডাইকের নাম প্রচারের আলোয়। লিবিয়ার গৃহযুদ্ধে বিদ্রোহী গোষ্ঠীর সঙ্গে যোগ দিয়ে গ্রেপ্তার হন। ছয়মাসের জেল হয়। এরপর জেল ভেঙে পালিয়ে যান। লিবিয়া থেকে সিরিয়ায় চলে এসে তথ্যচিত্র নির্মাণের কাজ শুরু করেন। ২০১৪ সালে ত্রিবেকা চলচ্চিত্র উৎসবে ভ্যানডাইকের তথ্যচিত্র 'পয়েন্ট অ্যান্ড শুট' সেরা তথ্যচিত্রের পুরস্কার জেতেন। পাশাপাশি জঙ্গি সংগঠনগুলির পরামর্শদাতা হিসাবেও কাজ করতেন ভ্যানডাইক। সিরিয়া তাকে জঙ্গি তকমা দেয়।

এরপরই পালিয়ে ইরাকে চলে আসেন ভ্যানডাইক। ২০১৪ সালে তাঁর দুই সাংবাদিক বন্ধু আইএস জঙ্গিদের হাতে খুন হন। এই ঘটনার পরেই সে নিজের একটি সংগঠন গড়ে তোলে। যে সংগঠনের নাম দেন সন্স অফ লিবার্টি ইন্টারন্যাশনাল (সোলি)। এর পর থেকে এই সংগঠন সেনা প্রশিক্ষণ, অস্ত্র সরবরাহ, ভাড়া করা সেনা সরবরাহ করা শুরু করে। ২০২২ সালে তাঁর সংস্থা ইউক্রেনকে সেনা ভাড়া দেওয়া শুরু করে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য পাঠায়। এরপর থেকে আরও জঙ্গি কার্যকলাপে হাত পাকান তিনি।

সম্পাদকীয়

একাধিক কেন্দ্রে বিদ্রোহের আগুন তৃণমূলের অন্দরে, ভাবনায় শীর্ষ নেতৃত্ব

প্রার্থী তালিকা ঘোষণা হতেই একের পর এক এলাকায় বিদ্রোহ শুরু হয়ে গিয়েছে তৃণমূলের অন্দরে। এর জেরে একেবারে ভোটের মুখে চরম বেকায়দায় পড়েছে দলের শীর্ষ নেতৃত্ব। কিছুদিন আগেও দলনেত্রীর মুখে শোনা যেত ২৯৪ কেন্দ্রে আমিই প্রার্থী। এখন সে সব অতীত। কিন্তু মুখে যতই বড়াই করুন না কেন দলে তাঁর মুঠো যে ক্রমশ আলগা হচ্ছে এটা বেশ টের পাওয়া যাচ্ছে। দলের কর্মী, সমর্থকদের ওপর যে নেত্রীর নিরঙ্কুশ প্রাধান্য ও নিয়ন্ত্রণ ছিল তা এখন অনেকটাই অতীত। গত দেড় দশকের শাসনকালে সেই নিয়ন্ত্রণ অনেকটাই শিথিল হয়েছে। নেত্রীর বদলে কর্মী, সমর্থকদের কাছে এখন প্রধান্য পাচ্ছে পাণ্ডনাগণ্ডা। পাণ্ডনাগণ্ডা ছাড়া নিচুর দিকে তৃণমূল করে, এমন লোক খুঁজে পাওয়া কঠিন। আর সেটা বাঁচিয়ে রাখতে গেলে দলীয় পদ বা চেয়ারের তুলনায় জনপ্রতিনিধি হওয়াটা অনেক বেশি লাভজনক। তাই খুব স্বাভাবিক ভাবেই নির্বাচনের টিকিট ফসকে যাওয়া মানে তো টিকিট নয়, আগামী ৫ বছর করে খাওয়ার রাস্তাতেও একেবারে ফুলস্টপ। তাই টিকিট হাতছাড়া হওয়াতে অনেকেই ফুঁসে উঠেছেন। কেউবা মনোমত কেন্দ্র না পেয়ে ফুঁসছেন, আবার কেউ বা আমচা, চামচা বা পরিবারের কাউকে টিকিট না দেওয়ায় রাগে ফুঁসছেন। এটাই হল এখন তৃণমূল শিবিরের চেনা ছবি। হুগলির এক পুরনো বর্ষীয়ান বিধায়ক তো তালিকায় নাম না দেখে হতাশায় প্রকাশ্যে রাজনীতি থেকে সন্ন্যাস নেওয়ার ঘোষণা করে দিয়েছেন। উত্তরবঙ্গের আর এক বিধায়ক টিকিট না পেয়ে প্রকাশ্যে দলের জেলা সভাপতির পদ ছেড়ে দেওয়ার ঘোষণা করেছেন। আর সংস্কৃতি জগতের এক বিখ্যাত ব্যক্তিত্বও টিকিট প্রত্যাশী ছিলেন। কিন্তু চূড়ান্ত তালিকায় নাম না দেখে সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশ ইঙ্গিতপূর্ণ পোস্ট করেছেন। আর এক জাঁদরেল বিধায়ককে তাঁর পুরনো কেন্দ্র থেকে সরিয়ে অন্য কেন্দ্রে পাঠানোয় খুব বিরক্ত। তাঁর অনুগামীরা বিক্ষোভ শুরু করেছেন। আরও বেশ কিছু কেন্দ্রে স্থানীয় টিকিট প্রত্যাশীদের বঞ্চিত করে বহিরাগতদের চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাতেও প্রবল ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। এখন এই সব ক্ষোভ কীভাবে সামাল দেওয়া হবে ভেবে কূলকিনারা পাচ্ছে না তৃণমূল নেতৃত্ব।

শব্দছক ১০৪

রবি দাস

পাশাপাশি: ১. কৃতিত্ব ৩. উদ্যান ৫. গর্দভ ৬. পরিশেষ ৯. জল ১০. নিজস্ব ১১. জঙ্গুলে ১০. ধান্য ১৪. অপরের ঐশ্বর্য ১৮. স্বামী বিবেকানন্দর বাল্য নাম ১৯. বড় সাইজের লেবু ২০. বলার বিষয়
ওপর-নিচ: ১. দৃষ্টিশক্তিহীন ২. দনুর পুত্র ৩. প্রতিহত ৪. মহাদেবের এক শাকরেদ ৫. গীতি ৬. শত্রু ৭. অল্প পরিমানে ৮. অনৈতিক ৯. শার্দুল ১১. সুন্দরবনের উপাস্য দেবী ১২. উষ্ণতা ১৫. রক্তে মাখামাখি ১৬. তটিনী ১৭. মাকালীর প্রিয় ফুল

সমাধান ১০৩ — পাশাপাশি: ১. বন্ধ দ্বার ৩. গজ ৫. সিন্ধু ৬. দক্ষ ৮. পাকা ১০. মানব ১২. নাগরিক ১৪. শিবা ১৫. গবা ১৬. বলবতী ১৮. বানরি ১৯. লতা ২০. কলু ২২. কার ২৩. লজ্জা ২৪. চিন্তাহীন
ওপর-নিচ : ১. বন্ধু ২. রদ ৪. জবাব ৫. সিমানা ৭. ক্ষমাশিলতা ১১. নবাব ১৩. গগন ১৬. বল ১৭. তীবর ১৮. বাকল ২১. লুচি ২২. কান

আজকের দিন

■ **১৯৬২ —** বব ডিলান তার স্বনামধন্য প্রথম অ্যালবামটি প্রকাশ করেন।
■ **১৯৭২ —** ভারত ও বাংলাদেশ শান্তি ও মৈত্রীর জন্য একটি ২৫ বছর মেয়াদী চুক্তি স্বাক্ষর করে।
■ **১৯৯৮ —** অটল বিহারী বাজপেয়ী দ্বিতীয়বারের মতো ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন।

জন্মদিন

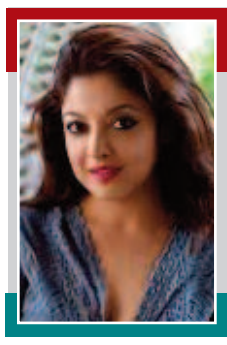

১৯৩৯ বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় আব্বাস আলি বেগের জন্মদিন।
১৯৫৯ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ চন্দ্রপাল সিং যাদবের জন্মদিন।
১৯৮৪ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী তনুশ্রী দত্তের জন্মদিন।

তনুশ্রী দত্ত

এবার ভোটেও ধর্মীয় ঐক্যে বিভেদের রাজনীতি কিন্তু মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে!

স্বপনকুমার মণ্ডল

আসন্ন নির্বাচনে আবার নতুন করে রাজনীতির খোলা ময়দানে বাবরি মসজিদ বনাম রামমন্দির প্রতিষ্ঠার যুদ্ধং দেহি মনোভাব জেগে রয়েছে। ১৯৯২-এর ৬ ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ ভেঙে অবশেষে মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের রায়ে রামমন্দির নির্মাণ ও কিছুদিন আগে প্রতিষ্ঠার (২০২৫-এর ২৫ নভেম্বর) পরেও পুনরায় মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায় এ বছরের সেই ৬ ডিসেম্বরে রাবরি মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর নির্মাণের কথা স্বাভাবিক ভাবেই গণমাধ্যমে শোরগোল ফেলে দেয়। সামনে ২০২৬-এর রাজ্যের বিধানসভা ভোটের ময়দানে মুসলিম অধ্যুষিত মুর্শিদাবাদে বাবরি মসজিদ নির্মাণের সঙ্গে যে ভোটরাজনীতি বর্তমান, তা সহজেই অনুমেয়। পূর্তি নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী ২০২৫-এর ২২ ডিসেম্বর 'জনতা উন্নয়ন পার্টি'ও ঘোষিত হয় যার বর্তমান সংশোধিত নাম 'আম জনতা উন্নয়ন পার্টি'। সেখানে বাবরি মসজিদ গড়ে তোলার কথাই প্রাধান্য লাভ করে। আপাতভাবে রাজনীতির সঙ্গে ধর্মের যোগ অপ্রত্যাশিত হলেও তার অবিচ্ছেদ্য প্রকৃতি অত্যন্ত স্বাভাবিক। রাজ করার মধ্যেই ক্ষমতা ও শাসনের আধিপত্য। সেক্ষেত্রে রাজনীতির সঙ্গে ধর্মের যোগ অত্যন্ত নিবিড়। ধর্মের কল্যাণকামী পবিত্র চেতনায় ধর্মনীতিই রাজনীতিতে শুধু আধিপত্য কায়েম করে না, তার অধিকারও প্রতিষ্ঠা পায়। জোর করে অধিকার মেলে না, কর্তব্য করেই তা অর্জিত হয়। অন্যদিকে জোর করে আধিপত্য বিস্তার করা গেলেও তা অধিকারে আসে না। সেক্ষেত্রে ধর্মের কল্যাণকামী পবিত্র চেতনায় তার আধিপত্যও গৌরব ও সৌরভ বয়ে আনে। সেখানে 'রাজধর্ম' হয়ে ওঠে 'ন্যায়ধর্ম', বিচারক হন 'ধর্মাবতার'। সেই রাজের উৎকর্ষেই 'ধর্মরাজ'-এর আধিপত্য বিস্তার। স্বাভাবিক ভাবেই সেই আধারে রাজনীতির ক্ষমতায়নে ধর্মীয় নীতিআদর্শ শ্রেষ্ঠত্বের পরাকাষ্ঠায় তার অবিচ্ছেদ্য অস্তিত্ব ধর্মপ্রাণ মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে তোলে। সেখানে ধর্ম ও রাজনীতি আপাতভাবে স্বতন্ত্র মনে হলেও তার অবিচ্ছিন্ন প্রকৃতি নানাভাবেই প্রকাশমুখর। আসলে রাজনীতির সংকীর্ণ স্বার্থপরতা ও নীতিআদর্শহীন ক্ষমতাসর্বস্ব প্রকৃতির সঙ্গে পবিত্র ধর্মীয় চেতনার সংযোগের প্রতি সাধারণ মানুষের তীব্র অনীহা বর্তমান। এমনিতেই ভোটরাজনীতিতে নির্বাচনের বিদ্বেষী প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে যুদ্ধং দেহি মনোভাবে মানুষের স্বাভাবিক সম্পর্ক বিপন্ন হয়ে পড়ে।সেখানে রাজনীতির সঙ্গে ধর্মের সংযোগ যে সেই বিদ্বেষকে বিধ্বংসী করে তুলতে পারে তা ভেবেই শুভবুদ্ধিসম্পন্ন গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ তার আতঙ্ক শিউরে ওঠেন। সেদিক থেকে ধর্মের মানুষের জিগিরে মানুষের ধর্মই আজ আরও ঘোরতর সংকটে মনে হয়।

আসলে মানুষের পরিচয়ে ধর্মীয় অস্তিত্ব অতি নিবিড়। রাজনৈতিক সচেতনতাই সেই পরিচয়কে আরও প্রকট করে তুলেছে। মানুষের অস্তিত্বের সোপানে ধর্মীয় পরিচয় তার মানবিক অস্তিত্বের সঙ্গেই বিজড়িত। সেখানে উচ্চতর জীবনের পথের (way of higher life) দিশায় ধর্মের সংযোগ অত্যন্ত স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। প্রত্যেকের গন্তব্য এক হলেও মতের ভিন্নতায় তার পথের বৈচিত্র দেখা দেয়। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের কথায় 'যত মত, তত পথ'। এই মত ও পথের ভেদে ধর্মীয় ভেদাভেদের বিস্তার ও তা পারস্পরিক বিদ্বেষের আধারে রাজনীতির সংযোগ স্বাভাবিকতা লাভ করে। অন্যদিকে বিদ্বেষে যেমন বিচ্ছিন্নতা ও আধিপত্য বোধ জেগে ওঠে,তেমনই স্বধর্মীয়দের মধ্যে ঐক্যভাবনা জাগিয়ে তোলে। সেক্ষেত্রে ধর্মীয় বিদ্বেষের পুঁজিই ভোটরাজনীতিতে মহার্ঘ মূলধন হয়ে ওঠে। আর সেখানেই রাজনীতির কারবারিরা ভোটযুদ্ধে জয়লাভ করার জন্য ধর্মযুদ্ধের আয়োজন করতেও দ্বিধা করে না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এবার যে রাজনৈতিক নেতা মসজিদ নির্মাণে সক্রিয় হয়েছেন,তিনি আসলে উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবেই তা করেছেন। তিনি নতুন কোনও মসজিদ শিলান্যাস করতে চাননি, সেটি বিতর্কিত 'বাবরি মসজিদ'কে পুনরায় প্রতিষ্ঠা করতে চান নিজের এলাকায়। আবার তা বাবরি মসজিদ ধ্বংসের দিনেই তার নতুন করে শিলান্যাসের আয়োজন স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর উদ্দেশ্য আরও প্রকট হয়ে ওঠে। অর্থাৎ ধর্মের জিগির তুলে ধর্মীয় ঐক্যে ভোটতরণী পারের আয়োজনই তাঁর অর্জুনের পাখির চোখ। স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর রাজনৈতিক গ্রহণযোগ্যতার অভাবই তাতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অন্যদিকে বিতর্কিত বাবরি মসজিদের পাল্টা রামমন্দির প্রতিষ্ঠার আয়োজনে ধর্মীয় বিদ্বেষ রাজনীতির ময়দানকে আরও অস্থির ও ভয়ার্ত উত্তেজনামুখর করে তুলেছে। আসলে ধর্ম (religion) থেকে যখন ধর্মাচার (হৃৎভঙ্গী) বড় হয়ে ওঠে, তখন ধর্মীয় চেতনাকেই আচ্ছন্ন করে তোলে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, কেউ ধর্মে গোঁড়া, কেউ আচারে। সেক্ষেত্রে যে ধর্মে গোঁড়া, সে আসলে ধর্মাচারেই গোঁড়া। তা পালনের মাধ্যমে প্রকট হয় বলেই তার ধর্মপ্রাণ অস্তিত্ব স্বধর্ম রক্ষাতেই নিঃস্ব হয়ে পড়ে। শুধু তাই নয়, তাতে স্বকীয় ধর্মের আধিপত্য বিস্তার থেকে তার শ্রেষ্ঠত্ববোধে মোহাচ্ছন্ন অন্ধত্ব অনিবার্য হয়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে তার বিধ্বংসী রূপ নগ্নতা লাভ করে। রবীন্দ্রনাথের কবিতার ভাষায় 'ধর্মের নামে মোহ যারে এসে ধরে/ অন্ধ যে জন,মারে আর শুধু মরে।' ধর্মাচারসর্বস্ব ধর্ম শুধু পালনেই নিঃস্ব হয়ে পড়ে, উল্টে জাগিয়ে তোলে একদেশদর্শী প্রতিহিংসাপরায়ণতা। সেখানে মানুষের ধর্মের চেয়ে ধর্মের মানুষ প্রাধান্য লাভ করে।

ভারত শুধু বহু ধর্মের দেশই নয়, এটি একটি ধর্মের আদর্শের দেশ। এই দেশে সব ধর্মের সহাবস্থান ঘটেছে যা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরলপ্রায়। এজন্য এ দেশের গৌরব ও সৌরভ তার ধর্মীয় বৈচিত্র। অথচ এই দেশটির রাজনীতি সঙ্গে ধর্মের যোগ অবিচ্ছেদ্য। ধর্মভেদেই দেশভাগের শিকার হয়েও নানা ধর্মের সহাবস্থানে ভারতের চিরায়ত গৌরব আজও অক্ষুণ্ণ ও অম্লান। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মহামানবের সাগর তীরে ভারততীর্থে আজও ধর্মের সমন্বয়ী বার্তা বিশ্ববাসীকে পথ দেখিয়ে চলেছে। সেখানে ধর্মীয় মৌলবাদীদের কোনও স্থান নেই। যে অন্য ধর্মকে অস্বীকার করে সে নিজের ধর্মকেও ভালোবাসে না। নিজের মায়ের প্রতি ভালোবাসাই অন্যের মাকে ভালবাসতে শেখায়। ধর্ম মানুষকে ভালোবাসতে শেখায়, উদার ও মুক্তপ্রাণা প্রকৃতিই সৌরভ। ধর্মে যা মিলনের বাণী, ধর্মাচারেই তা বিচ্ছেদের পারানি, ভাবা যায়! বিশ্বজয়ী স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৩-এর ১১ সেপ্টেম্বর শিকাগো বিশ্ব ধর্মসভায় সে কথাই উচ্চারণ করে বিশ্ববাসীর মন জয় করেছিলেন, 'সব ধর্মকে সমান শ্রদ্ধা করি এবং সত্য বলে মানি।' যখন অন্যসব ধর্মীয় প্রতিনিধিরা নিজেদের ধর্মকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলে জাহির করেছিলেন, তখন স্বামীজির উদাত্ত কণ্ঠের উদার হাতছানি নতুন করে ধর্মের মুক্ত পরিসরকে উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। সেখানে ধর্মীয় আধিপত্যবাদে মৌলবাদীদের সন্ত্রাসী আবহাওয়ায় ধর্মের উদার আকাশই শুধু সংকীর্ণতায় বিধ্বস্ত হয়ে পড়েনি, তার জন্য মানবিক মূল্যবোধও আজ অস্তিত্ব সংকটে। মানুষের ধর্ম 'বাঁচো এবং বাঁচাও'। অথচ ধর্মীয় বিদ্বেষে নিজে ভালো ভাবে বেঁচে থাকার জন্য অন্যকে অস্বীকার করার প্রবণতাও সক্রিয় হয়ে উঠছে। সেখানে মানুষের মানবিক পরিচয় নয়,তার ধর্মীয় পরিচয়ই সবচেয়ে বড় হয়ে উঠেছে। স্বাভাবিক ভাবেই তাতে রাজনীতির ধর্মে ধর্মীয় পরিচয় সুলভ ও সহজলভ্য মনে হয়। শুধু তাই নয়, ধর্মনিরপেক্ষ বলে যারা রাজনীতি থেকে ধর্মের সংযোগকে বিচ্ছিন্ন করার পক্ষপাতী,তারাও নানা কৌশলে ধর্মীয় ভোটব্যাঙ্ককে কুক্ষিগত করতে সক্রিয় হয়ে ওঠে। আসলে ধর্মকে আফিমের সঙ্গে তুলনা করেও সেই আফিমের নেশাতেই বুঁদ করে রাজনৈতিক ফায়দা উসুল করাই সেক্ষেত্রে অনন্যোপায়ে জরুরি হয়ে পড়ে। ধর্মের তাসে রাজনীতির কিস্তিমাত করার প্রবণতা নতুন নয়, বরং তার বহুব্যবহারে ধর্মের মানুষের অভাব না হলেও মানুষের ধর্মের সংকট ভয়ঙ্কর রূপ লাভ করে চলেছে। এখনও ধর্মীয় বিদ্বেষে দেশভাগের রাজনীতি বহাল তবিয়তে বেঁচে আছে, এখনও দেউলিয়া রাজনীতির ময়দানে ধর্মীয় পরিচয়ের বীভৎস উল্লাস নগ্ন হয়ে খেলা করে। ধর্মীয় ঐক্যে ভোটের রাজনীতি আর কতদিন চলবে,আর কত মানুষের ধর্ম বিপন্ন হলে মানুষের চেতনা ফিরবে, তার আজ মানবিক মূল্যবোধের সামনে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হয়ে উঠেছে!

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

এক ভয়ের বাজারে জ্বালানির রাজনীতি

সুদীপ ঘোষ

পশ্চিম এশিয়ার ধূসর মরুভূমি বা হরমুজ প্রণালীর নীল জলরাশিতে যখন যুদ্ধের ডঙ্কা বাজে, তার অনুরণন যে কেবল ভূ-রাজনৈতিক মানচিত্রেই সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং তা সোজা এসে ধাক্কা মারে দূরবর্তী কোনো ভারতীয় গৃহস্থের রান্নাঘরে;সাম্প্রতিক পরিস্থিতি যেন তারই এক নিপুণ মনস্তাত্ত্বিক আখ্যান তৈরি করেছে। ইতিহাসের এক অদ্ভুত এবং অনস্বীকার্য বৈশিষ্ট্য হলো, সীমান্তের কাঁটাতার বা দূরবর্তী কোনো গোলার্ধের রণক্ষেত্রে যখন বোমারু বিমান চক্কর কাটে, তার শব্দ সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন বাজারে আছড়ে পড়ে আতঙ্কের এক অদৃশ্য সুনামি হয়ে। গত কয়েক দিনে ভারতের এলপিজি বা রান্নার গ্যাস বুকিংয়ের আকস্মিক ঊর্ধ্বগতি সেই সামষ্টিক মনস্তত্ত্বেরই এক অভ্রান্ত প্রমাণ। হঠাৎ করে বুকিংয়ের সংখ্যা ৮৮ লক্ষে পৌঁছে যাওয়া, ডিলারদের দপ্তরের সামনে উৎকণ্ঠিত মানুষের ভিড় এবং গুজবের দাবানল;সব মিলিয়ে এক ক্ষুদ্র অথচ তাৎপর্যপূর্ণ আতঙ্কের অর্থনীতি বা 'ইকোনমি অফ প্যানিক' তৈরি হয়েছিল। সরকারের সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান অবশ্য বলছে, সেই আতঙ্কের পারদ বর্তমানে কিছুটা নিম্নমুখী; বুকিংয়ের সংখ্যা নেমে এসেছে প্রায় ৭৭ লক্ষে। এটিকে নিছক একটি সংখ্যাতাত্ত্বিক পতন হিসেবে দেখলে ভুল হবে, এটি আসলে একটি সমাজমনস্কতার রৈখিক পরিবর্তনের গল্প।

এই যে সংকটের আগেই সম্ভাব্য ঘাটতির আশঙ্কায় মানুষের ত্রস্ত হয়ে ওঠা, এর শেকড় নিহিত রয়েছে মানবসভ্যতার সুদীর্ঘ ইতিহাস এবং আমাদের অবচেতন মনে। যুদ্ধ মানেই যে খাদ্যাভাব, জ্বালানি সংকট এবং প্রাত্যহিক জীবনের অনিশ্চয়তা, এই বোধ আমাদের জিনগত স্মৃতিতে প্রোথিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার ইউরোপে রেশনিং প্রথা ও জ্বালানি মজুতের যে মরীচিকা তৈরি হয়েছিল, কিংবা ১৯৭৩ সালের আরব-ইসরায়েল যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে বিশ্ব অর্থনীতিতে যে গভীর 'অয়েল শক' বা তেল সংকট আঘাত হেনেছিল, তার স্মৃতি বিশ্বসমাজের সম্মিলিত চেতনার গভীরে আজও প্রবহমান। তাই সংবাদমাধ্যমের শিরোনামে যখন 'তেহরান', 'গাজা' বা 'হরমুজ প্রণালী' শব্দবন্ধগুলি রক্তহরফে ফুটে ওঠে, তখন সাধারণ নাগরিক অজান্তেই ভবিষ্যতের এক কাল্পনিক অন্ধকারে ডুবে যাওয়ার আশঙ্কায় শিউরে ওঠেন। অথচ, ভারতের মতো এক সুবিশাল এবং বহুত্ববাদী রাষ্ট্রের জ্বালানি নিরাপত্তার যে অন্তর্নিহিত কাঠামোগত শক্তি রয়েছে, তা অনেক সময়ই এই সাময়িক ডামাডোলে সাধারণের দৃষ্টির অন্তরালেই থেকে যায়।

ভারত তার মোট অপরিশোধিত খনিজ তেলের চাহিদার প্রায় ৮৫ শতাংশই আমদানি করে এবং এর একটি সিংহভাগ আসে ওই সংঘাত-দীর্ণ পশ্চিম এশিয়া থেকেই। সুতরাং, ওই অঞ্চলে কোনো ভূ-রাজনৈতিক রদবদল বা সামরিক উত্তেজনা মানেই যে সাপ্লাই চেইন বা সরবরাহ ব্যবস্থায় সম্ভাব্য ঝুঁকি, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু এই চিরায়ত নির্ভরতার সমান্তরালেই গত কয়েক বছরে নয়াদিল্লি অত্যন্ত সন্তর্পণে নিজেদের জ্বালানি পরিকাঠামো;যার মধ্যে রয়েছে বিশালাকার রিফাইনারি, বিস্তৃত পাইপলাইন নেটওয়ার্ক, আপৎকালীন কৌশলগত মজুত বা স্ট্র্যাটেজিক পেট্রোলিয়াম রিজার্ভ এবং পরিবহন ব্যবস্থা;এমনভাবে বিন্যস্ত করেছে যে, কোনো বড় মাপের আন্তর্জাতিক বিপর্যয়কেও আত্মস্থ করার প্রাথমিক ক্ষমতা দেশ অর্জন করেছে। সরকারের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, দেশের শোধনাগারগুলি বর্তমানে তাদের উচ্চ উৎপাদন ক্ষমতায় কাজ করছে এবং পেট্রোল-ডিজেলের ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটাতে সম্পূর্ণ সক্ষম। পাশাপাশি, কেবল উপসাগরীয় দেশগুলির ওপর নির্ভরশীল না থেকে রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের সঙ্গে জ্বালানি চুক্তির মাধ্যমে ভারত তার আমদানির উৎসগুলিকেও বহুমুখী করেছে, যা বর্তমান আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে এক অত্যন্ত পরিপক্ক কৌশল।

এতদসত্ত্বেও, সামাজিক স্তরে আতঙ্কের এক ভিন্ন এবং বিপজ্জনক উপজাত হলো কালোবাজারি ও মজুতদারি প্রবৃত্তি। যেকোনো সংকটের গুজবকে পুঁজি করে একশ্রেণির সুবিধাবাদী মানুষ কৃত্রিম অভাব তৈরি করতে সচেষ্ট হয়। বাজারে পর্যাপ্ত জ্বালানি মজুত থাকলেও, গুজবের বশবর্তী হয়ে মানুষ যখন প্রয়োজনের অতিরিক্ত মজুত করতে শুরু করে, তখনই সরবরাহ ও চাহিদার মধ্যে এক সাময়িক কিন্তু তীব্র অসামঞ্জস্যের সৃষ্টি হয়। এই প্রেক্ষিতে সরকারের আকস্মিক পরিদর্শন এবং কড়া নজরদারির পদক্ষেপগুলি শুধুমাত্র আইনি ব্যবস্থা নয়, বরং বাজারের মনস্তাত্ত্বিক ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য অত্যন্ত জরুরি। কারণ, বাস্তব ক্ষেত্রে অনেক সময়ই দেখা যায়, মূল সংকটের চেয়েও সংকটের গুজব অর্থনীতিতে অনেক বেশি ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে।

এই সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে বর্তমান ভারতের ডিজিটাল রূপান্তরের ভূমিকাটি সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকেও গভীর পর্যালোচনার দাবি রাখে। পরিসংখ্যান বলছে, বর্তমানে এলপিজি বুকিংয়ের প্রায় ৮৭ শতাংশই সম্পন্ন হচ্ছে অনলাইন মাধ্যমে।

এটি কেবল একটি প্রযুক্তিগত স্বাচ্ছন্দ্য নয়, এটি আমাদের প্রাত্যহিক সামাজিক আচরণের এক যুগান্তকারী পরিবর্তন। একটা সময় ছিল যখন গ্যাসের ডিলারের সামনে দীর্ঘ, অন্তহীন লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষের মুখের উৎকণ্ঠা অন্যান্যদের মধ্যেও আতঙ্ক সংক্রামিত করত। আজ মোবাইল ফোনের একটি ক্লিকেই সেই কাজ সম্পন্ন হওয়ায়, সেই দৃশ্যমান ভিড় এবং তার থেকে উদ্ভূত প্যানিক অনেকটাই প্রশমিত হয়েছে। প্রযুক্তি এখানে কেবল সেবাদানকারী নয়, বরং সামাজিক অস্থিরতা নিরসনের এক নীরব হাতিয়ার হিসেবে কাজ করছে।

পরিশেষে একথা বলা অত্যুক্তি হবে না যে, জ্বালানি নিরাপত্তা কেবল কোনো রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ভিত্তিভূমি নয়, এটি তার ভূ-রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব এবং কৌশলগত স্থিতিশীলতারও অন্যতম প্রধান স্তম্ভ। আন্তর্জাতিক উত্তেজনার এই বাতাবরণ ভারতকে নিরন্তর স্মরণ করিয়ে দেয় যে, কেবল চিরাচরিত জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর নির্ভরশীল থাকলে চলবে না; নবায়নযোগ্য শক্তি, বিকল্প জ্বালানি এবং সিএনজি বা পাইপড ন্যাচারাল গ্যাসের মতো দেশীয় পরিকাঠামোর দিকে আরও দ্রুত অগ্রসর হতে হবে। তবে, কোনো রাষ্ট্রের প্রকৃত স্থিতিশীলতা কেবল তার মজুতভাণ্ডারের ওপর নির্ভর করে না; তা নির্ভর করে তার নাগরিকদের মনস্তাত্ত্বিক দৃঢ়তা এবং গুজবের পরিবর্তে তথ্যের ওপর বিশ্বাস রাখার সামর্থ্যের ওপর। পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধের পরিণতি যাই হোক না কেন, ভারতীয় সমাজের এই ৭৭ লক্ষ এলপিজি বুকিংয়ের পরিবর্তিত পরিসংখ্যান প্রমাণ করে যে, আতঙ্ক বা ভয়ের ঢেউ যত দ্রুতই ফুলেফেঁপে উঠুক না কেন, শেষ পর্যন্ত তা বাস্তবতার শান্ত তীরে এসে মিলিয়ে যায়। রান্নাঘরের নির্বিঘ্ন আগুন আসলে একটি সুস্থির, আত্মবিশ্বাসী সমাজেরই অকৃত্রিম প্রতীক;যা বাইরের কোনো দূরবর্তী বিস্ফোরণের শব্দে সহজে নিভে যাওয়ার নয়।

চর্চাবাসর ১০৭

বাংলা শব্দ সম্প্রীতি (সম্প্রীতি)সংস্কৃত মূল থেকে উদ্ভূত। এটি একটি 'তৎসম' শব্দ (সরাসরি সংস্কৃত থেকে গৃহীত)। এটি 'সম' (সম্ - একত্রে/সম্পূর্ণরূপে) উপসর্গ এবং 'প্রীতি' (প্রীতি - ভালোবাসা/আনন্দ/স্নেহ)শব্দ দুটি দ্বারা গঠিত। এটি প্রকৃত স্নেহ, গভীর ভালোবাসা, পারস্পরিক সম্প্রীতি বা তীব্র আনন্দ বোঝায়।

— কলমবীর

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

জয়লাভের ব্যবধান রেকর্ড সৃষ্টি করবে, আশায় পাড়ার বিজেপি প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: প্রার্থী ঘোষণা হতেই ময়দানে নেমে পড়লেন পুরুলিয়ার পাড়া বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী নদিয়ার চাঁদ বাউড়ি। বুধবার সকালে মৌতড়ের বিখ্যাত মা বড়কালীর মন্দিরে পুজো দিয়ে মঙ্গল কামনা করে নিজের প্রচার কর্মসূচির সূচনা করেন তিনি।

এদিন সকালে মন্দিরে পুজো দেওয়ার পরই মৌতড়ের বাসস্ট্যান্ডে অবস্থিত বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে দলের বিভিন্ন স্তরের নেতৃত্ববৃন্দদের ও কর্মীদের সাথে একটি বৈঠক করেন তিনি। এরপর মৌতড় এলাকার সঙ্গে জনসংযোগ সারেন। পাশাপাশি বিধানসভা এলাকার বিভিন্ন স্থানে দেওয়াল লিখনের কাজ শুরু করেন তিনি। নদিয়ার চাঁদ বাউড়িকে এই কেন্দ্রে পুনরায় দল প্রার্থী ঘোষণা করেছে। আর প্রার্থী ঘোষণার পর থেকেই এলাকায় উৎসবের আমেজ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সমর্থকরা ঢোল-ধামসা বাজিয়ে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান প্রার্থীকে। নাম ঘোষণার পর পাড়া বিধানসভার বিভিন্ন এলাকায় বাজনা বাজিয়ে মিছিল করে জনসংযোগ করেন নদিয়ার চাঁদ বাউড়ি। পাশাপাশি দলীয় নেতৃত্বদের সঙ্গে বার বার বিধানসভার বিভিন্ন এলাকায় বৈঠক ও আলোচনা সারতেও দেখা যায় তাঁকে। সব মিলিয়ে প্রার্থী ঘোষণার পর থেকেই পুরুলিয়ার পাড়া বিধানসভা কেন্দ্রে। বিজেপির প্রচারে গতি আসতে শুরু করেছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। প্রচারে প্রার্থীর সাথে দলের নেতা কর্মীদের মধ্যে উপস্থিতির হার নজর কাড়া। প্রার্থী নদিয়ার চাঁদ বাউড়ি বলেন এবারের নির্বাচনে কেবল জয় নয় এই পাড়া বিধানসভা কেন্দ্রে জয়ের ব্যবধান জেলার মধ্যে জয়লাভ করার ব্যবধান রেকর্ড সৃষ্টি করবে বলে তাঁর আশা।

সন্দেশখালিতে বিজেপির রেখাকে চ্যালেঞ্জ তৃণমূলের ঝরনা সরদারের

নিজস্ব প্রতিবেদন, সন্দেশখালি: '২০২৪-এর লোকসভায় সন্দেশখালির মানুষ ভুল বুঝেছিল। এবার ২৬-এর বিধানসভায় তৃণমূল কংগ্রেস জিতবে। সন্দেশখালি মাটি রেখার জন্য নয় অন্য, কোন জায়গায় যাবে ঠিক করে নিন। প্রতিবাদীরা এখন তৃণমূল কংগ্রেসে।' প্রচারে বেরিয়ে এমনই দাবি করলেন সন্দেশখালি বিধানসভা তৃণমূলের নতুন প্রার্থী ঝরনা সরদার।

২৪-এ দেশের লোকসভা কেন্দ্রের ভরকেন্দ্র ছিল সন্দেশখালি। যেখানে প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। কিন্তু বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী প্রয়াত হাজি নুরুল ইসলাম প্রায় তিন লক্ষ তেত্রিশ হাজার ভোটে জিতে নেন। কিন্তু সন্দেশখালি বিধানসভাতে তিনি সাত হাজার ১০০ ভোটে পিছিয়ে ছিলেন। সেখানেই এবারে সম্পূর্ণ নতুন মুখ। অর্থাৎ এসটি অধ্যুষিত আদিবাসী সম্প্রদায়ের মহিলা মুখের উপর ভরসা রেখেছে তৃণমূল কংগ্রেস। ঝরনা সরদার ঘরের মেয়ে, সন্দেশখালি দু'নম্বর ব্লকের কোড়াকাড়ি পোড়াকাটির গ্রাম পঞ্চায়েতের দাউদপুরে বাড়ি। সন্দেশখালি দু'নম্বর ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির দুই বারের পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ, একবারের জেলা পরিষদের সদস্য। এবার ঝরনা সরদারকে মুখ করে সন্দেশখালি বিধানসভা বিপুল ভোটে জিততে চাইছে রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেস। ঝরনা বলেন, '২০২৪ সালে সন্দেশখালির মহিলা ও সাধারণ মানুষদের ভুল বুঝেছিল বিজেপি। তাঁরা তাঁদের ভুল বুঝতে পেরে আবার তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা তলায় এসেছেন। প্রতিবাদী মুখ রেখা পাত্রের এই দ্বীপ অঞ্চলের আর জায়গা নেই। অন্য কোথায় কি করবেন, সেটা ওনার আর বিজেপির ব্যাপার। তৃণমূল কংগ্রেসে একে একে সবাই ফিরছে।' অন্যদিকে, জেতার ব্যাপারে তিনি একশো শতাংশ আশাবাদী। জিতে প্রথম কাজ আর্সেনিক মুক্ত পানীয় জল, দ্বীপ অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য পরিষেবার স্বাভাবিক রাখাই তাঁর লক্ষ্য। তিনি আরও বলেন, 'আগামী দিনে আমাদের মূল ভরসা তৃণমূল কংগ্রেসের প্রশাসনিক প্রধান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁদের নির্দেশ মেনেই আগামী দিন সন্দেশখালি মানুষের উন্নয়ন করতে বদ্ধপরিকর আমি।'

দাঁতনের জমিতে বিশালাকার ড্রোন

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: বুধবার ভোরে দাঁতনের ধান জমিতে একটি বিশাল আকার ড্রোন পড়ে থাকতে দেখে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ড্রোনটি কোথা থেকে কিভাবে এল তা তদন্ত করছে দাঁতন থানার পুলিশ।

দাঁতন ১ নম্বর ব্লকের শরশঙ্কা বকুলতলার পাইকবাড় এলাকায় ভোর চারটা নাগাদ গ্রামবাসীরা এরোপ্লেনের মতো দেখতে একটি বড় আকারের ড্রোন ধান ক্ষেতে পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, এত বড় আকারের ড্রোন তারা কখনও দেখেননি। বিশাল আকার ড্রোনটি কোথা থেকে এলো এবং কীভাবে ধান জমিতে পড়লো, তা নিয়ে রহস্য ঘনীভূত হচ্ছে। ড্রোনটি দেখতে এলাকায় কৌতূহলী মানুষের ভিড় জমে। পুলিশের পক্ষ থেকে প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে, এটি কোনও নজরদারী অথবা সার্ভিলিয়েন্স ড্রোন হতে পারে। অথবা কোনও সংস্থার পরীক্ষামূলক উড়ান চলছিল। প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণেও সেটি পড়ে গিয়ে থাকতে পারে। তবে এখনও পর্যন্ত প্রশাসনের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানো হয়নি। পুলিশ ড্রোনটি পরীক্ষা করে দেখছে এবং কোথা থেকে এসেছে তা খতিয়ে দেখছে।

ফর্ম সি
[রুল ৯(১) দেখুন]
সাধারণ বিজ্ঞপ্তি
[দেউলিয়াত্ব এবং দেউলিয়া (কর্পোরেট ঋণগ্রহীতাদের ব্যক্তিগত জামিনদারদের জন্য দেউলিয়া প্রক্রিয়ার জন্য বিচারকারী কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন) বিধিমালা, ২০১৯ এর বিধি ৯(১) অনুসারে]

শ্রী গোপাল চন্দ্র পাড়িয়া (মেসার্স পাড়িয়া টিম্বার কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড (U74899DL1985PTC020751) এর ব্যক্তিগত জামিনদার)-এর পাওনাদারদের দৃষ্টি আকর্ষণ

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, **ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা বেঞ্চ,** চিমলাপল্লি রোড, ভেপাগুন্টা, বিশাখাপত্তনম - ৫৩০০৪৭ এবং ৫০-১৮-৫, টিপিটি কলোনি, হিন্দু অফিসের নিকট, সীথাম্মাধারা, বিশাখাপত্তনম, অন্ধ্রপ্রদেশ-৫৩০০১৩, এ বসবাসকারী শ্রী গোপাল চন্দ্র পাড়িয়ার বিরুদ্ধে দেউলিয়া প্রক্রিয়া শুরু করার আদেশ দিয়েছে **২৪.০২.২০২৬** তারিখে, তবে উক্ত আদেশটি **১০.০৩.২০২৬** তারিখে পাওয়া গিয়েছিল।

শ্রী গোপাল চন্দ্র পাড়িয়ার পাওনাদারদের এতদ্বারা আহ্বান জানানো হচ্ছে যে, তাঁরা যেন **২৬.০৩.২০২৬** তারিখ বা তার পূর্বে (সর্বজনীন বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে সাত দিনের মধ্যে) প্রমাণসহ তাঁদের দাবি নিম্নলিখিত ঠিকানায় দেউলিয়া ট্রাস্টির কাছে জমা দেন

ঠিকানা : **রিসার্জেন্ট রেজোলিউশন প্রফেশনাল এলএলপি,** ২/৬, শরৎ বোস রোড, সেন্ট্রাল প্লাজা, ৮ম তল, রুম নং ৭০৮, কলকাতা ৭০০০২০।

ইমেল আইডি : umeshpadiabankruptcy26@gmail.com

পাওনাদারদের দাবি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ হবে ২৬.০৩.২০২৬। পাওনাদারগণ উপরে উল্লিখিত ইমেল আইডিতে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে, বা হাতে হাতে, রেজিস্টার্ড পোস্ট, স্পিড পোস্ট বা কুরিয়ারের মাধ্যমে উপরে উল্লিখিত ঠিকানায় তাদের দাবি জমা দিতে পারেন।

দেউলিয়া ট্রাস্টির অতিরিক্ত বিবরণ :

নাম - **প্রতিম বায়াল**

রেজি. নং-**IBBI/IPA-003/IP-N00213/2018-2019/12385**

ঠিকানা : রিসার্জেন্ট রেজোলিউশন প্রফেশনাল এলএলপি - রিসার্জেন্ট রেজোলিউশন প্রফেশনাল এলএলপি, ২/৬, শরৎ বোস রোড, সেন্ট্রাল প্লাজা, ৮ম তল, রুম নং ৭০৮, কলকাতা - ৭০০২০।

দ্রষ্টব্য : প্রমাণসহ মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর দাবি দাখিল করলে ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্কারাপসি কোড, ২০১৬ এবং অন্য কোনো প্রযোজ্য আইন অনুযায়ী জরিমানা বা কারাদণ্ড হতে পারে।
তারিখ ও স্থান : ১৯.০৩.২০২৬, নিউ দিল্লি।

'দল বললেই কাজ করতে হবে নাকি?'

ক্ষুব্ধ চুঁচুড়ার তৃণমূলের বিদায়ী বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: নিজেকে 'চুনোপুটি' লোক বলে উল্লেখ চুঁচুড়ার বিদায়ী বিধায়ক তৃণমূলের অসিত মজুমদারের। এমনকি, আক্ষেপের সুরে বলেছেন, 'আর তিনি রাজনীতি করবেন না।' টিকিট না পেয়ে বেজায় চটেছেন তিনি। কারণ, তাঁর মন ভেঙে গিয়েছে। দলের উপর অভিমান করে তিনি বলেছেন, 'এরপর থেকে ফের ওকালতি শুরু করবেন। দরকারে বই পড়বেন, কিন্তু রাজনীতি আর নয়।'

টানা তিন বারের বিধায়ক এই অসিত। ২০১১ সালে যখন বামফ্রন্টের রাজত্ব, সেই সময় চুঁচুড়া থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হয়ে প্রথমবার জয় লাভ করেন তিনি। তবে, আজ দলের সুদিন। কিন্তু ২০২৬ বিধানসভা ভোটে প্রার্থী করা হয়নি এই অসিতকে। সেখানে প্রার্থী হয়েছেন, দেবাংশু ভট্টাচার্য। সাংবাদিকরা টিকিট না পাওয়া নিয়ে অসিতকে প্রশ্ন করেন, সুপ্রিমো কি এই নিয়ে অসিতের সঙ্গে কথা বলেছেন? তিনবারের বিধায়ক বলেন, 'অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সর্বময় নেত্রী। যেখানে আমরা তো চুনোপুটি লোক, তাহলে আমাদের সঙ্গে কেন কথা বলবে? আমি মনে করেছি খ‌মতি নেই, ওরা মনে করেছে আমার খ‌মতি আছে। না হলে তিনবার আমাকে দিল, এবার দিল না কেন? দলের লোকেরা আমায় ভালবাসে, তাই ওঁদের মন ভেঙে গেছে। আসলে এটা আবেগ। আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে। তিনবার আমায় টিকিট দিয়েছে, এখন মনে করেছে দেবাংশু ভালো হবে, তাই দিয়েছে। ধন্যবাদ জানালাম দলকে।' এবার কী করে সময় কাটবে? উত্তরে অসিত বলেন, 'বই আছে, ক্লাব আছে, বই পড়ে সময় কাটাব। একদম তো বেকার হয়ে যাইনি, আবার দরকার বলে ওকালতি শুরু করব। উকিলের ডিগ্রি আছে। বার কাউন্সিলের সার্টিফিকেট আছে আবার কোর্টে যাব। তবে রাজনীতি আর করব না। রাজনীতি থেকে বিশ্রাম নিলাম।' সাংবাদিকরা এরপর তাঁকে প্রশ্ন করেন, দলের হয়ে কাজ করবেন কি না? সঙ্গে-সঙ্গে তিনি বলেন, 'দল কাজ করতে বললেই করতে হবে নাকি? আমি ঠ্যাকা নিয়েছি নাকি। আমি চাকর নাকি?' তবে অন্য দলে যাচ্ছেন কি না সে বিষয়ে অসিত মজুমদার বলেন, 'এখনো ভেবে দেখিনি। তবে আমারও দলের একটা পরিবার আছে। তাদের সঙ্গে আলোচনা করব। এরপর ভেবে দেখব কি করা যায়।'

মন্তেশ্বরে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে ধৃত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, মন্তেশ্বর: মঙ্গলবার রাজ্য জুড়ে আসন্ন বিধানসভার নির্বাচনের তৃণমূলের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করা হয়। সেখানে মন্তেশ্বর বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূলের প্রার্থী করা হয় সিদ্দিকুল্লা চৌধুরীকে। সিদ্দিকুল্লা চৌধুরীকে প্রার্থী হিসেবে নাম ঘোষণা করার পরেই মন্তেশ্বরে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে যায়। বচসা থেকে হাতাহাতি শুরু হলে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা পৌঁছে লাঠি চার্জ করে দুই গোষ্ঠীর সমর্থকদের ছত্রভঙ্গ করে। ঘটনায় আহত হয় এক তৃণমূল সমর্থক। তাঁকে পুলিশ উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করে। পাশাপাশি এই ঘটনায় দুইজন তৃণমূল কর্মীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। মন্তেশ্বরের দীর্ঘনগরে সংঘর্ষের ঘটনায় মন্তেশ্বর থানার পুলিশ সুকুর আলি শেখ, ওনাস মল্লিক নামের দুই জনকে গ্রেপ্তার করে কালনা আদালতে পেশ করা হলে বিচারক তাদের ৫দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন।

মতুয়া মেলা উপলক্ষে ঠাকুরনগর ঠাকুরবাড়িতে আসবেন রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঠাকুরনগর: মতুয়া মেলা উপলক্ষে শুক্রবার ঠাকুরনগর ঠাকুরবাড়িতে আসবেন রাজ্যপাল। আগামী ২০ মার্চ উত্তর ২৪ পরগণার ঠাকুরনগর ঠাকুরবাড়িতে মতুয়া ধর্ম মহামেলা উপলক্ষে আসছেন রাজ্যের রাজ্যপাল এন কে রবি। ঠাকুরবাড়ি সূত্রে খবর, এদিন তিনি ঠাকুর বাড়ি পরিদর্শনে পাশাপাশি পুজো দিতে পারেন। শান্তনু ঠাকুরের অল ইন্ডিয়া মহাসংঘের সাধারণ সম্পাদক সুখেন্দ্রনাথ গাইন বলেন, মতুয়া মেলা উপলক্ষে তারা আগেই রাষ্ট্রপতিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কিন্তু ভিড়ে তাঁর নিরাপত্তার কথা ভেবে তাঁকে আনতে পারিনি। পাশাপাশি রাজ্যের বিরোধী দলনেতা ও রাজ্যপালে আসতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। রাজ্যপাল তাদের আশ্বাস দিয়েছেন আগামী ২০ তারিখ দুপুর ৩ টে তে ঠাকুরবাড়িতে আসবেন।

কেশোরাম ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

CIN : L17119WB1919PLC003429
রেজি. এবং কর্পোরেট অফিস : ৯/১, আর. এন. মুখার্জি রোড, কলকাতা-৭০০ ০০১
ফোন ০৩৩-২২৪৩ ৫৪৫৩ ইমেল : corporate@kesoram.com
ওয়েবসাইট : www.kesocorp.com

শেয়ার হস্তান্তরের অনুরোধ নথিভুক্তি / পুনরায় নথিভুক্তির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা

৩০ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখের সেবি সার্কুলার নং HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/I/3750/2026 অনুসারে, কোম্পানি শেয়ার হস্তান্তর অনুরোধের নতুন দাখিল/পুনঃদাখিলের জন্য একটি বিশেষ ব্যবস্থা করা করেছে। এই বিশেষ ব্যবস্থাটি ৫ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ থেকে খোলা হয়েছে এবং ৪ ফেব্রুয়ারী, ২০২৭ পর্যন্ত খোলা থাকবে। এটি শুধুমাত্র সেইসব হস্তান্তর অনুরোধের জন্য প্রযোজ্য যেখানে শেয়ার হস্তান্তর দলিল ১ এপ্রিল, ২০১৯-এর আগে সম্পাদিত হয়েছিল, তা ১ এপ্রিল, ২০১৯-এর আগে দাখিল করা হয়েছিল কি না তা নির্বিশেষে, এবং মূল নিরাপত্তা শংসাপত্রটি উপলব্ধ আছে।
যোগ্য শেয়ারহোল্ডারগণ মূল সিকিউরিটি সার্টিফিকেট এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সহ তাদের হস্তান্তরের আবেদনপত্র কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ)-এমসিএস শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট লিমিটেড (ইউনিট : কেশোরাম ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড), ৩৮৩ লেক গার্ডেন, ২য় তল, কলকাতা-৭০০০৪৫, ফোন নং ০৩৩-৪০৭২৪০৫১-৫২-তে জমা দিতে পারেন।
নিম্নলিখিত বিষয়গুলি এই বিশেষ ব্যবস্থার আওতায় বিবেচনা করা হবে না :
- হস্তান্তরকারী এবং গ্রহীতার মধ্যে বিরোধ সংক্রান্ত মামলা; এবং
- যে সকল সিকিউরিটিজ ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড (আইইপিএফ)-এ হস্তান্তর করা হয়েছে।

অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, এই শেয়ারগুলি বাধ্যতামূলকভাবে শুধুমাত্র ডিম্যাট মোডে হস্তান্তরগ্রহীতার অ্যাকাউন্টে জমা করা হবে এবং হস্তান্তরের নিবন্ধনের তারিখ থেকে এক বছরের জন্য লক-ইন-এর অধীনে থাকবে। উক্ত লক-ইন সময়কালে এই সিকিউরিটিজগুলি হস্তান্তর/লিয়েন-মার্ক/বন্ধক রাখা যাবে না।

কেশোরাম ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
স্নেহা শাউ
কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৮ মার্চ, ২০২৬

খণ্ডঘোষে তৃণমূলের প্রার্থী ঘোষণায় বিক্ষোভ

দল ছাড়ার ইঙ্গিত ব্লক সভাপতির!

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বিধানসভা নির্বাচনের মুখে পূর্ব বর্ধমান জেলার খণ্ডঘোষে তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরে তীব্র অস্থিরতা তৈরি হয়েছে। দলীয় প্রার্থী তালিকা ঘোষণা হতেই ব্লক জুড়ে ক্ষোভের বিস্ফোরণ ঘটে। পুনরায় নবীনচন্দ্র বাগকে প্রার্থী ঘোষণা না করাকে কেন্দ্র করে এই অসন্তোষ ক্রমশ সংগঠিত বিক্ষোভের রূপ নেয়। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রার্থী ঘোষণার পর থেকেই স্থানীয় স্তরের নেতৃত্ব ও কর্মীদের একাংশ নিজেদের ক্ষোভ প্রকাশ করতে শুরু করেন। পরিস্থিতি এতটাই জটিল আকার নেয় যে খণ্ডঘোষ ব্লক তৃণমূল সভাপতি মহম্মদ অপার্থিব ইসলাম প্রকাশ্যেই দলের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সরব হন। তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানান, এই সিদ্ধান্তে তিনি গভীরভাবে মর্মাহত এবং প্রয়োজনে দলীয় সমস্ত দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়াতেও পিছপা হবেন না, ইতিমধ্যেই সমস্ত কর্মকান্ড থেকে বিরোধী চেয়েছেন ব্লক সভাপতি অপার্থিব ইসলাম। তাঁর এই মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে।

ক্ষোভের সুর শুধু ব্লক সভাপতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ বিশ্বনাথ রায়, খণ্ডঘোষ পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ অনাবিল ইসলাম-সহ একাধিক পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ, বিভিন্ন অঞ্চলের পঞ্চায়েত প্রধান ও উপপ্রধানরাও প্রকাশ্যে অসন্তোষ জানিয়েছেন। তাঁদের অভিযোগ, স্থানীয় সংগঠনের মতামতকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে উপরমহল থেকে প্রার্থী চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। এদিন বহু তৃণমূল কর্মী ও সমর্থক একত্রিত হয়ে ঘোষিত প্রার্থীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখান। 'প্রার্থী মানি না' স্লোগানে সরব হয়ে ওঠে খণ্ডঘোষের, বাদুলিয়া দলীয় কার্যালয় এলাকা। ক্ষুব্ধ কর্মীদের একাংশের বক্তব্য, '২০১১ সালে সিপিআইএমের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে যিনি মার খেয়েছেন, প্রায় এক বছর ঘরছাড়া ছিলেন, সেই অপার্থিব ইসলামই খণ্ডঘোষে তৃণমূলকে সংগঠিত করেছিলেন। অথচ আজ তাঁকেই মূল্যায়ণ করল না দল।' এই মন্তব্যে দলের অন্দরের দীর্ঘদিনের ক্ষোভ প্রকাশ্যে চলে এসেছে বলে মনে করা হচ্ছে। অন্যদিকে, প্রার্থী নবীনচন্দ্র বাগের বিরুদ্ধেও একাধিক অভিযোগ সামনে আনেন বিক্ষুব্ধ নেতৃত্বরা। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ বিশ্বনাথ রায়, পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ অনাবিল ইসলাম এবং অন্যান্য অঞ্চল নেতৃত্বরা প্রার্থীর ভূমিকা ও গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। যদিও এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে নবীনচন্দ্র বাগের প্রতিক্রিয়া এখনও পাওয়া যায়নি। খণ্ডঘোষে তৃণমূলের অন্দরে যে গভীর অসন্তোষ তৈরি হয়েছে, তা আগামী নির্বাচনে বড় প্রভাব ফেলতে পারে বলেই মনে করা হচ্ছে। এখন দেখার, দলীয় শীর্ষ নেতৃত্ব এই সংকট কীভাবে সামাল দেয় এবং প্রার্থী নির্বাচন নিয়ে কোনও পুনর্বিবেচনার পথে হাঁটে কি না। ৬ জন অঞ্চল সভাপতি সহ ছয়জন প্রধান এবং উপপ্রধান সমস্ত কর্ম থেকে বিরতি থাকার হুঁশিয়ারি দেন।

হাওড়ায় থ্রি ইন ওয়ান দুই নতুন প্রার্থী নিয়ে চর্চা

নিজস্ব প্রতিবেদন, উলুবেড়িয়া: বিধানসভা নির্বাচনের জন্য ইতিমধ্যেই প্রার্থী ঘোষণা করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। বিজেপি ও বামেরা ও বেশ কয়েকটি আসনে প্রার্থী দিয়েছে। গ্রামীণ হাওড়ায় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী তালিকায় তিন নতুন মুখ। উলুবেড়িয়া পূর্ব কেন্দ্রে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, উলুবেড়িয়া উত্তর কেন্দ্রে বিমল দাস ও শ্যামপুর কেন্দ্রে নদেবাসী জানা এবারের প্রার্থী হয়েছেন। এদের মধ্যে বিমল দাস ও নদেবাসী জানা এই মুহূর্তে এক ব্যক্তি তিন তকমা সম্বলিত প্রার্থী হিসাবে কাজ করছেন। জানা গিয়েছে, উলুবেড়িয়া উত্তর কেন্দ্রের প্রার্থী বিমল দাস, উলুবেড়িয়া উত্তর কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি, হাওড়া জেলা পরিষদের কৃষি ও সেচ বিভাগের কর্মাধ্যক্ষ এবং বিধায়ক পদ প্রার্থী। এছাড়া শ্যামপুর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস থেকে বিধায়ক পদ প্রার্থী নদেবাসী জানা শ্যামপুর কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি এবং শ্যামপুর দুই পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি রয়েছেন। এই নিরিখে এই দুই প্রার্থী একদিকে বিধায়ক হবার জন্য যেমন এই মুহূর্তে প্রচার করতে হবে, তেমনি দলীয় সংগঠনগুলোকে ও নজরে রাখতে হবে। কারণ দুই জনেই নতুন প্রার্থী হওয়ায় অন্য দাবিদারদের ক্ষোভ বিক্ষোভ থাকবে। সেটিই সামলাতে হবে। পাশাপাশি প্রশাসনিকভাবে বিমল বাবুকে জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষের কাজটি ও দেখতে তেমনি নদে বাসী বাবুকে শ্যামপুর দুই পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতির কাজ সামলাতে হবে। তাই একদিকে বিধায়ক পদ প্রার্থী অন্যদিকে, প্রশাসনিক পদ এবং দলীয় পদ এই তিন তকমা রয়েছে নতুন এই দুই প্রার্থীর ক্ষেত্রে। একথা বলাই যায়। যদিও এই বিষয়টি নিয়ে দুই জনেই একই সুরে 'সমস্যা হবে না' বলে ছোট প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন।

ফর্ম নং ৩
[দ্রষ্টব্য রেগুলেশন ১৩(১)(এ)]
ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল শিলিগুড়ি
৩য় তল, পিসিএম টাওয়ার, সেকেন্ড মাইল
সেবক রোড, শিলিগুড়ি - ৭৩৪০০১, পশ্চিমবঙ্গ

কেস নং : ওএ/১৯৮/২০২৫
উক্ত আইনের ধারা ১৯-এর উপধারা (৪) এবং তৎসহ পঠিত ১৯৯৩ সালের ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল (প্রসিডিউর) রুলসের রুল ৫ এর সাব-রুল (২এ) অধীনে সমন
এক্স. নং : ৩৩৩৯
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
বনাম
এইচ. এম. হার্ডওয়্যার
স্বত্বাধিকারী হাসানুর জামান শেখ
প্রতি
(১) এইচ. এম. হার্ডওয়্যার, স্বত্বাধিকারী হাসানুর জামান শেখ, পিতা সফিউর রহমান শেখ, অফিস গ্রাম এবং পো. উদয় চাঁদপুর, থানা - বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২১৩৬।
(২) হাসানুর জামান শেখ, পিতা সফিউর রহমান শেখ ওরফে সফিউর রহমান শেখ, ঠিকানা গ্রাম এবং পো. উদয় চাঁদপুর, মহালান্ডি - ২ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, পো - জীবন্তী, থানা - কান্দি, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২১৩৬।
(৩) সফিউর রহমান বা সফিউর রহমান শেখ, পিতা এহসান শেখ, ঠিকানা গ্রাম এবং পো. উদয় চাঁদপুর, মহালান্ডি - ২ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, পো - জীবন্তী, থানা - কান্দি, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২১৩৬।
(৪) ইকবাল হোসেন, পিতা সফিউর রহমান শেখ ওরফে সফিউর রহমান শেখ, ঠিকানা গ্রাম এবং পো. উদয় চাঁদপুর, মহালান্ডি - ২ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, পো - জীবন্তী, থানা - কান্দি, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২১৩৬।

যেহেতু, **ওএ/১৯৮/২০২৫, ২৭.০১.২০২৬** তারিখে মাননীয় প্রিসাইডিং অফিসার/রেজিস্ট্রার-এর নিকট তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল।
যেহেতু মাননীয় ট্রাইব্যুনাল আইনের ধারা ১৯(৪) এর অধীনে উক্ত আবেদনের উপর সমন/নোটিস জারি করছেন, (ওএ) আপনাদের বিরুদ্ধে **১,০৩,৩৬,২১০.০০ টাকা** (নথিপত্রের অনুলিপি সহ আবেদনপত্র সংযুক্ত করা হয়েছে) ঋণ পুনরুদ্ধারের জন্য দায়ের করা হয়েছে।
আইনের ১৯ ধারার উপ-ধারা (৪) অনুসারে, আপনাদের, বিবাদীগণকে নিম্নরূপ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে :-
(ক) সমন জারির ত্রিশ দিনের মধ্যে কারণ দর্শানোর জন্য কেন আবেদন মঞ্জুর করা হবে না;
(খ) মূল আবেদনের ক্রম ৩এ-তে উল্লিখিত নির্ধারিত সম্পত্তি সমূহ এবং সম্পদ ব্যতীত অন্যান্য সম্পত্তিসমূহ বা সম্পদের বিস্তারিত জানান।
(গ) আপনাদের সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পদ এবং অন্যান্য সম্পদ এবং সংশ্লিষ্ট সম্পত্তিসমূহ যা ক্রম নং ৩এ তে উল্লিখিত মূল দরখাস্তে, শুনানি স্থগিত আছে এবং সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি বিক্রির বিষয়টি আবেদন সংযুক্ত হিসেবে স্থগিত আছে,
(ঘ) আপনারা কোনওভাবেই বিক্রয়, ইজারা বা অন্যভাবে সাধারণ ব্যবসায়িক কাজকর্ম ব্যতীত সংশ্লিষ্ট সম্পদ যা জামিনদত্ত এবং/বা অন্যান্য সম্পদ এবং সম্পত্তি ক্রম ৩এ তে উল্লিখিত মূল ট্রাইব্যুনালের নিকট পূর্ব অনুমতি ব্যতীত সম্পাদন করা থেকে বিরত থাকবেন।
(ঙ) আপনারা সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে বিক্রয় মাধ্যমে যেমন জামিনদত্ত সম্পত্তি এবং অন্যান্য সম্পদ এবং সম্পত্তি সমূহ সাধারণ ব্যবসায়িক কাজকর্ম ব্যতীত এবং আমানত যেমন বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন সংশ্লিষ্ট আদায়ের ক্ষেত্রে হিসেব রক্ষণাবেক্ষণ ব্যাঙ্কের সহিত অথবা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সহিত জামিনদত্ত সম্পদের বিষয়ে।
আবেদনকারীকে দেওয়া একটি অনুলিপি সহ লিখিত বিবৃতি দাখিল করতে এবং **২৬.০৩.২০২৬** তারিখে **সকাল ১০.৩০টায় রেজিস্ট্রারের** কাছে উপস্থিত হওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ব্যর্থ হলে আপনার অনুপস্থিতিতে আবেদনের শুনানি ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।
স্বহস্তে ট্রাইব্যুনালের সিলমোহর প্রদত্ত তারিখ : ২৭.০২.২০২৬।
স্বা/- অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার
ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল
শিলিগুড়ি

ফর্ম নং ৩
[দ্রষ্টব্য রেগুলেশন ১৩(১)(এ)]
ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল শিলিগুড়ি
৩য় তল, পিসিএম টাওয়ার, সেকেন্ড মাইল
সেবক রোড, শিলিগুড়ি - ৭৩৪০০১ (পশ্চিমবঙ্গ)

কেস নং : ওএ/২২৪/২০২৫
উক্ত আইনের ধারা ১৯-এর উপধারা (৪) এবং তৎসহ পঠিত ১৯৯৩ সালের ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল (প্রসিডিউর) রুলসের রুল ৫ এর সাব-রুল (২এ) অধীনে সমন
এক্স. নং : ৩৩৩০
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
বনাম
আজারুল হক ওরফে আজারুল হক এবং অন্যান্য
প্রতি
(১) আজারুল হক ওরফে আজারুল হক, পিতা নজরুল হক, ঠিকানা গ্রাম - পোপারা, পো. এবং থানা - সাগরদিঘি, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২২২৬।
(২) জেসমিন বিবি, স্বামী আজারুল হক, ঠিকানা গ্রাম - পোপারা, পো. এবং থানা - সাগরদিঘি, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২২২৬।

সমন
যেহেতু, **ওএ/২২৪/২০২৫, ১৯.০১.২০২৬** তারিখে মাননীয় প্রিসাইডিং অফিসার/রেজিস্ট্রার-এর নিকট তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল।
যেহেতু মাননীয় ট্রাইব্যুনাল আইনের ধারা ১৯(৪) এর অধীনে উক্ত আবেদনের উপর সমন/নোটিস জারি করছেন, (ওএ) আপনাদের বিরুদ্ধে **৫৭,৪১,৬১৬.০০ টাকা** (নথিপত্রের অনুলিপি সহ আবেদনপত্র সংযুক্ত করা হয়েছে) ঋণ পুনরুদ্ধারের জন্য দায়ের করা হয়েছে।
আইনের ১৯ ধারার উপ-ধারা (৪) অনুসারে, আপনাদের, বিবাদীগণকে নিম্নরূপ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে :-
(ক) সমন জারির ত্রিশ দিনের মধ্যে কারণ দর্শানোর জন্য কেন আবেদন মঞ্জুর করা হবে না;
(খ) মূল আবেদনের ক্রম ৩এ-তে উল্লিখিত নির্ধারিত সম্পত্তি সমূহ এবং সম্পদ ব্যতীত অন্যান্য সম্পত্তিসমূহ বা সম্পদের বিস্তারিত জানান।
(গ) আপনাদের সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পদ এবং অন্যান্য সম্পদ এবং সংশ্লিষ্ট সম্পত্তিসমূহ যা ক্রম নং ৩এ তে উল্লিখিত মূল দরখাস্তে, শুনানি স্থগিত আছে এবং সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি বিক্রির বিষয়টি আবেদন সংযুক্ত হিসেবে স্থগিত আছে,
(ঘ) আপনারা কোনওভাবেই বিক্রয়, ইজারা বা অন্যভাবে সাধারণ ব্যবসায়িক কাজকর্ম ব্যতীত সংশ্লিষ্ট সম্পদ যা জামিনদত্ত এবং/বা অন্যান্য সম্পদ এবং সম্পত্তি ক্রম ৩এ তে উল্লিখিত মূল ট্রাইব্যুনালের নিকট পূর্ব অনুমতি ব্যতীত সম্পাদন করা থেকে বিরত থাকবেন।
(ঙ) আপনারা সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে বিক্রয় মাধ্যমে যেমন জামিনদত্ত সম্পত্তি এবং অন্যান্য সম্পদ এবং সম্পত্তি সমূহ সাধারণ ব্যবসায়িক কাজকর্ম ব্যতীত এবং আমানত যেমন বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন সংশ্লিষ্ট আদায়ের ক্ষেত্রে হিসেব রক্ষণাবেক্ষণ ব্যাঙ্কের সহিত অথবা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সহিত জামিনদত্ত সম্পদের বিষয়ে।
আবেদনকারীকে দেওয়া একটি অনুলিপি সহ লিখিত বিবৃতি দাখিল করতে এবং **২৬.০৩.২০২৬** তারিখে **সকাল ১০.৩০টায় রেজিস্ট্রারের** কাছে উপস্থিত হওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ব্যর্থ হলে আপনার অনুপস্থিতিতে আবেদনের শুনানি ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।
স্বহস্তে ট্রাইব্যুনালের সিলমোহর প্রদত্ত তারিখ : ২৫.০২.২০২৬।
স্বা/- অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার
ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল
শিলিগুড়ি

ফর্ম নং ৩
[দ্রষ্টব্য রেগুলেশন ১৩(১)(এ)]
ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল শিলিগুড়ি
৩য় তল, পিসিএম টাওয়ার, সেকেন্ড মাইল
সেবক রোড, শিলিগুড়ি - ৭৩৪০০১, পশ্চিমবঙ্গ

কেস নং : ওএ/২০৩/২০২৫
উক্ত আইনের ধারা ১৯-এর উপধারা (৪) এবং তৎসহ পঠিত ১৯৯৩ সালের ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল (প্রসিডিউর) রুলসের রুল ৫ এর সাব-রুল (২এ) অধীনে সমন
এক্স. নং : ৩৩৪৫
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
বনাম
মহ. বনি ইয়ামিন
স্বত্বাধিকারী বি অ্যান্ড ওয়াই এন্টারপ্রাইজ এবং অন্যান্য
প্রতি
(১) মহ. বনি ইয়ামিন, স্বত্বাধিকারী বি অ্যান্ড ওয়াই এন্টারপ্রাইজ, পিতা মহ. কামরুজ্জামান, বেলডাঙ্গা, উত্তরপাড়া, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪২১৩৩।
(২) বি অ্যান্ড ওয়াই এন্টারপ্রাইজ, স্বত্বাধিকারী মহ. বনি ইয়ামিন, পিতা মহ. কামরুজ্জামান, ১৬৩, উত্তরপাড়া, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পব, পিন - ৭৪২১৩৩।

সমন
যেহেতু, **ওএ/২০৩/২০২৫, ০৩.০২.২০২৬** তারিখে মাননীয় প্রিসাইডিং অফিসার/রেজিস্ট্রার-এর নিকট তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল।
যেহেতু মাননীয় ট্রাইব্যুনাল আইনের ধারা ১৯(৪) এর অধীনে উক্ত আবেদনের উপর সমন/নোটিস জারি করছেন, (ওএ) আপনাদের বিরুদ্ধে **২৬,৭৬,৭২৬.০০ টাকা** (নথিপত্রের অনুলিপি সহ আবেদনপত্র সংযুক্ত করা হয়েছে) ঋণ পুনরুদ্ধারের জন্য দায়ের করা হয়েছে।
আইনের ১৯ ধারার উপ-ধারা (৪) অনুসারে, আপনাদের, বিবাদীগণকে নিম্নরূপ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে :-
(ক) সমন জারির ত্রিশ দিনের মধ্যে কারণ দর্শানোর জন্য কেন আবেদন মঞ্জুর করা হবে না;
(খ) মূল আবেদনের ক্রম ৩এ-তে উল্লিখিত নির্ধারিত সম্পত্তি সমূহ এবং সম্পদ ব্যতীত অন্যান্য সম্পত্তিসমূহ বা সম্পদের বিস্তারিত জানান।
(গ) আপনাদের সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পদ এবং অন্যান্য সম্পদ এবং সংশ্লিষ্ট সম্পত্তিসমূহ যা ক্রম নং ৩এ তে উল্লিখিত মূল দরখাস্তে, শুনানি স্থগিত আছে এবং সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি বিক্রির বিষয়টি আবেদন সংযুক্ত হিসেবে স্থগিত আছে,
(ঘ) আপনারা কোনওভাবেই বিক্রয়, ইজারা বা অন্যভাবে সাধারণ ব্যবসায়িক কাজকর্ম ব্যতীত সংশ্লিষ্ট সম্পদ যা জামিনদত্ত এবং/বা অন্যান্য সম্পদ এবং সম্পত্তি ক্রম ৩এ তে উল্লিখিত মূল ট্রাইব্যুনালের নিকট পূর্ব অনুমতি ব্যতীত সম্পাদন করা থেকে বিরত থাকবেন।
(ঙ) আপনারা সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে বিক্রয় মাধ্যমে যেমন জামিনদত্ত সম্পত্তি এবং অন্যান্য সম্পদ এবং সম্পত্তি সমূহ সাধারণ ব্যবসায়িক কাজকর্ম ব্যতীত এবং আমানত যেমন বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন সংশ্লিষ্ট আদায়ের ক্ষেত্রে হিসেব রক্ষণাবেক্ষণ ব্যাঙ্কের সহিত অথবা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সহিত জামিনদত্ত সম্পদের বিষয়ে।
আবেদনকারীকে দেওয়া একটি অনুলিপি সহ লিখিত বিবৃতি দাখিল করতে এবং **২৬.০৩.২০২৬** তারিখে **সকাল ১০.৩০টায় রেজিস্ট্রারের** কাছে উপস্থিত হওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ব্যর্থ হলে আপনার অনুপস্থিতিতে আবেদনের শুনানি ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।
স্বহস্তে ট্রাইব্যুনালের সিলমোহর প্রদত্ত তারিখ : ০৫.০৩.২০২৬।
স্বা/- রেজিস্ট্রার
ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল
শিলিগুড়ি

ফর্ম নং ৩
[দ্রষ্টব্য রেগুলেশন ১৩(১)(এ)]
ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল শিলিগুড়ি
৩য় তল, পিসিএম টাওয়ার, সেকেন্ড মাইল
সেবক রোড, শিলিগুড়ি - ৭৩৪০০১, পশ্চিমবঙ্গ

কেস নং : ওএ/২২৩/২০২৫
উক্ত আইনের ধারা ১৯-এর উপধারা (৪) এবং তৎসহ পঠিত ১৯৯৩ সালের ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল (প্রসিডিউর) রুলসের রুল ৫ এর সাব-রুল (২এ) অধীনে সমন
এক্স. নং : ৩৩৩১
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
বনাম
জেসমিন বিবি এবং অন্যান্য
প্রতি
(১) জেসমিন বিবি, স্বামী আজারুল হক, ঠিকানা গ্রাম - পোপারা, পো. এবং থানা - সাগরদিঘি, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২২২৬।
(২) আজারুল হক ওরফে আজারুল হক, পিতা নজরুল হক, ঠিকানা গ্রাম - পোপারা, পো. এবং থানা - সাগরদিঘি, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২২২৬।

সমন
যেহেতু, **ওএ/২২৩/২০২৫, ১৯.০১.২০২৬** তারিখে মাননীয় প্রিসাইডিং অফিসার/রেজিস্ট্রার-এর নিকট তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল।
যেহেতু মাননীয় ট্রাইব্যুনাল আইনের ধারা ১৯(৪) এর অধীনে উক্ত আবেদনের উপর সমন/নোটিস জারি করছেন, (ওএ) আপনাদের বিরুদ্ধে **৩৮,৬৯,৭৩৪.০০ টাকা** (নথিপত্রের অনুলিপি সহ আবেদনপত্র সংযুক্ত করা হয়েছে) ঋণ পুনরুদ্ধারের জন্য দায়ের করা হয়েছে।
আইনের ১৯ ধারার উপ-ধারা (৪) অনুসারে, আপনাদের, বিবাদীগণকে নিম্নরূপ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে :-
(ক) সমন জারির ত্রিশ দিনের মধ্যে কারণ দর্শানোর জন্য কেন আবেদন মঞ্জুর করা হবে না;
(খ) মূল আবেদনের ক্রম ৩এ-তে উল্লিখিত নির্ধারিত সম্পত্তি সমূহ এবং সম্পদ ব্যতীত অন্যান্য সম্পত্তিসমূহ বা সম্পদের বিস্তারিত জানান।
(গ) আপনাদের সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পদ এবং অন্যান্য সম্পদ এবং সংশ্লিষ্ট সম্পত্তিসমূহ যা ক্রম নং ৩এ তে উল্লিখিত মূল দরখাস্তে, শুনানি স্থগিত আছে এবং সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি বিক্রির বিষয়টি আবেদন সংযুক্ত হিসেবে স্থগিত আছে,
(ঘ) আপনারা কোনওভাবেই বিক্রয়, ইজারা বা অন্যভাবে সাধারণ ব্যবসায়িক কাজকর্ম ব্যতীত সংশ্লিষ্ট সম্পদ যা জামিনদত্ত এবং/বা অন্যান্য সম্পদ এবং সম্পত্তি ক্রম ৩এ তে উল্লিখিত মূল ট্রাইব্যুনালের নিকট পূর্ব অনুমতি ব্যতীত সম্পাদন করা থেকে বিরত থাকবেন।
(ঙ) আপনারা সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে বিক্রয় মাধ্যমে যেমন জামিনদত্ত সম্পত্তি এবং অন্যান্য সম্পদ এবং সম্পত্তি সমূহ সাধারণ ব্যবসায়িক কাজকর্ম ব্যতীত এবং আমানত যেমন বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন সংশ্লিষ্ট আদায়ের ক্ষেত্রে হিসেব রক্ষণাবেক্ষণ ব্যাঙ্কের সহিত অথবা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সহিত জামিনদত্ত সম্পদের বিষয়ে।
আবেদনকারীকে দেওয়া একটি অনুলিপি সহ লিখিত বিবৃতি দাখিল করতে এবং **২৬.০৩.২০২৬** তারিখে **সকাল ১০.৩০টায় রেজিস্ট্রারের** কাছে উপস্থিত হওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ব্যর্থ হলে আপনার অনুপস্থিতিতে আবেদনের শুনানি ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।
স্বহস্তে ট্রাইব্যুনালের সিলমোহর প্রদত্ত তারিখ : ২৫.০২.২০২৬।
স্বা/- অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার
ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল
শিলিগুড়ি

NOTICE

Schedule of upcoming Investor Awareness Program(s) (IAP) for Women

Axis Mutual Fund conducts various IAP with a view to educate and create awareness amongst the investors about the Mutual Funds.

In this regard, please see below details of upcoming IAP:

Date of Event	Mode of Participation (Physical / Online)	Time From	Time To	Address / Link for joining webinar
21-03-2026	Physical	4:00 PM	5:30 PM	Shohaag Boutique Store 37, Purna Das Rd, Triangular Park, Lake Terrace, Gariahat, Kolkata, West Bengal 700029

For any queries/ clarifications please contact : Avijit Saha - 7059823468

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

AXIS MUTUAL FUND

One Lodha Place, 22nd & 23rd Floor, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai, Maharashtra, Pin Code - 400 013, India.
TEL : (022) 6649 6100, **EMAIL :** customerservice@axismf.com, **WEBSITE :** www.axismf.com.

AXIS BANK
অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.
অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি. এ.সি. মার্কেট বিল্ডিং, ১ শেক্সপীয়র সরণি, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০৭১

(২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮(১) সহিত পঠিত পরিশিষ্ট IV অনুযায়ী)

দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর অনুমোদিত অফিসার স্বরূপ সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস রুল ৩ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে উক্ত নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে চুক্তির হার অনুযায়ী সুদ, জরিমানা সুদ, চার্জ, শুল্ক ইত্যাদি সহ ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির নিম্নোক্ত তারিখ অনুযায়ী নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে এবং কোনরূপ লেনদেন অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর নিকট বকেয়া, পরবর্তী সুদ, জরিমানা সুদ, শুল্ক ইত্যাদি নোটিশে উল্লিখিত দাবি নোটিশের তারিখ থেকে আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদায় দিয়ে উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা	ক) তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) দখলের তারিখ (প্রতীকী)
১. মেসার্স ব্রাইট স্টার ফিস সেন্টার এবং ২. আজিজুল ইসলাম গাজি	ক) ৫৭,০০,৪৮৩.২৫ টাকা লোন এ/সি নং 923030014477745, ১৬.০৯.২০২৫ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ০৫.০৫.২০২৫ পর্যন্ত সুদ সহ) বকেয়া খ) ৩০.১০.২০২৫ গ) ১৭.০৩.২০২৬

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ আনুমানিক ৫ ডেসিমেল কমবেশি অবস্থিত মৌজা- থুবা, জেএল নং ৪৭, এলআর খতিয়ান নং ৯২৭৯ (পূর্বতন ১০১৩) এলআর দাগ নং ২৯২৬ এবং ২৯২৬/৪০৩৪, আরও জমির পরিমাপ আনুমানিক ১৭ ডেসিমেল কমবেশি অবস্থিত মৌজা- থুবা, জেএল নং ৪৭, এলআর খতিয়ান নং ১১৬২১ (পূর্বতন ৮৭১৬), হোল্ডিং নং ৮০১, ওয়ার্ড নং ১৬, থানা - হাসনাবাদ, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, টাকি পুরসভা অধীন, তদস্থিত ভবন এবং নির্মাণ।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা	ক) তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) দখলের তারিখ (প্রতীকী)
শ্রী শ্যামল কুমার ঘোষ এবং শ্রী হারাধন ঘোষ	ক) ৩০,৮৮,৮৯৫.৪১ টাকা লোন এ/সি নং 918030056561204, ০১.০৮.২০২৫ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ০৫.০৫.২০২৫ পর্যন্ত সুদ সহ) এবং **৯৯,০০০.৫৩ টাকা** লোন এ/সি নং 918030056561217, ০১.০৮.২০২৫ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ০৫.০৫.২০২৫ পর্যন্ত সুদ সহ) বকেয়া খ) ২৭.০৮.২০২৫ গ) ১৭.০৩.২০২৬

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ আনুমানিক ৪ ডেসিমেল কমবেশি অবস্থিত মৌজা - ঘোঙ্গা, আরএস প্লট নং ৪১৫, এলআর প্লট নং ৪৫৮, এলআর খতিয়ান নং ২৩৭, ২৩৮, ৬৪, জেএল নং ০৩৬, থানা নানুর, এডিএসআর-নানুর, পো -সাওতা, জেলা বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩১৩০১, তদস্থিত ভবন এবং নির্মাণ।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা	ক) তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) দখলের তারিখ (প্রতীকী)
শ্রী অনিল কুমার গুপ্তা এবং শ্রীমতি সুপ্রভা গুপ্তা	ক) ১৫,৪০,৯৬২.৮০ টাকা (পনের লাখ চল্লিশ হাজার নশো বাষট্টি টাকা এবং আশি পয়সা) লোন এ/সি নং PHR021301948175, ১৩.১১.২০২৫ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ১৩.১১.২০২৫ পর্যন্ত সুদ সহ) বকেয়া খ) ১৩.১১.২০২৫ গ) ১৭.০৩.২০২৬

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ আনুমানিক ৪ কাঠা কমবেশি প্লট নং ৫৪৩৭, খতিয়ান নং ৭২০৪, মৌজা- বর্ধমান, জেএল নং ৩০, ওয়ার্ড নং ২৯, মহল্লা - আপতাব এভিনিউ, থানা বর্ধমান, বর্ধমান পুরসভা অধীন, জেলা বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭১৩১০১, তদস্থিত ভবন এবং নির্মাণ।

তারিখ : ১৯.০৩.২০২৬, স্থান : পশ্চিমবঙ্গ — স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.

প্রচারে জনজোয়ার জয়ের প্রমাণ দিচ্ছে

দাবি বসিরহাট উত্তরের তৃণমূল প্রার্থীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: উত্তর 'প্রার্থী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আমি তাদের রিপ্রেজেন্টেটিভ। আমি এই বিধানসভার প্রতিটি বাড়িতে যাব। তাদের সঙ্গে কথা বলব। ভোটপ্রচারের জনজোয়ার দেখেই বুঝতে পারছেন আমরা জিতে গেছি।' প্রথম দিনের প্রচারে এসে এমনটাই দাবি করলেন বসিরহাট উত্তরের তৃণমূলের নতুন প্রার্থী তৌসিফুর রহমান। তিনি এলাকায় নতুন মুখ হলেও প্রথম দিনের প্রচারে তার সঙ্গে এলাকার তৃণমূল কর্মীদের যোগদান দেখে জয়ের গন্ধ পাচ্ছেন তৃণমূল প্রার্থী। মঙ্গলবার বিকেলে নাম ঘোষণা হওয়ার পরেই বুধবার সকাল থেকে কর্মী সমর্থকদের নিয়ে প্রচারের ময়দানে নেমে পড়লেন এবং নিজে হাতে নিজের নামের দেওয়াল লিখলেন বসিরহাট উত্তরের তৃণমূলের প্রার্থী তৌসিফুর রহমান। বসিরহাটে উত্তর বিধানসভার প্রার্থী হিসেবে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের মুখ পাত্রকে পেয়ে খুশি এলাকার তৃণমূল কর্মী সমর্থকেরা। বসিরহাট উত্তরের হাসনাবাদের মুরারিশা চৌমাথা এলাকায় তৌসিফুর রহমান নিজের কর্মী সমর্থকদের নিয়ে ভোটের প্রচারে বেরন এদিন। মিছিল করেন পাশাপাশি মানুষের কাছে গিয়ে তিনি ভোটের আবেদন করেন। নিজের নামের দেওয়াল লিখনে লিখলেন কর্মী সমর্থকদের সাথে নিয়ে। তাকে নিয়ে তৃণমূলের কর্মী সমর্থকদের উল্লাস ছিল চোখে পড়ার মত। তার দাবি, তিনি একশোভাগ জিতবেন।

পাণ্ডবেশ্বরে নির্বাচনী প্রচারে এসে ফের নরেনকে কটাক্ষ জিতেনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভা কেন্দ্রের খোট্টাডিহি এলাকায় বুধবার প্রচার নির্বাচনী প্রচারে এসে একদিকে ইসিএল ও অন্যদিকে পাণ্ডবেশ্বর তৃণমূল প্রার্থী নরেন চক্রবর্তীকে একহাত নিলেন বিজেপি প্রার্থী জিতেন্দ্র তিওয়ারি। একইসঙ্গে ইসিএলের কোয়ার্টার খালি করার নোটিশ ছিড়লেন। ঘটনার ভিডিও সমাজ মাধ্যমে ভাইরাল।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি ইস্টার্ন কোলফিল্ডস লিমিটেড কিছু ইসিএল আবাসন খালি করার নোটিস টাঙিয়েছে। তাই দেখেই জিতেন্দ্র তিওয়ারি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন এবং সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় খনির এজেন্টকে ফোনে কড়া ভাষায় হুঁশিয়ারি দিয়ে তিরস্কার করেন। বিজেপি প্রার্থী জিতেন্দ্র তিওয়ারি বলেন, 'সংশ্লিষ্ট কোলিয়ারির জেনারেল ম্যানেজার ও এজেন্ট নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর নির্দেশে কাজ করছেন। আর সেই কারণেই ঠিক ভোটের আগেই এই ধরনের নোটিশ।' জিতেন্দ্র তিওয়ারি ফোনে এক ইসিএল আধিকারিককে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলেন, 'সাহস থাকলে তিনি যেন বাঙ্গোলায় নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর বাড়িটিও খালি করিয়ে দেন, কারণ সেটিও ইস্টার্ন কোলফিল্ডস লিমিটেডের জমির উপর অবস্থিত।' এরপর তিনি জনগণকে আশ্বস্ত করে বলে, তাঁদের বাড়ি খালি করার কোনো প্রয়োজন নেই। নোটিস দেওয়া হলেও, তারা যেন তা ছিঁড়ে ফেলে দেন। তিওয়ারি নিজেই নোটিশটি ছিঁড়ে ফেলেন এবং জনগণকে বলেন, কেউ উচ্ছেদের জন্য ডাকলে যেন তাকে ফোন করা হয় এবং তিনি ১০ মিনিটের মধ্যে ঘটনাস্থলে পৌঁছে যাবেন। এমনই ঘটনার ভিডিও সামনে এসেছে সমাজমাধ্যমে।

অন্যদিকে, এই ব্যাপারটাকে একেবারেই হালকাভাবে নিয়ে তৃণমূল প্রার্থী নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বলেন, 'বিজেপি প্রার্থী জিতেন্দ্র তিওয়ারি এলাকায় নাটক করছেন। কেননা তৃণমূলই সব সময় মানুষের পাশে থাকে। এমনকি যারা ইসিএলের জায়গায় বসবাস করে আছেন, তাঁদের জন্য পুনর্বাসনের ব্যবস্থাও তৃণমূলই করেছে।' এক কথায় পাণ্ডবেশ্বর ভোটের আগেই সরগরম জিতেন্দ্র-নরেনের লড়াইয়ে।

কে কত ভোটে জয়ী হন, চ্যালেঞ্জটা তৃণমূলের অন্দরে: সব্যসাচী দত্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: রাজনৈতিক অভিভাবকহীন বারাসাত বিধানসভায় এবার তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী পোড় খাওয়া রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব সব্যসাচী দত্ত। এমন ব্যক্তিকে প্রার্থী পেয়ে খুশি বারাসাত বিধানসভার সকল তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী, সমর্থকেরা। তাঁরা দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানিয়ে ভোট ময়দানে নেমে পড়েছেন। বারাসাত জুড়ে শুরু হয়েগিয়েছে দেওয়াল লিখন, ব্যানার ফেস্টুন লাগানো। বারাসাতের মিছিল মিটিংই খুশির মেজাজ বারাসাত জুড়ে। সকলে একযোগে প্রচার শুরু করেদিয়েছে। প্রার্থী তথা বারাসাত সাংগঠনিক জেলার চেয়ারম্যান

সব্যসাচী দত্ত জানিয়েছেন, 'বারাসাত সাংগঠনিক জেলার ৭টি আসনেই তৃণমূল কংগ্রেস জয় পাবে। আমাদের কম্পিটিশন বিরোধীদের সঙ্গে নয়, তৃণমূল কংগ্রেসের ৭ প্রার্থী কে, কার থেকে বেশি ভোটের ব্যবধানে জয় পায় তা দেখা।' পাশাপাশি তিনি জানান, জয় পেয়ে তাঁর প্রথম কাজ হবে বারাসাত শহরকে যানজট মুক্তি করা, পঞ্চায়েতে ও পুর এলাকার নিকাশি ব্যবস্থার উন্নয়ন, বারাসাত শহরকে আরও স্মার্ট শহরে পরিনত করা। তিনি আরও বলেন, 'বারাসাতে শিক্ষিত ও সভ্য মানুষের বসবাস, রাজ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জেলার জেলা সদর বারাসাত। সেখানে আমাকে প্রার্থী করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ফলে আমার দায়িত্ব বেড়ে গেল। আমি বারাসাতের প্রতিটি মানুষের দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে তাদের সমস্যার কথা শুনে সকলকে নিয়ে তার সমাধান করব।'

দ্বিতীয় দিনের প্রচার করেন পঞ্চায়েত এলাকায়। তিনি ইমাম সাহেবদের সঙ্গে বৈঠক করেন এবং প্রচার করেন।

চিকিৎসায় গাফিলতিতে কাঠগড়ায় দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতাল

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার রাতে ব্যাপক উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। অভিযোগ, আহত এক যুবকের চিকিৎসায় দেরি হওয়ায় তাঁর মৃত্যু ঘিরেই এই বিক্ষোভ।জানা গেছে, মঙ্গলবার রাতে নিউ টাউনশিপ থানার অন্তর্গত এমএএমসি হাসপাতালের সামনে দুটি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর জখম হন দুই বাইক আরোহী। তাঁদের মধ্যে অঙ্কিত হেলা (২২) নামে এক যুবককে আশঙ্কাজনক অবস্থায় দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। পরিবারের অভিযোগ, হাসপাতালে আনার পর প্রায় এক ঘণ্টা আহত যুবককে চিকিৎসা ছাড়াই ফেলে রাখা হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ক্ষোভে ফেটে পড়েন মৃতের পরিবার ও পরিজনরা। এমার্জেন্সি বিভাগের সামনে বসে তুমুল বিক্ষোভ শুরু হয়। বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেন বিজেপি যুব নেতা পারিজাত গাঙ্গুলি। পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং হাসপাতাল চত্বরে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। পুরো ঘটনার ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে, যা নিয়ে চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। পরে আন্দোলনকারীদের সেখান থেকে সরিয়ে দিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করা হয়। তবে চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ নিয়ে এখনও পর্যন্ত হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

কর্মীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে দেওয়াল লিখলেন কবি দত্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রচারে জোর বাড়াতে শুরু করেছেন দুর্গাপুর পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের সদ্য ঘোষিত তৃণমূল প্রার্থী কবি দত্ত। বেনাচিতির ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের ধুনারা প্লট

তৃণমূল দলীয় কার্যালয়ে পৌঁছে নিজেই দেওয়াল লিখনে অংশ নেন তিনি। মঙ্গলবার রাত ন'টায় প্রার্থীর এই সরাসরি অংশগ্রহণে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে নতুন করে উদ্দীপনা দেখা যায়। শুধু দেয়াল লিখনই নয়, উপস্থিত কর্মীদের সঙ্গে কথা বলে তাদের উৎসাহও জোগান কবি দত্ত। সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করতে এবং ভোটের আগে একজোট হয়ে কাজ করার বার্তাও দেন তিনি। রাজনীতির ময়দানে নতুন হলেও কবি দত্তের এই সক্রিয় উপস্থিতি ইতিমধ্যেই কর্মীদের মনোবল বাড়িয়েছে বলে মত রাজনৈতিক মহলের একাংশের। মাঠে নেমে কাজ করার এই মনোভাব আগামী দিনে প্রচারে আরও গতি আনবে বলেই মনে করছেন অনেকে।

আরামবাগে সংগঠনের জোরে এগিয়ে বিজেপি

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: মঙ্গলবার প্রার্থী তালিকা ঘোষণার পর থেকেই আরামবাগ মহকুমা জুড়ে নির্বাচনী উত্তাপ চরমে। তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী ডাঃ নির্মল মাঝি গোঘাটে পৌঁছে বুধবার প্রচার শুরু করলেও, মাটির লড়াইয়ে ক্রমশ শক্ত অবস্থান নিতে দেখা যাচ্ছে বিজেপিকে। গোঘাটে তৃণমূলের মিছিল ও প্রচারে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ। দলীয় কর্মীদের সঙ্গে মিছিল করে ভোটের আবেদন জানান নির্মল মাঝি। তবে এলাকাজুড়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজেপির প্রতি আগ্রহ বাড়ছে বলেই রাজনৈতিক মহলের মত। অন্যদিকে, খানাকুলে তৃণমূল ও বিজেপি কর্মীদের মুখোমুখি অবস্থান পরিস্থিতিকে উত্তপ্ত করে তোলে। তৃণমূলের 'জয় বাংলা' স্লোগানের পাল্টা বিজেপির 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনিতে সরগরম হয়ে ওঠে এলাকা। যদিও শেষ পর্যন্ত বড় সংঘর্ষ এড়ানো যায়, তবুও এই ঘটনাই প্রমাণ করছে এলাকায় বিজেপির ক্রমবর্ধমান শক্তি। পুরশুড়ায় তৃণমূল প্রার্থী পার্থ হাজারি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, বিজেপি প্রার্থীকে বড় ব্যবধানে হারাবেন। এর জবাবে বিজেপি প্রার্থী বিমান ঘোষ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জানান, 'এখানে দাঁড়ালেও আমি ৫০ হাজারের বেশি ভোটে জিতব।' তাঁর এই মন্তব্যে বিজেপি শিবিরে আত্মবিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়েছে। এদিকে আরামবাগে তৃণমূল প্রার্থী মিতা বাগ মানবিক মুখ তুলে ধরার চেষ্টা করলেও,

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে শুধুমাত্র এই ধরনের প্রচার কৌশল ভোটের সমীকরণ বদলাতে যথেষ্ট নয়। যদিও তিনি দুর্ঘটনাগ্রস্ত এক ব্যক্তিকে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়ে মানবিকতার পরিচয় দেন এবং গ্রামে গ্রামে প্রচার চালান। অপরদিকে বিজেপি প্রার্থী হেমন্ত বাগ সরাসরি মাঠে নেমে দেওয়াল লিখন থেকে শুরু করে জনসংযোগে জোর দিচ্ছেন। তাঁর দাবি, তএটি জেতা আসন। মানুষ তৃণমূলকে ইতিমধ্যেই প্রত্যাখ্যান করেছে, এবারও করবে।দসব মিলিয়ে আরামবাগ মহকুমায় নির্বাচনী লড়াই ক্রমশ তীব্র হচ্ছে। তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে বিজেপি সংগঠনের দৃঢ়তা ও কর্মীদের সক্রিয়তায় তারা যে অনেকটাই এগিয়ে রয়েছে, তা স্পষ্ট বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

দানবাবা মাজারে চাদর চাপিয়ে প্রচার শুরু গলসির তৃণমূল প্রার্থীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: মঙ্গলবার গলসি বিধানসভা কেন্দ্রে অলোক কুমার মাঝির নাম ঘোষণা হতেই আনন্দে মেতে ওঠেন তৃণমূল কর্মী সমর্থকেরা। বুধবার কাঁকসায় এসে তিনি দানবাবা মাজারে চাদর চাপিয়ে প্রচার শুরু করেন। তিনি জানিয়েছেন, যুব সাথী প্রকল্প করে বড় চমক দিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। মানুষ তৃণমূলকেই আবার ভোট দেবে। গত দশ বছর আগে তিনি প্রার্থী হওয়ার পর কাঁকসার মানুষের ভালবাসা পেয়ে এখান থেকে জয়ী হয়েছিলেন। বিধায়ক হওয়ার পর পাঁচ বছর তিনি কাঁকসার বিভিন্ন এলাকায় উন্নয়নের কাজ করেছিলেন। তারপর তাঁকে জামালপুরে প্রার্থী করা হয়। সেখানেও তিনি জয়ী হয়ে পাঁচ বছর ধরে বিধায়ক হিসেবে ছিলেন। দল তাঁর ওপর ভরসা রেখে ফের গলসি বিধানসভা কেন্দ্রে প্রার্থী হিসেবে পাঠিয়েছে। তাঁর দাবি, পাঁচ বছর ধরে কাঁকসায় বিধায়ক থাকাকালীন তিনি যেভাবে মানুষের ভালোবাসা এবং আশীর্বাদ পেয়েছিলেন। এবারও মানুষ তাঁকে দুহাত ভোরে আশীর্বাদ করবেন এবং ফের জয়ী হয়ে তিনি এখান থেকে বিধায়ক হবেন।

গলসি বিধানসভা কেন্দ্রে এখনো পর্যন্ত বিজেপি কোনো প্রার্থী দিতে পারেনি। তাছাড়াও প্রতিপক্ষ হিসেবে তিনি গলসি বিধানসভা কেন্দ্রে কাউকেই দেখতে পাচ্ছেন না বলে জানিয়েছেন। এদিন দানবাবা মাজারে পুজো দেওয়ার পাশাপাশি কাঁকসা ব্লকের দলীয় কর্মীদের সাথে কাঁকসার রথতলায় একটি বৈঠক করেন। পুনরায় অলোক কুমার মাঝিকে প্রার্থী হিসেবে পেয়ে খুশি দলের কর্মী সমর্থকরা।

উত্তরপাড়ায় জনসংযোগ সারলেন বাম প্রার্থী মীনাক্ষি মুখোপাধ্যায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: নাম ঘোষণার পর থেকেই, উত্তরপাড়ার রাস্তায় নেমে মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছেন মীনাক্ষি। বামেদের নজর উত্তরপাড়ায়, কারণ দল সেখানে প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করেছেন মীনাক্ষি মুখোপাধ্যায়কে। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে হুগলির উত্তরপাড়া কেন্দ্রে রাজনৈতিক উত্তাপ তাই অনেকটাই বেড়েছে। বামেরাও যেন নতুন উদ্যম

পাচ্ছেন মীনাক্ষি প্রার্থী হওয়ায়। কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে নিয়ে উত্তরপাড়ার বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে জনসংযোগ করছেন। ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে দেওয়াল লিখনও। এবারের নির্বাচন প্রসঙ্গে মীনাক্ষি বলেন, সেদিনও তৃণমূল ও বিজেপির বিরুদ্ধে লড়েছেন, আজও সেই লড়াই চলছে। তাঁর অভিযোগ, রাজ্যে বেকারত্ব, শিক্ষাব্যবস্থা ও নারীর নিরাপত্তার মতো গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু এখনও সমাধান হয়নি। ভোটার তালিকা নিয়েও সরব হয়েছেন তিনি। তাঁর কথায়, এলাকার একাধিক স্কুল অব্যবস্থার শিকার, বহু কারখানা ধুঁকছে। শিল্প পুনরুজ্জীবন, নিকাশি ব্যবস্থা, পুর পরিষেবা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়নের ওপর জোর দেওয়ার কথাও জানান তিনি। কেন্দ্রে ত্রিমুখী লড়াই জমে উঠতে চলেছে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

সপ্তগ্রামের তৃণমূল প্রার্থী প্রাক্তন ফুটবলার

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: বল নিয়ে একসময় তাঁর দৌড় মনে রেখেছেন বাঙালি। তিনি প্রাক্তন ফুটবলার। সত্তরের দশকে তিনি মাঠ কাঁপিয়েছেন। এবার তাঁকেই প্রার্থী করছে তৃণমূল। আসন্ন বিধানসভা ভোটের প্রার্থী তালিকায় সেই অর্থে কোনও চমক দেয়নি তৃণমূল। তবে নতুন মুখ হিসাবে নিয়ে এসেছেন সপ্তগ্রামের তৃণমূল প্রার্থী বিদেশ বোসকে। সপ্তগ্রামের তৃণমূল প্রার্থী তপন দাশগুপ্তের নাম এবার বাদ গিয়েছে। তৃণমূল নেতৃত্ব সপ্তগ্রামের প্রার্থী নির্বাচিত করেছেন প্রাক্তন ফুটবলার বিদেশ বোসের নাম। বুধবার বিকালে সপ্তগ্রাম বিধানসভার চুঁচুড়া মগড়া ব্লক অফিসের সামনের মাঠে ক্রিকেট খেলে জনসংযোগ করলেন তিনি। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে প্রথম বল খেলতে না পারলেও পরের বলে ব্যাটে লাগে। তাঁকে বল করেন বলাগড়ের তৃণমূল প্রার্থী রঞ্জন ধাড়া। এরপর বলাগড়ের প্রার্থীকে প্রথম বলেই বোল্ড করে দেন দিগপাল এই প্রাক্তন ফুটবলার। তাঁকে পেয়ে উচ্ছসিত তৃণমূল নেতা কর্মীরা। এরপরেই মগড়া এলাকায় নেতা কর্মীদের নিয়ে পেয়ে হেঁটে জনসংযোগ শুরু করেন।

দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: বারুণী স্নান করতে গিয়ে আত্রেয়ী নদীতে তলিয়ে যাওয়া নবম শ্রেণীর ছাত্র সবুজ সরকারের নিথর দেহ উদ্ধার হলো। বুধবার সকালে বালুরঘাট শহরের ভৈরবী তলা সংলগ্ন নদী থেকে তার দেহটি উদ্ধার হয়। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক শোকের ছায়া নেমে এসেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গতকাল খিদিরপুর এলাকায় তিন বন্ধু মিলে আত্রেয়ী নদীতে স্নান করতে নেমেছিল। সেই সময় অসাবধানতাবশত গভীর জলে তলিয়ে যায় বছর পনেরোর সবুজ। বিষয়টি জানাজানি হতেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বালুরঘাট থানার পুলিশ। নিখোঁজ ছাত্রের সন্ধানে নদীতে নামানো হয় বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের ডুবুরি দল। দিনভর তল্লাশির পর অবশেষে এদিন সকালে নদী থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার হয়। মৃত ছাত্রের বাড়ি বালুরঘাট শহরের চকভৃগু এলাকার চকনন্দন কলোনিতে। সে স্থানীয় একটি স্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্র ছিল। বুধবার সকালে পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বালুরঘাট সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে।

মালদায় দুর্ঘটনায় মৃত্যু দুই বন্ধুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: এক বন্ধু ছিল টোটোতে। অপর তিন বন্ধু ছিল একটি মোটরবাইকে। একইসঙ্গে তাঁরা যাচ্ছিলেন একটি শপিংমলে ঈদের কেনাকাটা করতে। কিন্তু পথে যোলো চাকার কন্টেইনার লরির বেপরোয়া ধাক্কায় মৃত্যু হল দুই বন্ধুর। জখম হয়েছে আরো দুইজন । আহতেরা চিকিৎসাধীন মালদা মেডিকেল কলেজে। বুধবার দুপুরে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে কালিয়াচক থানার জালালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ডাঙ্গা এলাকার ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে। এই দুর্ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা বেশ কিছুক্ষণ ওই এলাকার জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান। পরে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম আলামিন হক (৩০) এবং রফিকুল খান (৩৮)। দু'জনের বাড়ি কালিয়াচকের সুজাপুর এলাকায়। এদিন আলামিন একটি মোটরবাইকে তার দুই বন্ধুর সঙ্গে কালিয়াচকের একটি শপিংমলে যাচ্ছিলেন ঈদের কেনাকাটা করতে। মোটর বাইকে জায়গা হচ্ছিল না বলে একই সঙ্গে একটি টোটো ভাড়া করে রফিকুল খান ওই শপিংমলেই বন্ধুদের সঙ্গে বাজার করতে যান। ডাঙ্গা এলাকায় আচমকাই একটি যোলো চাকার কন্টেইনার লরি, পিছন দিক থেকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পর পর মোটরবাইক ও টোটোটিতে সজোরে ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলে রক্তাক্ত হয়ে ওই দু'জনের মৃত্যু হয়। মৃত দুইজনের আত্মীয় সিরাজ শেখ এবং নাসিমুল হক বলেন, যে জায়গায় দুর্ঘটনা ঘটেছে, সেখানে কোনরকম ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা নেই। মাঝেমধ্যেই বেপরোয়া ভাবে যানবাহনগুলি চলাচল করছে। ওই কন্টেইনার লরির ভুলের জন্যই এদিন দুটি প্রাণ চলে গেল।' কালিয়াচক থানার পুলিশ জানিয়েছে, ওই কন্টেনারটি আটক করা হয়েছে। চালক পলাতক। তার খোঁজ চালানো হচ্ছে। তবে মোটর বাইকে যারা ছিল তাদের মাথায় কারোর হেলমেট ছিল না। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি মতো ডাঙ্গা এলাকায় ট্রাফিক মোতায়েনের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হবে।

বাঁকুড়ায় এবার তৃণমূলের ভরসা দলবদলু ও নবাগতদের ওপর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: অসময়ে দলের প্রার্থী হয়ে জয় ছিনিয়ে এনে ছিলেন তাদের ওপর এবার ভরসা রাখ তে পারল না তৃণমূল। অন্যদিকে, গত ২০২১ বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির টিকিটি জয়ী হওয়ার পর এবং টিকিট না পেয়ে দলবদলুদের গুরুত্ব দিয়েছে শাসকদল তৃণমূল।

এপ্রেক্ষিতে উল্লেখ্য, বাঁকুড়া জেলার ১২টি আসনের মধ্যে ১১টিতেই এবার নতুন মুখ প্রার্থী করেছে তৃণমূল। এমনকি প্রার্থী তালিকা ঘোষণার মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে তাঁদের অনেকে তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন। একমাত্র দলের তালড্যাংরার বর্তমান বিধায়ক ফাল্গুনী সিংহবাবুকে ওই কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী করেছে। যদিও গত ২০২৪ এর উপনির্বাচনে জিতে বিধায়ক হয়েছেন ফাল্গুনীবাবু। গত মঙ্গলবার প্রার্থী তালিকা ঘোষণার কয়েক ঘন্টা আগে তৃণমূলে যোগ দেন কলকাতার হেরম্বচন্দ্র কলেজের বাংলার অধ্যাপক তনুশ্রী হাঁসদা, পরিবহণ ব্যবসায়ী গৌতম মিশ্র ও চক্ষু বিশেষজ্ঞ অনুপ মণ্ডল। এদের যথাক্রমে রানিবাঁধ, বড়জোড়া ও বাঁকুড়া কেন্দ্রে প্রার্থী করা হয়েছে। এপ্রেক্ষিতে উল্লেখ্য, রানীবাঁধ ও বড়জোড়া কেন্দ্র গত নির্বাচনে জয়ী হয়েছিল তৃণমূল প্রার্থীরা। এবার তাদের টিকিট দেয় নি শাসকদল। গত ২০১৬ তে রানিবাঁধ কেন্দ্র থেকে তৃণমূলের টিকিটে জিতে প্রথম বার বিধায়ক হন জ্যোৎস্না মাণ্ডী। গত ২০২১-এ দ্বীতিয়বার জিতে রাজ্যের খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পান। এবার তাকে সরিয়ে তনুশ্রী হাঁসদাকে প্রার্থী করেছে শাসক দল। অন্যদিকে বড়জোড়ায় বর্তমান বিধায়ক অলোক মুখোপাধ্যায়কে সরিয়ে পরিবহণ ব্যবসায়ী গৌতম মিশ্রকে প্রার্থী করেছে শাসকদল। গত ২০২১এ ভোটের আগে শুভেন্দু অধিকারীর হাত ধরে বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন গৌতমবাবু। তবে বিজেপির টিকিট না পেয়ে তিনি দল এমনকি রাজনীতি ছেড়ে ছিলেন। তাই এবার প্রার্থী পদ সুনিশ্চিত করে তৃণমূলে যোগ দেন গৌতমবাবু বলে অনেকের দাবি। অন্যদিকে, এবার চক্ষু বিশেষজ্ঞ অনুপ মণ্ডলকে বাঁকুড়া কেন্দ্রের প্রার্থী করা হয়েছে। গত নির্বাচনে এই কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী করেছিল অভিনেত্রী সায়ন্তিকা ব্যানার্জিকে। এদিকে গত ২০২১এ জেলার ১২টি আসনের মধ্যে মাত্র তৃণমূল জিতে ছিল রানিবাঁধ, বড়জোড়া, তালড্যাংরা ও রাইপুরে। গত ২০২১-এ রাইপুর কেন্দ্রে মৃত্যুঞ্জয় মুর্মু জয়ী হয়ে ছিলেন। এবার প্রার্থী করা হয়েছে, ঠাকুর মণি সোরনকে। এদিকে, অন্য দুই দলবদলু কোতুলপুরে হরকালি প্রতিহার ও বিষ্ণুপুরে তন্ময় ঘোষকে এবার প্রার্থী করা হয়েছে শাসকদলের পক্ষ থেকে। এই দু'জন গত ২০২১-এর ভোটে বিজেপির টিকিটে জয়ী হয়েছিলেন। পরে তাঁরা বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেন। তারই প্রতিদান হিসাবে এই দু'জনকে প্রার্থী করা হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। অন্যদিকে, শালতোড়া কেন্দ্রে প্রত্যাশা মতই বাউড়ি সম্প্রদায়ের একজনকে প্রার্থী করা হয়েছে। এবার তৃণমূলের প্রার্থী উত্তম বাউড়ি। বিজেপি বিধায়ক চন্দনা বাউড়ির প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে বাউড়ি সম্প্রদায়ের একজনকে প্রার্থী করার দাবি জানিয়ে আসছিল তৃণমূলের শাখা সংগঠন বাউড়ি সমাজের পক্ষ থেকে। বাকি তিন বিধানসভা কেন্দ্র ছাতনা, ওন্দা, ইন্দাস ও সোনামুখীতে প্রার্থী করা হয়েছে যথাক্রমে স্বপন কুমার মণ্ডল, সুব্রত দত্ত (গোপে), শ্যামলী রায় বাগদি ও ডা. কল্লোল সাহা।

বহরমপুরে ত্রিমুখী লড়াইয়ে অধীরই ফ্যাক্টর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বহরমপুর: নবাবি তালুকের বহরমপুর বিধানসভার দিকেই এবার নজর থাকবে সবার। কারণ এই আসনে ত্রিমুখী হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হতে চলেছে। এখনও পর্যন্ত বিজেপি ও তৃণমূল কংগ্রেস তাঁদের প্রার্থী ঘোষণা করেছে। পদ্ম শিবির ২০২১ সালে জয়ী বিধায়ক সুব্রত মৈত্র (কাঞ্চণ) এর উপর আস্থা রেখেছে। তৃণমূলের ঘোষিত প্রার্থী তালিকায় রয়েছেন গত বিধানসভার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী তথা বহরমপুর পুরসভার চেয়ারম্যান নাড়ুগোপাল মুখার্জী। কংগ্রেস প্রার্থী তালিকা ঘোষণা না করলেও কংগ্রেস শিবির নিশ্চিত অধীর চৌধুরী এবার নিজের 'হোম টাউন' বহরমপুর থেকে লড়ছেন। ফলে ত্রিমুখী লড়াইয়ে অধীরই ফ্যাক্টর হতে চলেছে বলেই রাজনৈতিক মহলের বিশ্লেষণ। কারণ বহরমপুর মানেই বরাবর অধীর আবেগ কাজ করে।

বিগত বিধানসভা ও লোকসভা নির্বাচনের দুই পরিসংখ্যান ভিন্ন। গত বিধানসভা নির্বাচনে বহরমপুরে বিজেপি প্রার্থী সুব্রত মৈত্রে ৮৯ হাজার ৩৪০টি ভোট পেয়ে জিতেছিলেন। তৃণমূল প্রার্থী নাড়ুগোপাল মুখার্জী পেয়েছিলেন ৬২ হাজার ৪২৮টি ভোট। কংগ্রেসের প্রাক্তন বিধায়ক মনোজ চক্রবর্তী পেয়েছিলেন ৪৬ হাজার

৯৯৪ টি ভোট। ২০২১ এর বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস তৃতীয় স্থানে চলে গিয়েছিল। তবে ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে এই পরিসংখ্যান সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছে। লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল প্রার্থী বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্র থেকে ব্যাপক ভোটে জয়ী হলেও বহরমপুর বিধানসভায় কংগ্রেস ব্যাপক লিড পেয়েছিল। কংগ্রেস প্রার্থী বহরমপুর বিধানসভায় ৮৩ হাজার ৪০১ ভোট পান। বিজেপির চিকিৎসক প্রার্থী নির্মল সাহা পেয়েছিলেন ৭৬ হাজার ৪৭৪ ভোট। অপর দিকে তৃণমূলের জয়ী প্রার্থী ইউসুফ পাঠান বহরমপুর থেকে ৪৬ হাজার ৯৯৪টি ভোট। এই আসনে তৃণমূলের ভোট এক ধাক্কায় ১৫ হাজার ৪৯৪টি কমে যায়। বিধানিসভার নিরিখে লোকসভায় বিজেপির ৮৭২৭ ভোট কমে। কংগ্রেসের ভোট বাড়ে ৪৩ হাজার ২৩৪। ফলে অধীর চৌধুরী এই কেন্দ্রে প্রার্থী হলে শেষ হাসি কে হাসবে রাজনৈতিক মহলে তার চুলচেরা বিশ্লেষণ শুরু হয়ে গিয়েছে। বিজেপি প্রার্থী সুব্রত মৈত্র বলেন, 'গত পাঁচ বছর মানুষের হয়ে কাজ করেছি। বহরমপুর বিজেপির ছিল বিজেপিরই থাকবে।' তৃণমূল প্রার্থী নাড়ুগোপাল মুখার্জী বলেন, 'বিধানসভায় হেরে গিয়েও পুরসভা থেকে মানুষের কাজ করেছে। মানুষের ভালোবাসা পেলে বিধানসভায় যাব। সরকার গঠনের জন্য ভোট। কোনও বড় নামের বিষয় নয়।' জেলা কংগ্রেস সভাপতি মনোজ চক্রবর্তী বলেন, 'বহরমপুরে কংগ্রেসই জিতবে। এখানে মানুষ বরাবর কংগ্রেসকে সমর্থন করেছে। এবারও কংগ্রেসকে সমর্থন করবে।'

প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে প্রতিষ্ঠিত সঞ্চিতা

প্রীতিলতা বন্দ্যোপাধ্যায়

পূর্ব বর্ধমান: কানে শুনতে পায় না জন্ম থেকে। কথা বলতে পারে না ভালো করে। অথচ সেই মেয়ে প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে জীবন যুদ্ধে প্রতিষ্ঠিত করেছে নিজেকে। একটি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায় সে আজ কর্মরত। এমনই পূর্ব বর্ধমানের বাসিন্দা সঞ্চিতা সেন নামে এক নারীকে এদিন সম্মাননা জানালো বর্ধমান সহযোদ্ধা। এদিন বর্ধমান সহযোদ্ধার উদ্যোগে এবং কৃষ্ণপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের সহযোগিতায় নারী দিবসকে সামনে রেখে সমাজের বিভিন্ন স্তরে সব ক্ষেত্রতে প্রতিষ্ঠিত নারীদের সম্মাননা জ্ঞাপন করল বর্ধমান সহযোদ্ধা। এদিনের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন কৃষ্ণপুর উচ্চ বিদ্যালয় ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সৌমেন কোনার, বর্ধমান সহযোদ্ধার সভাপতি জগন্নাথ

ভৌমিক, সাংগঠনিক সম্পাদক বিশ্বজিৎ মল্লিক, বিশিষ্ট সমাজসেবী বিশ্বেশ্বর চৌধুরী, সহযোদ্ধার সহ-সভাপতি মেহবুব হাসান, সহ-সম্পাদক সৌমিত্র হাজরা-সহ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং সহযোদ্ধার অন্যান্য সদস্যরা।

এদিনের এই মঞ্চ থেকে বিনামূল্যে আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা প্রদান করে যাচ্ছেন বর্ধমানের শর্মিলা ঘোষের পাশে মহিলা উদ্যোগপতি যিনি ৪০ জনের কর্মসংস্থান করেছেন সেই অপর্ণা চৌধুরী, শারীরিক প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে জীবন যুদ্ধে প্রতিষ্ঠিত করেছে নিজেকে সেই সঞ্চিতা সেন যিনি বর্তমানে একটি কোম্পানিতে স্বসম্মানে কর্মজীবন ত্বরান্বিত করছেন, অঙ্কিতা ঘোষ কৃষ্ণপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রী পড়াশোনার পাশাপাশি নিজেকে বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শী করে তুলেছেন, ডা. আশরাফি খাতুন শিক্ষা ক্ষেত্রে এক উজ্জ্বল নাম বর্ধমান মহারাজা উদয়চাঁদ মহিলা কলেজের বর্তমান অধ্যক্ষা অন্যভাবে তিনি একজন সুলেখিকা। এদিনের এই কর্মসূচি সুচারুভাবে সঞ্চালনা করেন বর্তমান সহযোদ্ধার সভাপতি তথা বিশিষ্ট সাংবাদিক জগন্নাথ ভৌমিক। এই কর্মসূচি সম্পর্কে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সৌমেন বাবু জানান, এমনই একটি কর্মসূচি তাঁদের বিদ্যালয়ের আয়োজিত হয়েছে এবং সেই কর্মসূচিতে নিজেরা থাকতে পেরে খুবই আনন্দ পেয়েছেন। তিনি বলেন, সমাজের সেই সমস্ত নারী যারা নিজেদের চেষ্টায় এগিয়ে গেছে অথবা এগিয়ে চলছেন এবং যাদের থেকে সমাজে আরও অন্যান্য মহিলাদের রুজি-রুটির ব্যবস্থা হচ্ছে সেই সমস্ত নারীদের সম্মাননা জানাতে পেরে তাঁরা খুশি। তাঁংর বিদ্যালয়ের ছাত্রী অঙ্কিতা ঘোষ পড়াশোনার পাশাপাশি প্রশিক্ষক না থাকা সত্ত্বেও আবৃত্তি ও নৃত্য প্রতিযোগিতায় পারদর্শিতা দেখিয়েছেন তাঁকে সম্মাননা বর্তমান সহযোদ্ধা দিয়েছেন সেই বিষয়ে বিদ্যালয় পক্ষ থেকে সহযোদ্ধাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি।

ন' বছরে পুরোপুরি বদলে গিয়েছে উত্তরপ্রদেশ: যোগী

লখনউ, ১৮ মার্চ: উত্তরপ্রদেশে বিগত ন' বছরে যে আমূল পরিবর্তন ঘটেছে, তা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দিকনির্দেশনাতেই সম্ভব হয়েছে বলে মন্তব্য করলেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। বুধবার লখনউয়ের লোকভবনে 'নবনির্মাণের ন' বছর' উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে যোগী সরকার তাদের নয় বছরের সাফল্য তুলে ধরে। এই অনুষ্ঠানে 'নবনির্মাণের নয় বছর' শীর্ষক একটি তথ্যভিত্তিক পুস্তিকাও প্রকাশ করা হয়। এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আগে চাকরির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হলেই দুর্নীতির অভিযোগ উঠত। কিন্তু বর্তমানে পরিকাঠামো উন্নয়ন, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, নারী, দলিত, প্রান্তিক ও দরিদ্র মানুষের কল্যাণমূলক কর্মসূচির মাধ্যমে রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়ন ঘটেছে এবং উত্তর প্রদেশ নতুন পরিচিতি পেয়েছে। তিনি জানান, আগামী নয় দিন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ভিন্ন ভিন্ন থিমে কর্মসূচি পালিত হবে। এই সময়ের মধ্যে সরকারের ভবিষ্যৎ রূপরেখা নিয়েও আলোচনা হবে এবং বিগত নয় বছরের কাজ জনসাধারণের সামনে তুলে ধরা হবে।

আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উল্লেখ করে যোগী আদিত্যনাথ বলেন, বর্তমানে রাজ্যে নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নতির ফলে উৎসবের সময় মানুষের মধ্যে আর ভয়ের পরিবেশ নেই। মানুষ স্বাধীন ভাবে মন্দিরে যেতে পারছেন এবং উৎসব পালন করছেন। পুলিশ নিয়োগের প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী জানান, প্রথম দফায় ৩০ হাজার পুলিশ নিয়োগের লক্ষ্য নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র না থাকায় সমস্যা দেখা দিয়েছিল। আদালতের নির্দেশ মেনে সেই নিয়োগ সম্পন্ন করা হয়। বর্তমানে প্রতিটি জেলায় সাইবার থানা ও হেল্প ডেস্ক গড়ে তোলা হয়েছে।

পরিকাঠামো উন্নয়নের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, ২০১৭ সালের আগে রাজ্যের সড়কব্যবস্থা অত্যন্ত খারাপ ছিল। বর্তমানে গ্রাম, তহসিল, জেলা ও রাজ্যর সদরকে সংযুক্ত করে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। বারাণসীতে দেশের প্রথম রোপওয়ে নির্মাণ হচ্ছে। বর্তমানে রাজ্যে ১৬টি ডোমেস্টিক বিমানবন্দর এবং ৪টি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর রয়েছে।

শিল্প ও বিনিয়োগ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী জানান, ১৯৪৭ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত যেখানে মাত্র ১৪ হাজার শিল্প স্থাপিত হয়েছিল, বর্তমানে সেই সংখ্যা বেড়ে ৩১ হাজার ছাড়িয়েছে। প্রায় ৬৫ লক্ষ মানুষের এতে কর্মসংস্থান হয়েছে। এছাড়া ৯৬ লক্ষের বেশি এমএসএমই ইউনিট সক্রিয় রয়েছে। নয়ডার প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, পূর্ববর্তী মুখ্যমন্ত্রীরা 'কুসংস্কারে'র কারণে নয়ডায় যেতেন না। তিনি নিজে মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর সেখানে যান এবং বর্তমানে নয়ডা শিল্প ও উৎপাদনের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠেছে, বিশেষ করে মোবাইল ফোন উৎপাদন।

কৃষিক্ষেত্রেও উন্নয়নের কথা তুলে ধরে যোগী আদিত্যনাথ জানান, কৃষি বৃদ্ধির হার ৮.৫ শতাংশ থেকে বেড়ে ১৮ শতাংশে পৌঁছেছে। আখচাষিদের ৩ লক্ষ ১৬ হাজার ৮৯৫ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে এবং ওজনে কম দেওয়ার মতো অনিয়ম বন্ধ হয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্র নিয়ে তিনি বলেন, প্রাথমিক শিক্ষা পরিষদের অধীনে ১ কোটি ৬০ লক্ষের বেশি শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছে। তাদের জন্য পোশাক, জুতো, স্কুলব্যাগ, পানীয় জল ও শৌচাগারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সংস্কৃত শিক্ষার্থীদের জন্য প্রথমবারের মতো বৃত্তি চালু করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় অর্থ প্রতিমন্ত্রী ও রাজ্য বিজেপি সভাপতি পঙ্কজ চৌধুরী, উপমুখ্যমন্ত্রী কেশব প্রসাদ মৌর্য ও ব্রজেশ পাঠক সহ একাধিক মন্ত্রী ও শীর্ষ প্রশাসনিক আধিকারিকরা। বক্তারা বলেন, বিগত নয় বছরে উত্তর প্রদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং বিনিয়োগের ক্ষেত্রে রাজ্যটি একটি গুরুত্বপূর্ণ গন্তব্যে পরিণত হয়েছে।

দিল্লি-ইন্দোরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে মৃত অন্তত ১৭, শোক প্রকাশ প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি ও ইন্দোর, ১৮ মার্চ: দেশের দুই শহর দিল্লি ও ইন্দোরে পৃথক অগ্নিকাণ্ডে অন্তত ১৭ জনের মৃত্যুর খবর মিলেছে। দুই ঘটনাতেই অনেকে আহত হয়েছেন। শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির জন্য আর্থিক সহায়তা ঘোষণা করেছেন। দিল্লির ঘটনার পর ম্যাজিস্ট্রেট তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা। তিনি জানিয়েছেন, জেলা প্রশাসন, দমকল এবং পুলিশ যৌথ ভাবে উদ্ধারকাজ চালাচ্ছে।

দিল্লির পালামে অগ্নিকাণ্ড

রাজধানী দিল্লির পালাম মেট্রো স্টেশনের কাছে শ্রীরাম চকের ২ নম্বর গলিতে একটি বহুতলে বুধবার সকালে ভয়াবহ আগুন লাগে। দমকল সূত্রে জানা গিয়েছে, সকাল প্রায় ৭টা নাগাদ আগুন লাগার খবর পাওয়া যায়। আগুন লাগার খবর পাওয়া মাত্রই একে একে পৌঁছে যায় দমকলের প্রায় ৩০টি ইঞ্জিন ও উদ্ধারকারী দল। এই দুর্ঘটনায় অন্তত ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে, যার মধ্যে এক শিশু-সহ ২ জন নাবালিকাও রয়েছে। আগুন দ্রুত পুরো ভবনে ছড়িয়ে পড়ায় বহু মানুষ ভিতরে আটকে পড়েন। কয়েকজন প্রাণ বাঁচাতে ভবন থেকে ঝাঁপ দেন বলেও জানা গিয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, ভবনের নীচতলায় কাপড় ও প্রসাধনীর শোরুম ছিল এবং উপরের তলাগুলিতে বসবাস করতেন পরিবারের সদস্যরা। আগুনের সঠিক কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। ফরেন্সিক দলকে তদন্তে ডাকা হয়েছে। ইতিমধ্যেই ম্যাজিস্ট্রেট তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আহতদের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে, কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

নিহতদের মধ্যে রয়েছেন দু'জন পুরুষ, প্রবেশ (৩৩) এবং কমল (৩৯), এবং চারজন মহিলা, আশু (৩৫), লাডো (৭০), হিমাংশী (২২) এবং দীপিকা (২৮)। নিহতদের মধ্যে ১৫, ৬ এবং ৩ বছর বয়সী তিনজন নাবালিকাও রয়েছে। ১৯ বছর বয়সী এক যুবককে ২৫ শতাংশ দগ্ধ অবস্থায় সফদরজং হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

অন্যদিকে, মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরের ব্রিজেশ্বরী অ্যানেক্স রেসিডেন্সিয়াল এলাকায় বুধবার ভোরে একটি বাড়িতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটে। এই ঘটনায় অন্তত ৮ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং কয়েকজন গুরুতর আহত হয়েছেন। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, বাড়ির বাইরে একটি বৈদ্যুতিক গাড়ি চার্জ দেওয়ার সময় শর্ট সার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। মুহূর্তের মধ্যে আগুন গাড়ি থেকে বাড়ির ভিতরে ছড়িয়ে পড়ে। ঘরের ভিতরে থাকা একাধিক গ্যাস সিলিন্ডারে বিস্ফোরণ ঘটায় আগুন আরও ভয়াবহ আকার নেয়।

ঘটনার সময় বাড়িতে পারিবারিক অনুষ্ঠান চলছিল এবং বহু সদস্য ঘুমন্ত অবস্থায় ছিলেন। ফলে অনেকেই বেরোতে পারেননি। বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় ইলেকট্রনিক লক কাজ না-করায় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে বলে অনুমান। দমকল ও উদ্ধারকারী দল দীর্ঘ সময়ের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে এবং কয়েকজনকে জীবিত উদ্ধার করা হয়।

মৃত সবাই একই পরিবারের সদস্য ছিলেন। দুর্ঘটনায় নিহতদের মধ্যে রয়েছেন মনোজ জৈন পুগালিয়া (৬৫), সিমরান (৩০), বিজয় শেঠিয়া (৬৫), সুমন শেঠিয়া (৬০), রাশি (১২) এবং ছোটু শেঠিয়া (২২)। আহত সৌরভ (৩২), সুনিতা (৫৮) এবং সোমিলকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে, যেখানে তারা চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

ইন্দোরের কালেক্টর শিবম বর্মা জানিয়েছেন, তিলক নগর থানা এলাকায় একটি তিনতলা বাড়িতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় অন্তত ৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। ৮-১০ জন দমকল কর্মীর একটি দল আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়। পুলিশ কমিশনার সন্তোষ সিং বলেন, 'ভোর ৪টে নাগাদ আমরা তিলক নগরের কাছে ব্রিজেশ্বরী এনক্লেভ এলাকায় অগ্নিকাণ্ডের খবর পাই। দমকল বাহিনীর সঙ্গে সঙ্গেই ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। দমকলের ইঞ্জিন ও জলের হোস পাইপ ব্যবহার করে আমরা একে একে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হই।' ইন্দোরের পুলিশ কমিশনার সন্তোষ কুমার সিং আরও বলেন, তিনজনকে উদ্ধার করা হয়েছে এবং ৮ জন মারা গিয়েছেন। আগুন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর শোকপ্রকাশ ও আর্থিক সহায়তা

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দিল্লির পালামে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এক পোস্টে প্রধানমন্ত্রী নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন এবং আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন। ইন্দোরে অগ্নিকাণ্ডে প্রাণহানির ঘটনাতেও প্রধানমন্ত্রী দুঃখ প্রকাশ করেছেন। নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানানোর পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন। তিনি উভয় ঘটনায় নিহতদের প্রত্যেক নিকটাত্মীয়ের জন্য প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় ত্রাণ তহবিল থেকে দুই লক্ষ টাকা এবং আহতদের জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা করে এককালীন অনুদান ঘোষণা করেছেন।

দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর শোকপ্রকাশ ও ম্যাজিস্ট্রেট তদন্তের নির্দেশ

দিল্লির পালামে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা। তিনি সামাজিক মাধ্যমের এক্স পোস্টে লিখেছেন যে, পালামের একটি বহুতল আবাসিক ভবনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের খবর শুনে তিনি গভীরভাবে মর্মাহত। জেলা প্রশাসন, দিল্লি দমকল বিভাগ এবং দিল্লি পুলিশ উদ্ধার অভিযানে নিয়োজিত রয়েছে। ঘটনাটি তদন্তের জন্য একজন ম্যাজিস্ট্রেটকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

তদন্ত ও প্রশাসনিক পদক্ষেপ

দিল্লি ও ইন্দোর উভয় ক্ষেত্রেই আগুন লাগার কারণ খতিয়ে দেখতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে তদন্ত শুরু হয়েছে। দমকল, পুলিশ ও অন্যান্য উদ্ধারকারী সংস্থাগুলি ঘটনাস্থলে তৎপর রয়েছে। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, নিরাপত্তা বিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ প্রমাণিত হলে দায়ীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ময়দান

নতুন কোচ, নতুন উদ্যম! ইডেনে প্রথম দিনের প্রস্তুতিতে বাড়তি ঝাঁঝ কেকেআরের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ইডেন গার্ডেন্সে শুরু হল ২০২৬ আইপিএলকে সামনে রেখে কলকাতা নাইট রাইডার্সের প্রস্তুতি। বুধবার বিকেল পাঁচটা থেকে মরসুমের প্রথম অনুশীলন শিবিরে নামে নাইটরা। নতুন কোচ অভিষেক নায়ারের তত্ত্বাবধানে এবং অধিনায়ক অজিঙ্ক রাহানের নেতৃত্বে এদিন শুরু হয় দলের প্রস্তুতি পর্ব। প্রথম দিনের অনুশীলনে বেশ ফুরফুরে মেজাজেই দেখা যায় ক্রিকেটারদের। দীর্ঘ বিরতির পর মাঠে ফিরে সকলেই ছিলেন চনমনে। অনুশীলনের শুরুতেই ফিটনেস ড্রিল এবং ওয়ার্ম-আপ সেশনে জোর দেন কোচিং স্টাফ। এরপর ব্যাটিং, বোলিং এবং ফিল্ডিং;তিন বিভাগেই আলাদা আলাদা করে ক্রিকেটারদের নিয়ে কাজ করতে দেখা যায়। বিশেষ করে ফিনিশিং রোল নিয়ে আলাদা করে সময় দেন রিঙ্কু সিং, যিনি সম্প্রতি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে নিজের পারফরম্যান্স দিয়ে নজর কেড়েছেন।এদিন সকালেই কলকাতায় পৌঁছে সরাসরি দলের সঙ্গে যোগ দেন রিঙ্কু। বিকেলের সেশনে তাঁকে বেশ মনোযোগী দেখা যায়। বড় শট খেলার পাশাপাশি ম্যাচের শেষ মুহূর্তে কীভাবে ইনিংস গড়ে তুলতে হয়, তা নিয়েও অনুশীলন করেন তিনি। অন্যদিকে, অধিনায়ক রাহানে ব্যাট হাতে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী দেখিয়েছেন। নেটে তাঁর আক্রমণাত্মক মেজাজ নজর কেড়েছে সকলের। বোলিং বিভাগেও ছিল আলাদা পরিকল্পনা। গতির ঝড় তোলার জন্য পরিচিত উমরান মালিককে লম্বা স্পেলে বল করতে দেখা যায়। তাঁর গতি এবং ধারাবাহিকতা বাড়ানোর ওপর জোর দেন কোচিং স্টাফ। পাশাপাশি তরুণ বোলারদেরও আলাদা করে গাইড করেন অভিষেক নায়ার। চোটের কারণে হর্ষিত রানার অনুপস্থিতিতে বোলিং আক্রমণে নতুন করে দায়িত্ব নিতে হবে বেশ কয়েকজনকে;সেই প্রস্তুতিই শুরু হয়েছে প্রথম দিন থেকেই। দলের বেশ কিছু ভারতীয় ক্রিকেটার ইতিমধ্যেই কলকাতায় পৌঁছে গিয়েছেন। মণীশ পাণ্ডে, রমনদীপ সিং, বৈভব অরোরা, কার্তিক ত্যাগী-সহ একাধিক ক্রিকেটার এদিন অনুশীলনে অংশ নেন। যদিও বিদেশি ক্রিকেটাররা এখনও দলের সঙ্গে যোগ দেননি, তবে সপ্তাহের শেষের দিকে তাঁদের আসার কথা রয়েছে। প্রথম দিনের অনুশীলনে দলগত বোঝাপড়া এবং নতুন কৌশল তৈরির দিকেই বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। কোচ অভিষেক নায়ার বারবার ক্রিকেটারদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের ভূমিকা স্পষ্ট করে দেন। গত মরশুমে প্রত্যাশা পূরণ করতে না পারায় এবার শুরু থেকেই বাড়তি সতর্ক কেকেআর। সব মিলিয়ে, ইডেনে প্রথম দিনের অনুশীলনেই স্পষ্ট হয়ে গেল;এই মরশুমে নতুন উদ্যমে নামতে চলেছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। লক্ষ্য একটাই, শক্তিশালী প্রত্যাবর্তন করে আইপিএলের মঞ্চে আবার নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা।

বৃহস্পতিবার পশ্চিম এশিয়ার উদ্দেশ্যে ৫০টি বিমান চালাবে এয়ার ইন্ডিয়া গোষ্ঠী

নয়াদিল্লি, ১৮ মার্চ: পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন দেশে যাত্রী পরিষেবা স্বাভাবিক রাখতে বৃহস্পতিবার মোট ৫০টি বিমান পরিচালনা করা হবে বলে জানা গিয়েছে। এয়ার ইন্ডিয়া এবং এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস-এর উদ্যোগে এই বিমানগুলি চালানো হবে। সূত্রের খবর, এর মধ্যে ১৪টি নির্ধারিত উড়ান জেড্ডা এবং ১২টি উড়ান মাস্কাটের উদ্দেশে যাবে। দিল্লি, মুম্বই, বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদ, ম্যাঙ্গালোর, কোঝিকোড়, কান্নুর, কোচি, লখনউ এবং তিরুঅনন্তপুরম-সহ দেশের একাধিক শহর থেকে এই বিমানগুলি পরিচালিত হবে। এছাড়া, সংযুক্ত আরব আমিরশাহী এবং সৌদি আরবের উদ্দেশে ২৪টি বিশেষ (নন-শিডিউলড) উড়ান চালানো হবে। বর্তমান পরিস্থিতিতে পশ্চিম এশিয়ায় যাতায়াতকারী যাত্রী এবং ভারতীয় নাগরিকদের নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়াই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য। বিমান সংস্থাগুলি যাত্রীদের সময়মতো বিমানবন্দরে পৌঁছনো এবং সমস্ত নিরাপত্তা বিধি মেনে চলার আবেদন জানিয়েছে। আধিকারিকদের মতে, অতিরিক্ত এই উড়ান পরিষেবার ফলে পশ্চিম এশিয়ায় আটকে থাকা ভারতীয়দের যাতায়াত আরও সহজ হবে। সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক উত্তেজনা এবং পশ্চিম এশিয়ার নিরাপত্তা পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে যাত্রীদের সুবিধা ও নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয়েছে।

বিমানযাত্রা সহজ করতে নতুন নির্দেশিকা, অতিরিক্ত চার্জ ছাড়াই ৬০ শতাংশ আসন

নিজস্ব প্রতিবেদন, নয়াদিল্লি, ১৮ মার্চ: বিমানযাত্রাকে আরও সহজ ও স্বচ্ছ করতে নতুন নির্দেশিকা জারি করল কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রক। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, প্রতিটি বিমানে কমপক্ষে ৬০ শতাংশ আসন অতিরিক্ত চার্জ ছাড়াই যাত্রীদের জন্য বরাদ্দ রাখতে হবে।

বুধবার সরকার জানিয়েছে, এর ফলে সব যাত্রী সমান সুযোগ পাবেন এবং বিমান সংস্থাগুলির পরিষেবা আরও স্বচ্ছ হবে। একই সঙ্গে এক পিএনআরে (প্যাসেঞ্জার নেম রেকর্ড) বুকিং করা যাত্রীদের একসঙ্গে বা কাছাকাছি আসনে বসানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যাতে পরিবার বা দলগত ভ্রমণে সুবিধা হয়। এই নির্দেশিকা মূলত অভ্যন্তরীণ উড়ানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। সাম্প্রতিক সময়ে আসন বাছাই, সহ বিভিন্ন পরিষেবায় অতিরিক্ত চার্জ নেওয়ার অভিযোগের প্রেক্ষিতেই এই পদক্ষেপ বলে জানা গেছে। ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ সিভিল অ্যাভিয়েশনকেও (ডিজিসিএ) এ বিষয়ে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যাতে প্রতিটি বিমানে নির্দিষ্ট সংখ্যক আসন অতিরিক্ত চার্জ ছাড়া রাখা হয়।

কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রী কে. রামমোহন নাইডু জানিয়েছেন, যাত্রীদের সুবিধা বাড়াতে এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। নতুন নির্দেশিকায় খেলাধুলোর সরঞ্জাম, বাদ্যযন্ত্র ও পোষ্য পরিবহণের ক্ষেত্রেও স্পষ্ট নিয়ম রাখা হয়েছে। এছাড়া, বিমান দেরি বা বাতিলের ক্ষেত্রে যাত্রী অধিকার আরও শক্তিশালী করা হবে বলে জানানো হয়েছে। বিমান সংস্থাগুলিকে তাদের ওয়েবসাইট, মোবাইল অ্যাপ ও বিমানবন্দরের কাউন্টারে যাত্রী অধিকার স্পষ্টভাবে প্রদর্শনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি আঞ্চলিক ভাষাতেও তথ্য দেওয়ার উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

আইপিএল কাউন্টডাউন শুরু। উন্মাদনা বাড়ছে। ফের দেখা যাবে টি২০ ক্রিকেটে বিরাট ঝলক। আরসিবি'র এবার ট্রফি ধরে রাখার চ্যালেঞ্জ। তার আগে ফিল সল্ট সমাজ মাধ্যমে পোস্ট করলেন বিরাট কোহলির ছবি। লিখলেন, আরসিবির প্রধান ক্রিকেটার এসে গেছেন।

শুরু এনসিসি বেবি লিগ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন: ন্যাশনাল ক্রিকেট ক্লাবের উদ্যোগে এই প্রথমবার অনুষ্ঠিত হতে চলেছে এনসিসি বেবি লিগ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট।কিডস অন জি ফাইভের উপস্থাপনায় শুরু হচ্ছে এই বিশেষ টুর্নামেন্ট। শৈশব পর্যায়ে থেকে ক্রিকেট প্রতিভা তুলে আনায় এই টুর্নামেন্টের মূল উদ্দেশ্য। এনসিসি ও মেনল্যান্ড সম্বরণ অ্যাকাডেমির যৌথ উদ্যোগে আজ থেকে ২৫ তারিখ পর্যন্ত চলবে এই টুর্নামেন্ট।১০ ওভার করে খেলায় ২৪ টি দল খেলবে মেনল্যান্ড সম্বরণ অ্যাকাডেমির মাঠে ও রাজস্থান মাঠে। মঙ্গলবার কলকাতা ক্রীড়া সাংবাদিক ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সিএবির প্রাক্তন সভাপতি অভিষেক ডালমিয়া, এনসিসির প্রেসিডেন্ট পবণ ভালোটিয়া, প্রাক্তন ক্রিকেটার তথা জনপ্রিয় কোচ সম্বরণ ব্যানার্জী, ক্রিকেট দর্পনের প্রতিষ্ঠাতা জয়দেব ভট্টাচার্য সহ বিশিষ্টজনেরা।

উত্তর পূর্ব রেলওয়ে

অবাধ টেন্ডার নোটিশের ২য় সংশোধনী

অবাধ টেন্ডার নোটিশ নং EPC-PSI-MUR-GKC-NER তারিখ : ৩০.০১.২০২৬ ইঞ্জিনিয়ারিং, প্রোকিওরমেন্ট এবং কনস্ট্রাকশন (ইপিসি) মোডের বৈদ্যুতিক ট্র্যাকশন পাওয়ার সাপ্লাই ইনস্টলেশনস এর ক্যাপাসিটি আপগ্রেডেশন ওয়ার্ক এর জন্য উত্তর পূর্ব রেলওয়ের লখনউ ডিভিশনের মানকাপুর-গোরক্ষপুর ক্যান্ট সেকশনে ২-২৫ কেভি এটি ট্র্যাকশন ফিডিং সিস্টেম এর জন্য সংযুক্ত সুইচিং পোস্ট সহ ট্র্যাকশন সাব স্টেশনের ডিজাইন, সরবরাহ, সংস্থাপন, পরীক্ষা এবং চালুকরণ কাজ এর নিম্নোক্ত সংশোধনী। **ক্রম নং : ১, বিবরণ :** - (পৃষ্ঠা নং ১৭৫, ১৭৬) অনুচ্ছেদ ২.৭ এবং অনুচ্ছেদ ৬.২.১ ইপিসি টেন্ডার নথিতে পরিবর্তন, **প্রকাশিত : - সংশোধিত : -** নতুন নথি সংযুক্ত হয়েছে সংশ্লিষ্ট পরিবর্তনের বিষয়ে। অতিরিক্ত সম্পর্কিত তথ্য যাচাই করে নিতে হবে ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in থেকে।

চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (প্রোজেক্ট),
CPRO/EL-307 লখনউ

ট্রেনে বিড়ি/সিগারেট ধুমপান করবেন না

The West Bengal State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.
ICMARD Building, 6th Floor, 14/2, C.I.T. Scheme-VIII (M), Ultadanga, Kolkata-700 067

NOTICE

Expression of Interest (EOI) is invited by The WBSCARD Bank Ltd. under **Memo No. 2346/Admn./2268 dated March 05, 2026** & uploaded in the e-Tender Portal under **Tender ID 2026_SCARD_1019295_1** from registered Electrical Firms/ Agencies / Service Providers having sufficient experience and adequate credentials in Electrical Load Survey, Designing & Estimation for Selection of **Consultant** for different Electrical Works for its G+4 Storied Old Head Office Building, situated at 25D, Shakespeare Sarani, Kolkata – 700 017.
The last date for submission/uploading of Bid through online is **April 30, 2026.**
For details, please visit **www.wbtenders.gov.in/www.wbscardb.com/ www.icmard.org**

Sd/-
March 06, 2026 **Managing Director**

The West Bengal State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.
ICMARD Building, 6th Floor, 14/2, C.I.T. Scheme-VIII (M), Ultadanga, Kolkata-700 067

NOTICE

Notice Inviting e-Tender has been invited by The WBSCARD Bank Ltd. under **Memo No. 2346/Admn./2269 dated March 05, 2026** & uploaded in the e-Tender Portal under **Tender ID 2026_SCARD_ 1019349_1** from bonafide and resourceful Contractors/reputed Engineering Firms/ Companies/ Engineers' Co-operative Societies having adequate credentials, for Repairing, Renovation and Up-gradation of its Old Head Office Building located at 25D, Shakespeare Sarani, Kolkata – 700 017 for conversion of the said Building into 2nd Training Centre under ICMARD, the principal Training Centre of The WBSCARD Bank Ltd.
The last date for submission/uploading of Bid through online is **April 30, 2026**.
For details, please visit **www.wbtenders.gov.in/www.wbscardb.com/ www.icmard.org**

Sd/-
March 06, 2026 **Managing Director**

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ

সাফল্যের ঝলকানি ও বিতর্কের দীর্ঘ ইতিহাস

বিট্টু দত্ত

বিশ্ব ক্রিকেটের সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী ফ্র্যানচাইজি লিগ ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ বা আইপিএল শুরু হতে বাকি আর মাত্র ৯ দিন। ২০০৮ সালে শুরু হওয়ার পর খুব অল্প সময়ের মধ্যেই এই লিগ কোটি কোটি দর্শকের মন জয় করে নেয়। ক্রিকেট, বিনোদন এবং ব্যবসার এক অনন্য মিশ্রণ হিসেবে আইপিএল আজ বিশ্বের অন্যতম বড় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। ২০২৬ সালে আইপিএল তার ১৯তম মরসুমে পা দিতে চলেছে। উদ্বোধনী ম্যাচে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু মুখোমুখি হবে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিপক্ষে, বেঙ্গালুরুর চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে। তবে আইপিএলের ইতিহাস শুধু সাফল্য আর জাঁকজমকের গল্প নয়। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে একাধিক বিতর্ক, সংঘর্ষ এবং কেলেঙ্কারি, যা অনেক সময় এই লিগের ভাবমূর্তিকে প্রশ্নের মুখে ফেলেছে। সেরকমই পাঁচটি বড় বিতর্ক খুঁজে দেখল ‘একদিন’।

কোহলি-গম্ভীর সংঘর্ষ

আইপিএলের সাম্প্রতিক বড় বিতর্কগুলির মধ্যে অন্যতম হল বিরাট কোহলি এবং গৌতম গম্ভীরের সংঘর্ষ।২০২৩ সালে একটি ম্যাচে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু এবং লখনউ সুপার জায়ান্টস মুখোমুখি হয়। সেই ম্যাচে উত্তেজনা তৈরি হয় আফগান বোলার নবীন উল হককে ঘিরে। ম্যাচ চলাকালীন কোহলি ও নবীনের মধ্যে বাকবিতণ্ডা শুরু হয়। পরে মাঠে নেমে পরিস্থিতি সামাল দিতে গিয়ে গম্ভীর নিজেই কোহলির সঙ্গে তর্কে জড়িয়ে পড়েন। গম্ভীর দর্শকদের দিকে ‘চুপ থাকো’ বোঝাতে আঙুল ঠোঁটে রাখার ভঙ্গি করেন, যা আরও উত্তেজনা বাড়িয়ে দেয়। এই ঘটনায় ক্রিকেট মহলে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়। অনেকেই মনে করেন, দুই প্রাক্তন ভারতীয় সতীর্থের এই আচরণ আইপিএলের ভাবমূর্তিকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। যদিও কয়েক মাস পরে বিশ্বকাপ চলাকালীন দিল্লিতে কোহলি ও নবীন একে অপরের সঙ্গে করমর্দন করে সম্পর্ক স্বাভাবিক করেন।

স্পট ফিক্সিং কেলেঙ্কারি

আইপিএলের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় কেলেঙ্কারি ঘটে ২০১৩ সালে। সেই বছর দিল্লি পুলিশ তিন জন ক্রিকেটারকে গ্রেপ্তার করে স্পট ফিক্সিংয়ের অভিযোগে। তাঁরা ছিলেন- এস শ্রীশান্ত, অজিত চান্দিলা ও অঙ্কিত চহ্বন। তিন জনই তখন রাজস্থান রয়্যালস দলের হয়ে খেলছিলেন। অভিযোগ ছিল, ম্যাচের নির্দিষ্ট সময়ে ইচ্ছাকৃতভাবে খারাপ বল করে বুকিদের কাছ থেকে টাকা নেওয়া হয়েছে। এই ঘটনার পর আইপিএল বড় ধাক্কা খায়। তদন্তের পর আরও বড় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। চেন্নাই সুপার কিংস এবং রাজস্থান রয়্যালস; এই দুই দলকে দুই বছরের জন্য আইপিএল থেকে নিষিদ্ধ করা হয়। এছাড়া দলের কর্তা গুরুনাথ মায়াপ্পান এবং রাজ কুন্দ্রাকে ক্রিকেট সংক্রান্ত কার্যকলাপ থেকে আজীবনের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়। এই ঘটনার পর আইপিএলের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে বড় প্রশ্ন উঠেছিল। পরে কঠোর নিয়ম ও নজরদারি বাড়িয়ে বোর্ড পরিস্থিতি সামাল দেয়।

মুম্বইয়ে রেভ পার্টি বিতর্ক

২০১২ সালে আইপিএল আর একটি বিতর্কের মুখে পড়ে। মুম্বইয়ের একটি রেভ পার্টিতে পুলিশ হানা দিলে দুই ক্রিকেটারকে আটক করা হয়। তাঁরা ছিলেন- রাহুল শর্মা, ওয়েন পার্নেল। পরীক্ষায় দেখা যায়, তাঁরা নিষিদ্ধ মাদক সেবন করেছিলেন। যদিও পরে পার্নেল দাবি করেন যে, তিনি ভুল জায়গায় উপস্থিত ছিলেন। এই ঘটনাও আইপিএলের ভাবমূর্তিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। কারণ ক্রিকেটারদের জীবনযাপন ও শৃঙ্খলা নিয়ে তখন প্রশ্ন উঠতে শুরু করে।

কোভিড সময়ে আইপিএল আয়োজন

২০২১ সালে আইপিএল সবচেয়ে কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়। সেই সময় ভারতজুড়ে করোনা ভাইরাসের দ্বিতীয় ঢেউ ভয়াবহ আকার নিয়েছিল। তবু সেই পরিস্থিতিতেই আইপিএল আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। খেলোয়াড়দের জন্য বিশেষ নিরাপত্তা বলয় তৈরি করা হলেও বেশ কয়েকজন ক্রিকেটার সংক্রমিত হন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন- ড্যানিয়েল স্যামস ও অক্ষর প্যাটেল। এই পরিস্থিতিতে অনেক বিশেষজ্ঞ আইপিএল বন্ধ রাখার দাবি জানান। ক্রিকেট বিশ্লেষক সুরেশ মেনন মন্তব্য করেছিলেন যে, এত বড় স্বাস্থ্য সংকটের সময় এই টুর্নামেন্ট চালিয়ে যাওয়া উচিত নয়। শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি খারাপ হওয়ায় সেই বছর আইপিএল মাঝপথে স্থগিত করতে হয় এবং পরে সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে বাকি ম্যাচগুলো অনুষ্ঠিত হয়।

আইপিএলের প্রথম বড় বিতর্ক স্ল্যাপগেট

আইপিএলের প্রথম বড় বিতর্ক ঘটে একেবারে প্রথম মরসুমেই, অর্থাৎ, ২০০৮ সালে। একটি ম্যাচের পরে অভিযোগ ওঠে যে হরভজন সিং রাগের মাথায় চড় মেরেছেন এস শ্রীশান্তকে। ঘটনাটি ‘স্ল্যাপগেট’ নামে পরিচিত হয়ে যায়। ঘটনার পর শ্রীশান্তকে মাঠে কাঁদতে দেখা যায়, যা টেলিভিশনে সম্প্রচারিত হয় এবং ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। তদন্তের পর হরভজন সিংকে ১১ ম্যাচের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়। এই ঘটনা আইপিএলের শুরুর দিনেই খেলোয়াড়দের আচরণ নিয়ে বড় প্রশ্ন তুলে দেয়।

বিতর্ক পেরিয়ে সাফল্যের পথে

আইপিএলের ইতিহাসে নানা বিতর্ক থাকলেও এগুলো লিগটির বিকাশকেও সাহায্য করেছে। প্রতিটি বড় ঘটনার পর নিয়ম আরও কঠোর হয়েছে, নজরদারি বাড়ানো হয়েছে এবং খেলোয়াড়দের আচরণ নিয়েও সচেতনতা তৈরি হয়েছে। আজ আইপিএল শুধু একটি ক্রিকেট প্রতিযোগিতা নয়, এটি একটি বিশাল ক্রীড়া-বিনোদন শিল্প। বিশ্বের প্রায় সব বড় ক্রিকেটার এখানে খেলতে চান। কোটি কোটি মানুষ টেলিভিশন ও ডিজিটাল মাধ্যমে এই লিগ দেখেন। এছাড়া নতুন প্রতিভা তুলে আনার ক্ষেত্রেও আইপিএলের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ২০০৮ সালে শুরু হওয়া আইপিএল আজ বিশ্বের সবচেয়ে মূল্যবান ক্রিকেট লিগ। এর সাফল্যের পেছনে রয়েছে দুর্দান্ত ক্রিকেট, বিপুল বিনিয়োগ এবং দর্শকদের উন্মাদনা। তবে একই সঙ্গে এই লিগের ইতিহাসে রয়েছে নানা বিতর্ক ও কেলেঙ্কারি। কোহলি-গম্ভীর সংঘর্ষ থেকে শুরু করে স্পট ফিক্সিং, রেভ পার্টি বিতর্ক বা কোভিড পরিস্থিতির সমালোচনা; সবই আইপিএলের পথ চলার অংশ। তবু সব বাধা অতিক্রম করেই আইপিএল আজ বিশ্ব ক্রিকেটের কেন্দ্রবিন্দুতে। তাই বলা যায়, বিতর্ক থাকলেও আইপিএলের আকর্ষণ এবং প্রভাব এখনও অটুট। ভবিষ্যতেও এই লিগ ক্রিকেটপ্রেমীদের কাছে একইভাবে উত্তেজনা ও বিনোদন এনে দেবে।

সংখ্যালঘু ভোট ভাগ হওয়ার আধার প্রস্তুত ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনে

শুভাশিস বিশ্বাস

রাজ্যের ২৯৪টি বিধানসভার মধ্যে ১৪৬টি বিধানসভা রয়েছে, যেখানে ২৫ শতাংশ বা তার বেশি সংখ্যালঘু অংশের ভোট। এর মধ্যে আবার ৭৪টি বিধানসভায় সংখ্যালঘু ভোট ৪০ শতাংশেরও বেশি। ১৪৬টির মধ্যে ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটে তৃণমূল জিতেছিল ১৩১টিতে। ১৪টি জিতেছিল বিজেপি। আর দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়ে জিতেছিলেন নওশাদ। তৃণমূলের জয়ের ব্যবধানও ছিল বিপুল। কিন্তু পাঁচ বছর আগের পরিস্থিতি আর পাঁচবছর পরের পরিস্থিতি এক নয়। এই পাঁচ বছরে বিজেপি হিন্দু ভোটকে এককাট্টা করার অনুশীলন একনাগাড়ে চালিয়ে গিয়েছে। তা কতটা কাজে এসেছে সেটা ভোটের ফলাফলেই বোঝা যাবে। কিন্তু বিজেপি যখন এই কর্মসূচিতে শান দিচ্ছে, তখন তৃণমূলের সামনে ‘পুঁজি’ ভাঙার উপকরণ প্রস্তুত হয়েছে। তা-ও কতটা ভোটে প্রতিফলিত হবে, সেটাও সময় বলবে। কিন্তু আপাতত শাসকদলের কাছে যে তা ‘চ্যালেঞ্জ’ এবং আগে কখনও এ হেন সমীকরণের মুখোমুখি তৃণমূলকে হতে হয়নি তা মেনে নিচ্ছেন শাসকদলের প্রথম সারির নেতারাও।

ফলে আসন্ন ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে শাসকদলের সবথেকে বড় মাথাব্যথার কারণ হল সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্ক। আরও স্পষ্ট ভাষায় বললে মুসলিম ভোট ব্যাঙ্ক। প্রায় ৪০ শতাংশ ভোট ব্যাঙ্ক তৃণমূলের পক্ষে থাকায় বিগত কোনও নির্বাচনেই তাদের ধারেকাছে আসতে দেখা যায়নি বিরোধী দলকে। তবে ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের বক্তব্য এ বারের ভোটে তৃণমূলের সামনে মূল চ্যালেঞ্জ ‘পুঁজি’ অটুট রাখা। অর্থাৎ, সংখ্যালঘু ভোট যাতে এককাট্টা থাকে, তা সুনিশ্চিত করা। না হলে আসনওয়াড়ি অনেক হিসাব গোলমাল হয়ে যেতে পারে। কারণ, গত দেড় দশকের বেশি সময় পর এই বারই প্রথম নির্বাচন, যেখানে তৃণমূলের সামনে সংখ্যালঘু ভোট ভাগ হওয়ার একাধিক উপকরণ সামনে আসছে।

যার মধ্যে প্রথমেই রাখা হবে ২০২১ সালের ভোটের আগে আব্বাস সিদ্দিকি এবং নওশাদ সিদ্দিকিদের আইএসএফ। খুব বেশিদিন আগে এই রাজনৈতিক দলটির জন্ম হয়নি। আর এই আইএসএফকে গত পাঁচ বছরে রাজনৈতিক ভাবে অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করতেও দেখা গেছে। আব্বাস সিদ্দিকি প্রত্যক্ষ ভাবে রাজনৈতিক পরিসর থেকে নিজেকে দূরে থাকলেও নওশাদ কিন্তু নেতা হিসাবে বঙ্গ রাজনীতিতে ইতিমধ্যেই সুপ্রতিষ্ঠিত। সংখ্যালঘু, দলিত, আদিবাসীদের অধিকারের কর্মসূচিকে সামনে রেখে রাজনীতি করতে দেখা যাচ্ছে আইএসএফের এই তরুণ তুর্কিকে।

নিঃসন্দেহে দ্বিতীয় কারণটি অবশ্যই হুমায়ুন কবীর। তাঁর দল জনতা উন্নয়ন পার্টি নতুন হলেও তিনি বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ। যিনি ইতিমধ্যেই সাড়া ফেলেছেন বেলডাঙায় বাবরি মসজিদ নির্মাণের মধ্য দিয়ে।

সেই হুমায়ুন খোলাখুলিই সংখ্যালঘুদের তৃণমূল থেকে দূরে থাকার বার্তা দিচ্ছেন। আর এখানেই তৃণমূলের অনেকের আশঙ্কা, হুমায়ুন নিজে বা তাঁর সদ্য প্রতিষ্ঠিত দল ক'টা আসন জিতবে, সেটা গুরুত্বপূর্ণ না হলেও মুর্শিদাবাদের বেশ কিছু আসনে ভোট কেটে আক্ষরিক অর্থেই ‘নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ’ করার মেজাজে তিনি রয়েছেন।

আইএসএফ-এর নওশাদ এবং হুমায়ুন কবীরের পরই যাকে নিয়ে আপাতত বঙ্গ রাজনীতিতে জল্পনার অন্ত নেই তিনি হলেন আসাদউদ্দিন ওয়েইসি।* এই প্রথম পশ্চিমবঙ্গের ভোটের জন্য জেলা এবং আসন নির্দিষ্ট করে গত কয়েক মাস ধরে কাজকর্ম শুরু করেছে আসাদউদ্দিন ওয়েইসির দল ‘মিম’। এই মিম আবার জোট বেঁধেছে হুমায়ুনের সঙ্গে। এদিকে তথ্য বলছে, দু মাস আগে যে ভোট হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের উত্তর দিনাজপুর লাগোয়া বিহারের কিষাণগঞ্জে সেখানে ‘মিম’-কে যথেষ্টই ভাল ফল করতে দেখাও গেছে। আর সেখান থেকেই বাংলায় তাদের ডালপালা প্রসারিত করতে চাইছে তারা। তাদের আপাতত পাখির চোখ মালদহ এবং মুর্শিদাবাদ এই দুই জেলা।

এবার মালদহ, মুর্শিদাবাদ এবং উত্তর দিনাজপুরেএই তিন শক্তির পাশাপাশি ধীরে ধীরে মাথা চাড়া দিচ্ছে বাংলার রাজনীতিতে শূন্যতে পৌঁছে যাওয়া বাম ও কংগ্রেস । গত বিধানসভা নির্বাচনে মালদহ এবং মুর্শিদাবাদে তৃণমূল ভাল ফল করলেও এই দুই জেলাতেই ভোট ভাগের সমীকরণ তৈরি হচ্ছে। আর এটা অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই যে, পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনী রাজনীতিতে বাম-কংগ্রেস প্রান্তিক শক্তিতে পরিণত হলেও মালদহ, মুর্শিদাবাদ এবং উত্তর দিনাজপুরে তাদের গণভিত্তি এখনও রয়েছে। যা গত লোকসভা ভোটে স্পষ্ট। বাম-কংগ্রেসের দিকে যে ভোট রয়েছে, তারও মূল ভিত্তি সংখ্যালঘু অংশই। পাশাপাশি এটাও মনে রাখতে হবে এবার বাম-কংগ্রেসের জোট হচ্ছে না। অন্যদিকে মৌসম বেনজির নূরের মতো গনিখান চৌধুরীর পরিবারের মুখ তৃণমূল ছেড়ে কংগ্রেসে ফিরে গিয়েছেন।

শুধু তাই নয়, রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের অনেকেরই ধারনা, নানা কারণে সংখ্যালঘুদের মধ্যে নানা ইস্যুতে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। আর এতে সিলমোহর দিয়েছেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা জমিয়েত উলেমা হিন্দের রাজ্য সভাপতি সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী স্বয়ং।

সিদ্দিকুল্লার বক্তব্য, ‘আমাদের মতো সংগঠন, আমরাও অনেক সময়ে অনেক কিছু ভাবি। কিন্তু দু'পা এগিয়ে আবার পাঁচ পা পিছিয়ে আসি।’ কিন্তু এবার কি সত্যিই তাঁদের অবস্থান এক থাকবে বিধানসভা নির্বাচনে, উঠছে প্রশ্ন। ফলে এগুলো প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়াতেই পারে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে।

বিজয় রথেই বঙ্গের পরিবর্তন
ছাব্বিশে বিজেপি নিশ্চিত

প্রদীপ মারিক

ছাব্বিশে পরিবর্তন হবেই। এসআইআর এ প্রাথমিক কাজ সম্পূর্ন। সম্পূর্ণ ভোটার তালিকা আসতে কিছুটা সময়ের অপেক্ষা। এই আংশিক ভোটার তালিকা দেখেই বঙ্গের বর্তমান আঞ্চলিক শাসক দলের পিলে চমকে গেছে। কারণ ভুয়ো ভোটার বাতিলের তালিকা হাফ কোটির ও বেশি। তৃণমূল নিশ্চিত হার জেনে গিয়েছে। তাই বঙ্গের আঞ্চলিক শাসক দলের নেত্রীর অযৌক্তিকর কথা বলতে শুরু করেছেন। তিনি বিজেপির পরিবর্তন যাত্রার রথ নিয়ে কটাক্ষ করছেন। বিজেপির বিজয় রথ শুধু মাত্র রথ নয় বঙ্গের মানুষের অধিকার যাত্রা।

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজ্যজুড়ে একাধিক রথ যাত্রার কর্মসূচির ঘোষণা করেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের বিদায়ের পথ প্রশস্ত করতেই এই অভিনব উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য। শমীক ভট্টাচার্য বার বার অভিযোগ করেছেন , রাজ্যে গণতান্ত্রিক অধিকার নেই এবং বারবার প্রশাসনিক বাধার মুখে পড়তে হয় বিরোধীদের। তাঁর দাবি, অতীতেও রথযাত্রা বা পরিবর্তন যাত্রায় বাধা এসেছে। তবে, এবার সংগঠিতভাবে পরিকল্পনা করে বিজেপি পথে নামছে। জনসংযোগ বাড়াতে ছাব্বিশের ভোটের আগেও ‘পরিবর্তন রথযাত্রা’য় শামিল হয়েছে বঙ্গবাসী। সমাজের সব স্তরের মানুষ এই পরিবর্তন এই রথযাত্রায় যোগদানের জন্য এগিয়ে আসছেন।

বঙ্গ বিজেপির এই বিজয় রথ যাত্রা মনে করিয়ে দিচ্ছে লালকৃষ্ণ আদবানিকে যিনি লোহ পুরুষ হয়ে এই ভারতে হিন্দুত্বের বিজয়গাঁথায় বিজেপির উত্থানের সূচনা করেছিলেন। লালকৃষ্ণ আদবানি নব্বইয়ের দশকে যে রথযাত্রা ছুটিয়েছিলেন, আর সেই ‘রথ’ ভারতীয় রাজনীতিতে এক নতুন অধ্যায় উন্মোচন করে। কংগ্রেসের একনায়কতন্ত্র ধ্বংস করে নয়া হিন্দুত্ববাদ ভারতবাসীর আবেগে প্রবেশ করে। ভারতীয় জনগণ হিন্দুত্বের জোয়ার এনে ভারতীয় জনতা পার্টিকে নির্বাচিত করে। ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যা গাড়িষ্ঠতা নিয়ে যখন বিজেপি কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করে তখন, আদবানি বলেন, ভারতের যোগ্য প্রধানমন্ত্রী হবেন নরেন্দ্র ভাই। তিনি যে কত বিচক্ষণ এবং তীক্ষ্ণ প্রত্যুতপন্নমতি বুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন তা একশো চল্লিশ কোটি ভারতবাসী আজ উপলব্ধি করতে পারছে। নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বেই বিকশিত ভারতের লক্ষে ভারতবর্ষ এগিয়ে চলেছে। রামজন্মভূমি আন্দোলনের প্রকৃত হিন্দুত্বের পথ প্রদর্শক লালকৃষ্ণ আদবানিই ভারতরত্ন পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তিত্ব সেই মতামতের মান্যতা দিল কেন্দ্রীয় সরকার। যোগ্য ব্যক্তিকে যোগ্য সম্মান দেওয়ার পরই নরেন্দ্র মোদি বললেন, ‘আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি, লালকৃষ্ণ আডবাণী ভারতরত্ন সম্মান পাচ্ছেন। দেশের উন্নয়নে ওঁর অবদান অনস্বীকার্য। দেশের সেবায় তৃণমূল স্তর থেকে কাজ করতে শুরু করেছিলেন তিনি। উপপ্রধানমন্ত্রী হিসাবেও দায়িত্ব সামলেছেন। তিনি আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী ছিলেন। ওঁর কাজ আমাদের কাছে দৃষ্টান্তস্বরূপ।’ আদবানির মধ্যে কোন দিন কোন ভয় কাজ করে নি, তিনি সৎ ও নিষ্ঠা ভরে যে রামরথ যাত্রা করেছিলেন তার ওপর ভর করে হিন্দি বলয়ে উত্থান হয়েছিল বিজেপির। আদবানি যে আন্দোলন শুরু করেছিলেন, তা চূড়ান্ত রূপ পেল অযোধ্যার রামজন্মভূমিতে রামমন্দিরে রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর। আদবানি যে হিন্দুত্বের ধ্বজা মোদির হাতে তুলে দিয়েছিলেন মোদিই সেই বৃত্ত সম্পূর্ণ করেছেন। অযোধ্যায় রামলালার প্রতিষ্ঠান বছরেই ‘ভারতরত্ন’ দেওয়া হয় লালকৃষ্ণ আদবানিকে। অসুস্থতার জন্য রামলালার প্রতিষ্ঠান দিবসে তিনি উপস্থিত থাকতে পারেননি বলে একরাশ কষ্ট নিয়ে তিনি বলেছিলেন, তার মন সব সময় অযোধ্যার রামমন্দিরে রামলালার পাদপদ্মেই রয়েছে।

লালকৃষ্ণ আদবানির নেতৃত্বেই ১৯৯০ সালে সোমনাথ মন্দির থেকে অযোধ্যা পর্যন্ত প্রথম রাম রথযাত্রা শুরু হয়। তার আন্দোলন যে কতটাই নিষ্কলঙ্ক ছিল তার প্রমান দিল আদালত। আদালত জানিয়ে দিল, ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বরের বাবরি মসজিদের ঘটনার নেপথ্যে কোনও ষড়যন্ত্র বা পূর্ব পরিকল্পনা ছিল না। গোটাটাই ‘হঠাৎ ঘটে যাওয়া’ স্বতঃস্ফূর্ত জনরোষের ফল। মিথ্যা মামলায় সকলকেই বেকসুর খালাস দেওয়া হয়। ২০১৯ সালে সুপ্রিম কোর্ট ঐতিহাসিক রায় দিল, অযোধ্যার বিতর্কিত জমিতে রামমন্দির নির্মাণ করা হবে। অবিভক্ত ভারতে তাঁর জন্ম পাকিস্তানের করাচিতে। ভারতের রাজনীতির আঙিনায় তিনি লৌহপুরুষ হিসাবে খ্যাতি পেয়েছেন। হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির তিনি ই অন্যতম মুখ। ১৯৯৯ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত বিজেপির নেতৃত্বাধীন জাতীয় গণতান্ত্রিক জোট (এনডিএ) সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন আদবানি। ২০০২ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত অটলবিহারী বাজপেয়ীর অধীনে ভারতের সপ্তম উপ-প্রধানমন্ত্রী হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন তিনি। তিনি সরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং তথ্যসম্প্রচার মন্ত্রীও ছিলেন। ভারতরত্ন পাওয়ার পর আদবানি বলেন, ‘এইটা আমার জন্য শুধু একজন ব্যক্তি হিসেবে পাওয়া কোনও সম্মান নয়। এইটা আমার সারা জীবন ধরে যে আদর্শ ও মূল্যবোধকে অনুসরণ করেছি, এটা তার প্রতি সম্মান। যে আদর্শ ও মূল্যবোধকে আমি আমার সর্বোচ্চ ক্ষমতা অনুযায়ী সারাজীবন ধরে লালন করেছি, পালন করেছি।’

বঙ্গের মাতৃশক্তিরাই ভারতীয় জনতা পার্টি কে বঙ্গের শাসন ভার দিতে বদ্ধ পরিকর। বঙ্গের মহিলা মোর্চার সভানেত্রী ফাল্গুনী পাত্র, যাদবপুর মহিলা মোর্চার জেনারেল সেক্রেটারি মহুয়া উপাধ্যায় পাল, রেখা পাত্র দের মত মাতৃশক্তিরাই বঙ্গে পরিবর্তন নিয়ে আসবে এটা নিশ্চিত। এই বার বঙ্গে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের পূর্বে পরিবর্তনে বিজয় রথযাত্রা এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করবে বলে বঙ্গবাসীদের অভিমত। পাহাড় থেকে সাগর বঙ্গে তৃণমূল ধূলিসাৎ হবে। হার নিশ্চিত জেনে শেষ মুহূর্তে তৃণমূল ভোট বয়কটের রাস্তায় গিয়ে নতুন নাটক ও শুরু করতে পারে। তৃণমূলের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে ছাব্বিশে বঙ্গে মোদির সবকা সাথ সবকা বিকাশের ধারা অক্ষুন্ন রেখে ডাবল ইঞ্জিন সরকার একপ্রকার নিশ্চিত।